উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

JSW Energy

১,৬০০ মেগাওয়াট
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস

উজ্জ্বল উপস্থিতি:

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপস্থিত থাকবেন:

সজ্জন জিন্দল, চেয়ারম্যান - জেএসডব্লিউ গ্রুপ

পার্থ জিন্দল, এমডি - জেএসডব্লিউ সিমেন্ট ও জেএসডব্লিউ পেইন্টস

ডঃ মনোজ পন্থ, আইএএস, চিফ সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলার
শক্তি
জীবিকার বৃদ্ধি
দেশের
প্রগতি

শালবনি । ২১ এপ্রিল, ২০২৫ । দুপুর ২টো

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উজ্জ্বল, স্বনির্ভর এবং স্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের দীর্ঘদিনের শপথকে আবার স্মরণ করছে জেএসডব্লিউ এনার্জি।

শালবনিতে ১,৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে একটি যুগান্তকারী অংশীদারিত্বে হাত মিলিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সুরক্ষা এবং শিল্প-আকাঙ্ক্ষার একটি ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রকল্প।

এটি শুধু একটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রই নয়, একটি প্রতিশ্রুতিও।

অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার, সম্ভাবনা তৈরি করার এবং অঞ্চল জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চালানোর প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্প।

Scan for
Live Webcast

ফ্যাটি লিভার রোধে ভরসা স্বাস্থ্যকর খাবার

১৯ এপ্রিল পেরিয়ে এলাম বিশ্ব লিভার দিবস। উদ্দেশ্য, লিভারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি লিভারের রোগ প্রতিরোধে যত্ন নিতে উৎসাহিত করা। এবছরের থিম 'খাবারই ওষুধ', অর্থাৎ লিভার ভালো রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধে পুষ্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মনে রাখবেন, আপনার প্রেসক্রিপশনে কী আছে তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্লেটে কী আছে। লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট **ডাঃ নাদিম পারভেজ**

লিভারকে বলা হয় পাওয়ারহাউস, কারণ এটি শরীরকে ডিটক্সিফাই করে, পুষ্টি প্রক্রিয়াকরণে এবং বিপাকের হার নিয়ন্ত্রণ করে। তবুও লিভারের রোগ যেমন ফ্যাটি লিভার, ভাইরাল হেপাটাইটিস, সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসার ক্রমে বাড়ছে। আর এসবের জন্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন দায়ী।

বাস্তবে ফ্যাটি লিভার অতি পরিচিত সমস্যা এবং বিশ্বজুড়ে লিভার সিরোসিসের অন্যতম বড় কারণ, বিশেষ করে ভারতে। যেভাবে ব্যাপক হারে ওবিসিটি, ডায়াবিটিস বাড়ছে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে মানুষজন অভ্যস্ত হচ্ছেন এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, তাতে ফ্যাটি লিভার যেন একটা ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। মোদ্দা কথা, এটি লাইফস্টাইল ডিজিজ, তাই প্রতিরোধযোগ্যও।

যা খাবেন

- ফল, সবজি, শুঁটি জাতীয় খাবার, গোটা শস্য এবং প্রোটিন
- স্বাস্থ্যকর চর্বি পেতে বাদাম, বীজ, জলপাই তেল ও মাছ খান

যা খাবেন না

- চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার তালিকা থেকে বাদ দিন
- মদ্যপান ও চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন

এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন- সুস্থ লিভারের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারে এবং ফ্যাটি লিভার ডিজিজ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্বাস্থ্যকর খাবার শুধু শরীরকে পুষ্ট করে না, সক্রিয়ভাবে লিভারকেও রক্ষা করে। 'খাবারই ওষুধ'– এটা শুধু থিম নয়, এটা একটা জীবনধারা। কম মাত্রা দিয়ে শুরু করুন, বুঝেশুনে খান এবং প্রতিটা কামড়ে আপনার লিভারকে সম্মান করুন।

আইবিএস মোকাবিলার উপায়

১৯ এপ্রিল ছিল ওয়ার্ল্ড ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম দিবস (আইবিএস)। এটি এমন এক অবস্থা যাতে পেটে অস্বস্তি হয়। এক্ষেত্রে দু'রকম সমস্যা হতে পারে- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া কিংবা উভয়ই হতে পারে। তবে এই সমস্যার পুরোপুরি কোনও সমাধান নেই। একে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য লক্ষণ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। লিখেছেন জেনারেল ফিজিশিয়ান (ডায়াবিটিস)
ডাঃ এস এ মল্লিক

আইবিএস কী

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, যেখানে আপনার বৃহৎ অন্ত্রে অনিয়ম ঘটে। এটি কোনও মারাত্মক রোগ না হলেও দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ অসুবিধা করতে পারে।

লক্ষণ

- পেট ব্যথা বা অস্বস্তি
- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া (দুটোই ঘুরে ঘুরে হতে পারে)
- পেটে গ্যাস বা ফাঁপা ভাব
- মলত্যাগের পরে আরাম বোধ
- অতিরিক্ত গ্যাস

কারণ

আইবিএসের নির্দিষ্ট কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে কিছু সাধারণ কারণ হতে পারে -

- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ
- হরমোনের ওঠানামা
- খাদ্যতালিকার গণ্ডগোল
- অল্প ঘুম বা বিশ্রামের অভাব
- অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণের ঘরোয়া উপায়

- **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি :** বেশি মশলা ও ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। লো ফোডম্যাপ ডায়েট অনুসরণ করুন অর্থাৎ বিশেষ কিছু কার্বোহাইড্রেট এড়ানো দরকার। বেশি করে ফাইবার খান (যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়)। ডায়ারিয়ার ক্ষেত্রে দুধ, কফি ও কৃত্রিম মিষ্টি এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট ভাগে খাবার খান, বেশি খেলে সমস্যা বাড়ে।
- **পর্যাপ্ত জল পান করুন :** দিনে অন্তত ২.৫–৩ লিটার জল খান। এছাড়া সুপ, ডাবের জল, ফলের রস সহায়ক।
- **মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন :** যোগ, মেডিটেশন বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন। দৈনিক ৩০ মিনিট হাঁটা অভ্যাস করুন। মন ভালো রাখুন। পছন্দের গান শুনুন, বই পড়ুন বা কাজ করুন।
- **ঘুম এবং বিশ্রাম অপরিহার্য :** প্রতিদিন অন্তত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাতে দেরি করে খাওয়া বা ঘুমানো এড়িয়ে চলুন।
- **প্রোবায়োটিক খাবার খান :** দই, ঘরে তৈরি আচার ইত্যাদি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটিরিয়া বাড়ায়। প্রয়োজনে প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্টও নেওয়া যেতে পারে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

- ওজন হঠাৎ কমে গেলে
- রক্ত মেশানো মলত্যাগ হলে
- অতিরিক্ত দুর্বলতা বা অ্যানিমিয়া হলে
- ঘনঘন বমি হলে

মনে রাখবেন

আইবিএস সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য না হলেও, ঘরোয়া পদ্ধতিতে এটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, সঠিক খাবার এবং মানসিক প্রশান্তিই আইবিএসের সবচেয়ে বড় ওষুধ। নিয়ম মেনে চললে আপনি নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারবেন।

বয়স্কদের পড়ে যাওয়া এড়াতে যা করবেন

চোমাজানা বয়স্ক মানুষের হঠাৎ পড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায়, বিশেষ করে বাথরুমে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি পড়ে গেলে বিপদ অনেক। মাথায় আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হতে পারে। ভেঙে যেতে পারে হাত-পা। আঘাত লাগতে পারে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও। তার ওপর বয়স্কদের ভেঙে যাওয়া হাড় সহজে জোড়া লাগতে চায় না। ব্যথাবেদনায় ভুগতে হয় অনেক বেশি। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে অপরের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যোগ হয় আবারও পড়ে যাওয়ার ভয়। এই অবস্থায় যা করবেন -

- ঘরের ভেতরে যেন যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকে। রাতে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে এদিক-ওদিক গেলেও যেন বয়স্ক মানুষটা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর নাগালের মধ্যেই জল রাখুন, যাতে রাতে ঘুম ভাঙলে সহজেই নিজে নিয়ে খেতে পারেন। উঠে কোথাও যেতে না হয়।
- জল, তেল, অন্যান্য তরল কিংবা পাউডার জাতীয় জিনিস অল্প পরিমাণে মেঝেতে পড়ে থাকলেও কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে চোখের নিমেষে। তাই সতর্ক থাকুন।
- বাথরুমের মেঝে শুকনো রাখুন। বাথরুমের দেওয়ালে বেশ কিছু হাতল লাগিয়ে নিতে পারেন যাতে কমোড থেকে ওঠার সময় কিংবা পা ধোয়ার পরে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি হাতল ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন।
- ঘরের কোথাও যেন এমন কিছু পড়ে না থাকে, যাতে বাধা পেয়ে একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। শিশুর ছোট্ট একটা খেলনার কারণেও কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে পারেন। শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে ওঠার জন্য উৎসাহ দিন।
- বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হালকা মাথা ঘোরানোর কথা বললে অবহেলা করবেন না। চোখে সমস্যা থাকলেও তিনি পড়ে যেতে পারেন। বাইরে গেলে কানের সমস্যার কারণেও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এ ধরনের সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করান।
- হাঁটার জন্য প্রয়োজনে লাঠি কিংবা ওয়াকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সবসময় কেউ থাকলে অবশ্যই ভালো। বিশেষ করে বাথরুমে যাওয়ার সময় কেউ একজন সঙ্গে থাকা উচিত।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বাথরুমে ছোট্ট টুল রাখতে পারেন। তাঁদের জন্য সঠিক মাপের জুতো ও স্যান্ডেল রাখতে হবে। জুতো-স্যান্ডেলের তলা যেন পিচ্ছিল হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- পায়ের নখ সুন্দরভাবে কেটে দিন। পায়ে ব্যথা, জড়তা, ক্ষত বা অন্য সমস্যা হলে চিকিৎসা করান।
- শরীরচর্চাতে উৎসাহ দিন। তবে সেটা যেন বয়স এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বহুবিধ শারীরিক সমস্যার জন্যই একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। যেমন ডায়াবিটিস বা রক্তচাপের ওঠানামা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। চিকিৎসকের কাছে গেলে এসব সমস্যা ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসা করানোও সহজ হয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

আইপিএলে ৬৭ নম্বর হাফ সেঞ্চুরি বিরাটের ›› ১২

পাকিস্তানে আক্রান্ত হিন্দু মন্ত্রী

পাকিস্তানে আক্রান্ত হলেন সেদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু মন্ত্রী খেলদাস কোহিস্তানি। তাঁর কনভয়কে লক্ষ্য করে আলু ও টমেটো ছোড়া হয়। তবে মন্ত্রীর কোনও ক্ষতি হয়নি। ›› ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৪°	৩২°	২৩°	৩২°	২৪°	৩৩°	২২°

দু'দিনের সফরে বস্টন গেলেন রাহুল ›› ৮

৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

বামেদের শ্রমজীবী সংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেডে সমাবেশ। -পিটিআই

লড়াইয়ের ডাকে প্রশ্ন বহু

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : হুংকার অনেক। তৃণমূলের উইকেট ফেলার লক্ষ্য ঘোষণায় হাততালির ঝড় বইল সিপিএমের ব্রিগেডে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ১৪ তলা থেকে দুর্নীতিবাজদের টেনে নামানোর ডাক দিলেন। অতীতে দলের ভোটব্যাংক কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে যেতে ব্রিগেড থেকে নির্দেশ গেল। যদিও ২০ মে শ্রমিক ধর্মঘট ছাড়া আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি ঘোষণা হল না। কোন পথে তৃণমূলের উইকেট ফেলা হবে, তা যেন অস্পষ্ট থেকে গেল।

দলের কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর, বস্তি সংগঠনগুলির ডাকে রবিবারের ব্রিগেড থেকে সিপিএম গ্রামে ফেরায় জোর দিল। 'গ্রামে চলো' সদ্য গ্রহণ করেছে বিজেপি। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস গ্রামে 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মসূচি করে চলেছে। অতীতে নকশালপন্থীরাও 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র ডাক দিতেন। সেই একই আহ্বান দেওয়া হল সিপিএম কর্মীদের উদ্দেশে। গত দেড় দশকে আন্দোলন ও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কৌশল ঠিক করে উঠতে পারেনি সিপিএম। রবিবারের ব্রিগেডও সেই গোলকধাঁধার উত্তর দিতে পারল না যেন।

সমাবেশের লাভ বলতে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বন্যা টুডুকে তুলে ধরা। হুগলির গুড়াপের এই নেত্রীর আগুনঝরা ভাষণের উত্তাপ ছড়িয়েছে ব্রিগেডে। মেঠো উচ্চারণে তাঁর কথায়, 'ওরা বলে খেলা হবে। আমরাও খেলব। ব্যাটে খেলব, বলেও খেলব। ছাব্বিশের নির্বাচনে আমরা দেখিয়ে দেব। উইকেট ফেলে দেব।' রবিবারের সভায় সেলিম ছাড়া অন্য পাঁচ বক্তার কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক, কেউ খেতমজুর, কেউ বস্তি আন্দোলনের নেতা।

ষষ্ঠ বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সাম্প্রদায়িক হিংসা ঠেকাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, আন্দোলনের বদলে যেন মামলা, অভিযোগ জানানোতেই বেশি জোর দিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াবে, পুলিশ সেখানে মামলা না করলে আমরাই রাজ্যের সব থানায় এফআইআর করব। লড়াই মন্দির, মসজিদ ঘিরে নয়।'

বন্যা টুডুর ভাষণের সপ্রশংস উল্লেখ করে সেলিম বলেন, 'বন্যা বলেছে, উইকেট ফেলে দেবেন। ফুটবলের ভাষায় বলতে গেলে, একটু নেমে খেলতে হবে। যাতে চোদ্দো তলা থেকে চোরগুলিকে টেনে নামাতে পারি। ছাব্বিশের লড়াই শুরু হোক এখান থেকে।' বন্যা অবশ্য ভোটের চেয়ে পথের আন্দোলনে জোর দেন। তাঁর ভাষায়, 'অনেকে বলেন, ব্রিগেডে এত লোক, ভোটবাক্স তো শূন্য। আসলে ভোটবাক্স আর রুটিরুজির লড়াই আলাদা।'

ভিন্ন ব্রিগেড

- মঞ্চে নেই সেলিম ছাড়া রাজ্য সিপিএমের অন্য শীর্ষ নেতারা
- বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বসে থাকলেন দর্শকদের মধ্যে
- সভা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল না মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে
- প্রান্তিক শ্রেণির আন্দোলনের প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার মঞ্চে

তৃণমূল তো বটেই, বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু ব্রিগেডের এই সমাবেশ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'ব্রিগেডে লোক হয়েছিল নাকি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাঠের দশভাগের একভাগও ভরাতে পারেনি। সিপিএমের হিন্দুদের ধন্যবাদ, তারা ব্রিগেড থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।' তাঁর তোপ, 'সেলিম মমতার দালাল, মমতার এজেন্ট। মমতার কাছ থেকে মাসোহারা পান। চিটফান্ডের সবথেকে বড় বেনিফিশিয়ারি উনি। '৮৪ সালে কলকাতায় ওঁর নির্বাচনে সব খরচ দিয়েছিল ওই চিটফান্ড সংস্থা।'

তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁদের ৯৯ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। মনে হচ্ছে, এটা যেন হাঁসজারুর ব্রিগেড।' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ও আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী শুধু ব্রিগেড

এরপর দশের পাতায়

টিফিনের টাকা জুয়ায় খরচ

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় উদ্বেগ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় একের পর এক গুমটিতে অবাধে চলছে ওয়ান ডিজিট জুয়া খেলা। আর সেই খেলার নেশায় কেবল বয়স্করা নয়, জড়িয়ে পড়ছে ছোটরাও। জংশন এলাকায় সেইসব জুয়ার আসরে পড়ুয়াদের উপস্থিতি দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক মহলে।

আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন এলাকা ছাড়াও রেলবাজার ও ডিআরএম চৌপথি এলাকায় এমন একাধিক গুমটি রয়েছে, যেখানে এই জুয়ার আসর বসে। বলছেন স্থানীয়রা। স্কুলে যাওয়ার পথে, কখনো-কখনো ছুটির পর আবার কখনও টিউশন পড়তে যাওয়ার নাম করে পড়ুয়ারা ঢুকে পড়ছে সেইসব গুমটিতে। জুয়া খেলার টাকা তারা পাচ্ছে কোথা থেকে? বাড়ি থেকে তাদের টিফিনের জন্য বা হাতখরচ হিসেবে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেটাই উড়ে যাচ্ছে ওয়ান ডিজিটের আসরে। তবে খেলার নেশায় টাকা হারানোর অঙ্কটা বাড়লেই মাথায় বাজ। বাড়ি থেকে সেই টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। তাতে পারিবারিক অশান্তি বাড়ছে। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে জুয়া খেলার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে অবসাদে এক কিশোরের আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সে অবশ্য অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। এমন ঘটনা আলিপুরদুয়ার শহরেও যে কোনওদিন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা।

যে জংশন এলাকায় এই ওয়ান ডিজিটের আসর বসে, সেই জংশনের ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় স্কুল রয়েছে। সব মিলিয়ে জংশন এলাকায় গোটা ছয়েক হাইস্কুল রয়েছে।

সেসব স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের অনেকেই ওয়ান ডিজিটের গুমটিতে গিয়ে ঢুকছে। স্কুলের ইউনিফর্মেই দেখা যাচ্ছে তাদের। সন্ধ্যার দিকেও গুমটিগুলিতে খেলতে আসছে পড়ুয়ারা। তখন আর ইউনিফর্ম পরা না থাকলেও অনেকেরই পিঠে ব্যাগ থাকছে। বোঝাই যাচ্ছে, টিউশন যাওয়া বা আসার পর ঢুকছে তারা।

আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীবকুমার বর্মন বলেন, 'এমন কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।'

জংশন এলাকায় ওয়ান ডিজিট খেলার আসর বসার অভিযোগ আগেও উঠেছে। এবার পড়ুয়ারা বাড়িতে অতিরিক্ত টাকার বায়না করতেই খোঁজখবর শুরু করেন অভিভাবকরা। তারপরে পড়ুয়াদের

ছবি : এআই

বিপন্ন শৈশব

- স্কুলে যাওয়ার পথে বা ছুটির পর জুয়ার আসরে
- কখনও টিউশন যাওয়ার নাম করে চলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা
- জুয়ার নেশায় চাপ বাড়ছে টাকা জোগাড়ের
- তাতে পারিবারিক অশান্তি ও উদ্বেগ বাড়ছে

কয়েকজনকে নিয়মিত সেইসব গুমটিতে যাতায়াত করতে দেখা যায়। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। ইনস্টিটিউট কলোনি এলাকার এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার ছেলে স্কুল পড়ুয়া। অথচ দিন-দিন হাতখরচের টাকার চাহিদা বেড়েই চলছে। ভাবছিলাম, এত টাকা ও কোথায় খরচ করে। পরে আমার ছেলেকে ওয়ান ডিজিটের দোকানে দেখা যাচ্ছে বলে শুনতে পাই। স্কুলে ও টিউশনিতে যাতায়াত করার সময় ওকে প্রায়ই সেখানে দেখা যাচ্ছে। বোঝানোর চেষ্টা করছি।'

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

জাত বড়, চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই

জয়দীপ সরকার

আজ ২১ এপ্রিল, উত্তরবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসের ৭৪ বছর। যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের শুরু হতেই পারত আজ, যদিও মূল ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সে উদ্যোগ নেই। আসলে ভোটের অঙ্কে দিনটি আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে শঙ্খ ঘোষ 'যমুনাবতী' লিখেছিলেন। গত ৭৪ বছরে মূলধারার বাঙালি বৌদ্ধিক সমাজও সেভাবে এই দিনটিকে ইতিহাসে জায়গা দেয়নি।

ইন্টারনেটে কোনও সার্চ ইঞ্জিনে যদি টাইপ করি 'খাদ্য আন্দোলন', তাহলে যে দিনটি দেখায় তা হল, ১৯৫৯ সালের ৩১ অগাস্ট, যে আন্দোলনের প্রথম শহিদ নুরুল ইসলাম। কিন্তু তারও আট বছর আগে, ১৯৫১ সালে আজকের দিনেই স্বাধীন ভারতের প্রথম খাদ্য আন্দোলনে পঞ্চশহিদকে বরণ করেছিল রাজনগর কোচবিহারের রাজপথ।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত ভারত যখন স্বাধীন হয়, করদ রাজ্য কোচবিহার দুই খণ্ড থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং কোচবিহার ভারতভুক্ত হয়। কিন্তু কোচবিহার থেকে দিনাজপুর তখন এক গভীর সমস্যায়। দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন উত্তরের এই দুই ভূখণ্ডে। কোচবিহারের সমস্যাটা আরও একটু বেশি ছিল। কারণ, পূর্বতন করদ রাজ্যের জন্য নতুন দেশটার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তৎকালীন রাজ্য সরকারও অনেকটাই নিস্পৃহ ছিল কোচবিহারের উদ্বাস্তু স্রোত নিয়ে।

১৯৫০-এর শেষেই এই অঞ্চলে এক মন চালের দাম পৌঁছোয় ৭০-৮০ টাকায়। দেখা দেয় তীব্র খাদ্যসংকট। প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৯ এপ্রিল, ১৯৫১ খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিতে সাগরদিঘির পাড়ে অনশন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল জেলাজুড়ে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ২১ এপ্রিল খাদ্যের দাবিতে জেলা শাসকের অফিসের দিকে এগোতে থাকে ভুখা মানুষের মিছিল। সেই মিছিলের শুরুতেই ছিলেন জেনকিন্স স্কুল, মিশনারি বা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল ও সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলন থামাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে প্রাণ হারান সাত বছরের এক শিশু ও দুই তরুণী সহ পাঁচজন : বকুল তালুকদার (৭), কবিতা বসু (২৫), বন্দনা তালুকদার (১৬), সতীশ দেবনাথ (১৫) ও বাদল বিশ্বাস (২০)।

এরপর দশের পাতায়

মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে যোগ উত্তরবঙ্গের

বাবা-ছেলে খুনে চোপড়ায় ধৃত তরুণ

কালাগছ এলাকায় এই বাড়িতে কাজ নিয়েছিল জিয়াউল।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল উত্তর দিনাজপুরের। সমশেরগঞ্জের জাফরাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের অন্যতম অভিযুক্ত জিয়াউল শেখকে চোপড়ার কালাগছ এলাকা থেকে শনিবার পাকড়াও করা হয়েছে। স্থানীয় চোপড়া থানার পুলিশ এই ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। তবে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় একটি বিবৃতি দিয়ে এখবর জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে বলা হচ্ছে, এলাকায় এসটিএফ টিম এসেছিল। তবে কোনওরকম গ্রেপ্তারির বিষয়ে স্থানীয় থানায় কিছুই জানানো হয়নি। খুনের ঘটনায় চোপড়ার নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর রবিবার দিনভর এনিয়ে চর্চা চলে চোপড়ায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এর আগে চোপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। তাহলে কি খুনের ঘটনার পর গা-ঢাকা দিতেই চোপড়ার চেনা জায়গায় এসে উঠেছিল? প্রশ্নের জবাব মিলছে না। ধৃত জিয়াউল সামশেরগঞ্জের সুলিতলা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার তাকে জঙ্গিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কালাগছ এলাকায় তাকে খুব একটা কেউ চিনতেন না। তাই সেখানকার লোকজন প্রথমে কিছু বুঝতেও পারেননি। তবে যে এলাকায় জিয়াউল আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানকার কেউ আবার এব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন না, বা চাইছেন না।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেই নাকি কালাগছ এলাকায় এসে উঠেছিল জিয়াউল। এখানে কাজেও যোগ দিয়েছিল। এই জায়গা তার চেনা। কয়েকবছর আগে এখানেই ঘরভাড়া নিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। কালাগছ মাছ বাজারের অদূরে পরিচিত ফেরিওয়ালাদের ডেরায় উঠেছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকেই এই এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন।

এরপর দশের পাতায়

অশান্তিতে ফালাকাটার ভিডিও

নিউজ ব্যুরো

২০ এপ্রিল : অশান্তি পাকানোর 'যথাযথ উদ্যোগ' থাকলে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। তেমনই কোথাকার ছবি কোন প্রসঙ্গে 'ব্যবহার' করা হবে, বলা যায় না সেটাও। গত মাসখানেকের মধ্যে গঙ্গার দুই পারের দুই এলাকায় অশান্তি পাকিয়ে উঠেছিল। মালদার মোথাবাড়িতে ইদের আগে। মুর্শিদাবাদে ইদের পরে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ নিয়ে যে গণ্ডগোলের শুরু মুর্শিদাবাদে, সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সেখানে বাবা-ছেলেকে খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত সদ্য ধরা পড়েছে উত্তর দিনাজপুর থেকে। আর মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের। কীভাবে? মুর্শিদাবাদে অশান্তির আগুনে ঘি ঢালতে একাধিক ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার মধ্যে একটি ভিডিও আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার।

ফালাকাটার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। তাও সেখানকার ভিডিও বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদের বলে। এভাবে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি ধরেছে ক্যুইন্ট নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যারা এধরনের ভুয়ো খবর যাচাই করার কাজ করে। কী রয়েছে সেই ভিডিওতে? তাতে দেখানো হয়েছে, দুজন বিহারের হিন্দু বাসিন্দা মাথায় ফেজ টুপি পরে রয়েছেন। তাঁদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে, এটা মুর্শিদাবাদের ভিডিও। দাবি করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে ছদ্মবেশে লোক ঢোকানো হয়েছে বিহার থেকে। যদিও তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে,

এরপর দশের পাতায়

ভাড়ার তালিকা থাকবে টোটোয়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ এপ্রিল : নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে ভাড়া। সেই ভাড়ার তালিকা টাঙাতে হবে প্রতিটি টোটোতে। সেইসঙ্গে শহরের সব টোটোচালকের ডেটাবেস বানাচ্ছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। এছাড়া যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে মিল রোড থেকে ধূপগুড়ি মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল করতে পারবে না। এছাড়া নেতাজি রোডে টোটো পার্কিং করা যাবে না।

রবিবার শহরের টোটোচালক ও টোটো ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে একটি বৈঠক করে ফালাকাটা থানার পুলিশ। শহরের সব টোটোচালকের সচিত্র পরিচয়পত্র সহ ডেটাবেস থানায় জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদিন ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শহরে টোটোর যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি আবার তাদের জন্য নানা অপরাধমূলক কাজও হচ্ছে। আমরা যাত্রীসুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাইছি। তাই শহরে যাঁরা টোটো চালাবেন, তাঁদের পরিচয়পত্র থানায় জমা রাখতে হবে। এছাড়াও আরও বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করে এদিন চালকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' নির্দেশ না মানলে আগামী মে মাস থেকেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

নিয়মাবলি

- টোটো ইউনিয়নগুলিকে ভাড়ার তালিকা তৈরি করে থানায় জমা করতে হবে
- নির্দিষ্ট রুটের যাত্রী পরিবহণ করতেই হবে
- টোটোর মধ্যে থানার ফোন নম্বর লিখে রাখতে হবে
- চালকের সচিত্র পরিচয়পত্র সহ তথ্য থানায় দিতে হবে

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, শহরে যানজটের অন্যতম কারণ লাগামছাড়া টোটো। মাঝেমধ্যে টোটোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে। আবার টোটোয় নানা অসামাজিক কাজের অভিযোগও ওঠে মাঝেমধ্যেই। ভাড়া বেশি নেওয়া, সব রুটে না যাওয়া, রাস্তায় যত্রতত্র টোটো দাঁড়িয়ে থাকার

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

লাঠিচার্জ কাণ্ডে সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলা

›› চারের পাতায়

বৃষ্টি-হড়পায় বিপর্যস্ত কাশ্মীর

›› আটের পাতায়

প্লাস্টিক বেচে আঠা শুঁকছে পথশিশুরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ এপ্রিল : ছেঁড়া-ময়লা জামাকাপড় দেখেই বোঝা যায়, বছর দশেকের শিশুটি স্নান করেনি কয়েকদিন। হাতে একটা বস্তা। ওতে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে বের করে আনা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, বোতল সহ আরও কত কী! দিনভর বীরপাড়ার অলিগলি, নালা, হাইওয়ের পাশে ফেলে দেওয়া আবর্জনার স্তূপ থেকে ওগুলো সংগ্রহ করতে ওর মতো সারাদিন কেটে যায় আরও অনেকের। বেলাশেষে ওগুলো বেচে হাতে আসে নগদনারায়ণ। তবে টাকা দিয়ে ভাত বা রুটি নয়, আঠা, ওষুধ কেনে ওদের অনেকেই। সন্ধ্যায় বিশেষ কায়দায় আঠা শোঁকে ওরা। স্নায়ুতন্ত্রে রাসায়নিকের প্রভাবে ক'মিনিটেই চোখ ঢুলুঢুলু।

ওদের বেশিরভাগেরই মাথার ওপর পাকা ছাদ নেই। রেললাইনের ধারেকাছে ঝুপড়িতে বাস। তাই ওরা পরিচিত ঝুপড়িপট্টির ছেলে নামে। ওদের একটা বড় অংশই ভিনরাজ্য থেকে আগত। হয়তো কারও বাবা নেই। থাকলেও নেশায় আসক্ত। কারও আবার মা নেই। বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রায়ই দেখা যায় এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে। ওই মহিলাও এর ওর কাছে হাত পেতে টাকা জোগাড় করে নেশার সামগ্রী কেনেন। আবার নিজের শিশুসন্তানকে কাছছাড়াও করতে চান না তিনি। স্থানীয়রা বলছেন, ওই মহিলার সন্তানের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। কে ওদের মূলস্রোতে ফেরাবে?

সন্ধে হলেই কালীবাড়ি লাগোয়া এলাকা, সার্কাস ময়দানে নেশা করতে দেখা যায় ওদের। নেশার সামগ্রী আগেভাগেই কিনে নেয়। রবিবার বিকাল তখন সাড়ে তিনটা। পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে হঠাৎ বছর দশকের একটি শিশুর দিকে তেড়ে গেল আরেক কিশোর। কোনওকিছু একটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। প্রথমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল শিশুটি। তারপর মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করে হাড় জিরজিরে সেই শিশু। এগিয়ে গেলেন যাত্রীবাহী গাড়ির চালক জিয়ারুল ইসলাম।

আঠার টিউব কেড়ে নেওয়ায় মাটিতে শুয়ে কান্না এক পথশিশুর।

> বীরপাড়ায় ৩০-৩৫টি পথশিশু রয়েছে। ওরা শৈশবেই নেশার কবলে পড়েছে। স্কুলে যায় না। একাধিকবার প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টি তুলেছিলাম। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাইনি।
>
> **শিউলি চক্রবর্তী**
> *শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য কর্মাধ্যক্ষ, বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি*

'এই ভাই! কী হচ্ছে?' জিয়ারুলের প্রশ্নের উত্তরে ওই কিশোর দেখিয়ে দিল, শিশুটির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আঠার ওষুধের টিউবটি। নেশার সামগ্রী পুড়িয়ে দিল ওই কিশোর। এদিকে শিশুটির মুখে তখন অশ্রাব্য কথার খই ফুটছে।

পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরের এক পান দোকানদার বলছিলেন, 'এরা প্রত্যেকেই নেশা করে। নেশার টাকা জোগাড়েই প্লাস্টিক কুড়োয়। এসব করতে করতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে।' জিয়ারুল বলছিলেন, 'ছেলেটার চেহারা দেখুন, কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। এদের তো খাবারদাবারও ঠিকমতো জোটে না।'

বীরপাড়ায় মাঝে মাঝেই ছিঁচকে চুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশি তদন্তে একাধিকবার উঠে এসেছে নেশার টাকা জোগাড়ে চুরিতে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা। পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার এক তরুণ বললেন, 'এরা শৈশবেই নেশায় আসক্ত হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

দুই নদীতে পাকা বাঁধ জয়গাঁয়

জয়গাঁ, ২০ এপ্রিল : গোবরজ্যোতি ও যোগীখোলা নদীপাড়ের জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। বর্ষার আগেই গ্রাম রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে জেডিএ। পাকা বাঁধ তৈরি হবে নদীর পাড়ে। এই দুই নদীর বাঁধ জেডিএ'র সবচেয়ে বড় প্রকল্প বলে দাবি করা হয়েছে।

এবিষয়ে জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার মন্তব্য, 'প্রতি বছর বর্ষার সময় এই দুই নদীর পাড়ে যে হাহাকার দেখা যায় তা সকলে জানেন। এলাকার বাসিন্দারা পাকা বাঁধের দাবি করেছিলেন। কাজটি শুরু হবে। মানসিকভাবে শান্তি পাচ্ছি আমিও।'

রবিবার আলিপুরদুয়ার সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা এসে বাঁধের জমি মাপজোখ করেন। সঙ্গে ছিলেন জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। গোবরজ্যোতি ও যোগীখোলা জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। বছরের অন্যান্য সময় তেমন জল থাকে না, তবে বর্ষাকালে ফুলেফেঁপে ওঠে দুই নদী। গোবরজ্যোতি ও যোগীখোলা নদীর ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইগাঁও, খোকলাবস্তির মানুষ। নদীতে বাঁধ না থাকায় গোবরজ্যোতি ও যোগীখোলা

গোবরজ্যোতি নদীর পাড়ে জমি মাপজোখ চলছে। রবিবার। - সংবাদচিত্র

প্রতি বর্ষায় কেড়েছে এলাকাবাসীর ঘর, জমি, সুপারি বাগান। এলাকার অবস্থাপন্ন বাসিন্দাদের জীবন আজ দুর্বিষহ। স্থানীয়দের দাবি ছিল এই দুই নদীতে বাঁধ দেওয়ার। যদিও আগে পাথর জালির বাঁধ ছিল এলাকায়। কিন্তু বর্ষায় ধেয়ে আসা দুই নদীর জলের স্রোত ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে সেই পাথর জালির বাঁধকেও। এবারে তাই পাকা বাঁধ দেওয়া হবে দুই নদীতে।

দু'পাশ মিলিয়ে দুই নদীতে চারটি বাঁধ দেওয়া হবে। শীঘ্রই শুরু হবে কাজ। এদিন সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে মাপজোখ করেছেন। জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির তরফে বাঁধের কাজ হবে। সঙ্গে রয়েছে সেচ দপ্তর। জেডিএ সূত্রে খবর, দুই নদীর দু'পাশে ৫০০ মিটার করে পাকা বাঁধ দেওয়া হবে। তাহলেই এলাকাগুলি সুরক্ষিত থাকবে। কাজগুলি বাস্তবায়িত হবে দেখে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। গোবরজ্যোতি নদীপাড়ের খোকলাবস্তি এলাকার বাসিন্দা অর্জুন রাই বলেন, 'পাড়ভাঙনে নদী চওড়া হয়ে যাচ্ছে। আগে এই নদী এত চওড়া ছিল না। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের বর্ষায় আমার দু'বিঘার সুপারি বাগান গ্রাস করেছে এই নদী। খুব দরকার ছিল বাঁধের। আশা করছি এবারে আমাদের সুপারি বাগান রক্ষা পাবে।'

গত বছর বর্ষার সময় নদীর জল গ্রামে প্রবেশ করেছিল। সেই রাত এখনও ভুলতে পারেন না রাইগাঁও এলাকার বাসিন্দারা। শিশু, পোষ্যদের নিয়ে রাস্তায় বসতে হয়েছিল বাসিন্দাদের। যোগীখোলার ভয়াবহ রূপ সে সময় দেখেছিলেন রাইগাঁও

এলাকার সুরক্ষায়

- দুই নদীর দু'পাড়ে ৫০০ মিটার করে চারটি পাকা বাঁধ দেওয়া হবে
- জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির তরফে বাঁধের কাজ হবে, সঙ্গে রয়েছে সেচ দপ্তর
- এদিন সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে মাপজোখ করেছেন
- আগে পাথর জালির বাঁধ ছিল এলাকায়
- কিন্তু নদী ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে সেই বাঁধকে, তাই এবার পাকা বাঁধ হচ্ছে

এলাকার বাসিন্দারা। সেকথা আজও ভোলেননি জাহানারা খাতুন। তিনি বলেন, 'সামনেই ভুটান পাহাড়। বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে কাদাজল আসে গ্রামে। গতবার নদীর জল প্রবেশ করে পরিস্থিতি বিগড়ে গিয়েছিল। প্রায় ২১ দিন ঘরছাড়া ছিলাম আমরা। বাঁধের কাজ হচ্ছে শুনে আমাদের গ্রামের সকলে খুশি। এবারে আর নদীর জল প্রবেশ করবে না।'

পালটা আন্দোলনে ছাগলের মালিকপক্ষ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : পাটখেতে ছাগল ঢুকে পড়াকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ পাটকাপাড়া এলাকায় ছাগলের মালিক ও জমির মালিকের মধ্যে বিবাদ কিছুতেই থামছে না। জমির মালিক জ্যোৎস্না ওরাওঁ ও রবি ওরাওঁয়ের সমর্থনে শনিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। এমনকি সেদিন বিকালে দক্ষিণ পাটকাপাড়া গিয়ে আন্দোলনে শামিল হন তাঁরা। এদিন পালটা আন্দোলনে নামে ছাগলের মালিক ভূপেন রায় ও বাদল রায়ের পরিবার। তাদের থানা ঘেরাওয়ের অনুমতি মেলেনি। তবে দক্ষিণ পাটকাপাড়া মৌজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছাগল মালিকের সমর্থনে লোকজন সভা করেন। তাঁরা জমির মালিকের বিরুদ্ধে সরব হন। প্রশাসনিক পদক্ষেপের আর্জি জানান তাঁরা।

ছাগল মালিকের পরিবারের তরফে সান্ত্বনা দেবনাথ বলেন, 'পাটখেতে চারা বের হয়নি। তবুও গর্ভবতী ছাগলটিকে লাথি মারায় মারা যায়। প্রতিবাদ করায় শনিবার আমার বাড়ির সামনে হুমকি স্লোগান দেওয়া হয়।'

এদিন দক্ষিণ পাটকাপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয়দের অনেকে ছাগল মালিকের সমর্থনে পথে নেমেছেন। জমির মালিকের গ্রেপ্তারে সরব হন

ক্ষোভ থামছে না

- শনিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছিলেন
- এদিন পালটা আন্দোলনে নামে ছাগল মালিকের পক্ষ
- তবে তাদের থানা ঘেরাওয়ের অনুমতি মেলেনি
- দক্ষিণ পাটকাপাড়া মৌজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছাগল মালিকের সমর্থনে লোকজন সভা করেন

তাঁরা।

একইভাবে জ্যোৎস্না ওরাওঁ তাঁদের মারধরের অভিযোগ এনে ছাগল মালিককে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।'

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ছাগলটিকে লাথি মারার অভিযোগ ছিল। তাই ছাগলটি মারা গেলে ময়নাতদন্ত করা হয়। ছাগল মালিকের অভিযোগ ছিল, প্রতিবেশীর পাটখেতে গর্ভবতী ছাগলটি ঢুকে পড়লে সেটিকে ধরে রবির পরিবার মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সান্ত্বনা ছাগলকে বাঁচাতে ছুটে আসেন। সেই সময় সান্ত্বনার সঙ্গে তর্কাতর্কি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে তাঁর বড় জা ছুটে আসেন। বিবাদ তুমুল আকার নিলে ওই পরিবারের ভূপেন ও বাদল দুই ভাই ছুটে আসেন। তারপরই বিবাদ আরও তীব্র আকার নেয়। মারধর চলে। এরপর দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। দুই পক্ষ একে অপরকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। শনিবার জ্যোৎস্না ও রবির সমর্থনে আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা থানা ঘেরাও করে ভূপেন ও বাদলকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এদিকে রবির বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ আগেও ছিল। এমনকি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে তদন্ত না করে শুধু রবির কথাতেই ছাগল মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজি নয় পুলিশ। বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরেই শোরগোল তৈরি করা হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

খয়েরবাড়ি জঙ্গলের রাস্তায় ডিভাইডার বসানোর উদ্যোগ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ এপ্রিল : মাদারিহাট হলং থেকে বীরপাড়ার এথেলবাড়ি পর্যন্ত ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ২০ কিমি অংশটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ। ওই এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় সাড়ে সাত বছরে কমবেশি ১৫০ জন মানুষের প্রাণ গিয়েছে। রাস্তাটি ডিমডিমা, বীরপাড়া চা বাগান, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং খয়েরবাড়ি ফরেস্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। বন এবং চা বাগান এলাকাগুলি আরও দুর্ঘটনাপ্রবণ। বিশেষ করে রাতে চা বাগান ও বনের ভেতর মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলে, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। ফলে ওই এলাকাগুলিতে মানুষ ছাড়া দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণীরও বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে। তাই দুর্ঘটনা রোধে খয়েরবাড়ি ফরেস্টে পুলিশ ডিভাইডার বসানোর চিন্তাভাবনা করছে। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'মাঝবরাবর স্প্রিংপোস্ট বসিয়ে রাস্তাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তবে দুর্ঘটনা রোধে চালকদের সচেতন হতে হবে ও ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালাতে হবে।'

শুক্রবার রাতে খয়েরবাড়ি ফরেস্টে মহাসড়কে তিনটি ট্রেলারের সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারান। তিনজন আহত হন। এছাড়া ২০২৪ সালের ৮ মার্চ মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় একটি চিতাবাঘ ও ২০২০ সালের ১৪ ডিসেম্বর একটি হাতির মৃত্যু হয়। তাই দুর্ঘটনা রোধে খয়েরবাড়ি ফরেস্টে পুলিশ ডিভাইডারের চিন্তাভাবনা করছে। ওই বনে প্রচুর হরিণ রয়েছে। সেগুলি প্রায়ই রাস্তা পারাপার করে। রাস্তার পাশে হাতির পাল দাঁড়িয়ে থাকে। এ নিয়ে বন দপ্তরও চিন্তিত। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তথা রাঙ্গালিবাজনা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অমল রায়ের কথায়, 'এখানে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ। মহাসড়কে রাতেরবেলা যানবাহনের বেপরোয়া গতি যে কোনও সময় বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

এর আগে ওই বনে গাড়ির ধাক্কায় বাইকচালক সন্তোষ দাস মারা যান। বনের অদূরে গাড়ির ধাক্কায় বাইকচালক ও আরোহী রব্বানী আলম ও ফুলবানু বেগমেরও মৃত্যু হয়। ২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর ট্রাকের ধাক্কায় একটি গাছ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়। ২০২০ সালের ৪ মার্চ ওই বনের ভেতর ছোট গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হয়।

মানুষের পাশাপাশি বীরপাড়া ও ডিমডিমা চা বাগান এলাকাতেও মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানে এশিয়ান হাইওয়েতে গাড়ির চাকায় একটি চিতাবাঘের শাবক পিষ্ট হয়। ওই বছরের ৯ জানুয়ারি রাঙ্গালিবাজনার দলদলিতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় একটি সম্বরের। ডিমডিমা চা বাগানে ২০২২ সালের ২০ অক্টোবর ও ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল গাড়ির ধাক্কায় একটি করে চিতাবাঘের মৃত্যু হয়।

২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ২০১৯ সালের ১৯ অগাস্ট ফালাকাটার দলগাঁও চা বাগানে এবং ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাসাটি চা বাগানে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় একটি করে চিতাবাঘের মৃত্যু হয়।

খয়েরবাড়ি ফরেস্টের এই এলাকায় ডিভাইডার বসাতে চায় পুলিশ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঝুঁকির পারাপার।। *জলপাইগুড়ির দোমুখা থেকে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

'পড়াপাগল' খুদেদের বাড়িতে বিধায়ক

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২০ এপ্রিল : দুই খুদে পড়তে চায়। কিন্তু তাদের বাবা তাতে বাধা দেয়। দুই শিশুকন্যার পড়তে চাওয়ার প্রবল আর্জির এই খবর রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এদিন সেই খবর পড়ে শামুকতলায় দুই শিশুর বাড়িতে হাজির হন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। দুই বোনের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে বিধায়ক তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। খুদেরা আগে যে স্কুলে পড়ত সেটার দূরত্ব বাড়ি থেকে অনেকটাই ছিল। তারা যাতে এবার কাছের কোনও স্কুলে ভর্তি হতে পারে, সে ব্যাপারটি দেখবেন বিধায়ক। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। দু'একদিনের মধ্যে তাদের নতুন স্কুলে ভর্তি করার পাশাপাশি পড়াশোনার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান বিধায়ক।

শনিবার থানা থেকে বেরোনোর পর দুই মেয়েকে নিয়ে তাদের মা শামুকতলায় একটি ভাড়াবাড়িতে চলে এসেছেন। এখন থেকে সেখানেই তাঁরা থাকবেন বলে জানান শিশুদের মা। এদিন সেখানে এসে বিধায়ক দুই বোনের হাতে তুলে দিলেন নতুন জামা, চকোলেট এবং মিষ্টি। বইখাতাও দিয়েছেন। নতুন সব জিনিস পেয়ে খুশি দুই বোন। দুই বোনের একজন তৃতীয় এবং অন্যজন প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া। পড়ার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও বাবা তাদের

দুই শিশুর হাতে জামাকাপড় তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ।

পড়তে দিত না। বইখাতাও নষ্ট করে দিয়েছে বলে শনিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় দুজনে। এদিন বিধায়ককে সামনে পেয়ে একই অভিযোগ জানাল। শামুকতলায় ভাড়াবাড়িতে চলে এলেও দুই মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। বিধায়ক তাঁদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ায় খুশি তিনি। জানান, দুই মেয়ের জন্মের পর থেকে তাঁর স্বামী তাঁর ওপর নানাভাবে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার করে। মেয়েদের বইখাতা পুড়িয়ে দেয়। সমস্ত দরকারি কাগজপত্রও পুড়িয়ে দিয়েছে। বললেন, 'শনিবার থানায় অভিযোগ জানানোর পর আমাদের আর অত্যাচার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই আমি ওর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত কোনও অভিযোগ জানাইনি। তবে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আমি এখন আলাদাই থাকতে চাই।'

তাঁর সংযোজন, 'অন্যের বাড়িতে কাজ করে কষ্ট করে হলেও ওদের পড়াশোনা করাব। তবে বিধায়ক যেভাবে আমার দুই মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।'

বিধায়ক জানান, উত্তরবঙ্গ সংবাদে দুই শিশুর পড়াশোনার প্রতি এত আগ্রহের খবর পড়ে আর বসে থাকতে পারেননি। দুই খুদের যাতে পড়াশোনা করতে আর কোনও সমস্যা না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব তাঁর। বিধায়কের কথায়, 'স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে দুজনের সারাবছরের পড়াশোনার সমস্ত খরচ আমি দেব। খুব তাড়াতাড়ি ওদের কাছের স্কুলে ভর্তি করানো হবে। যা যা বইপত্র প্রয়োজন, সব কিনে দেওয়া হবে।'

চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি দলমণিতে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২০ এপ্রিল : রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনের ৮ নম্বর সেকশনে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল পূর্ণবয়স্ক একটি মর্দা চিতাবাঘ। এদিন সকালে চিতাবাঘ খাচাবন্দি হওয়ার ঘটনা টের পান স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে। বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটি নিয়ে যান। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'একটা চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। তার শারীরিক পরীক্ষা করার পর সুস্থ থাকলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ছাড়া হবে।'

তিন মাস আগে দলগাঁও চা বাগানে কাজ করার সময় দুই শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনার রেশ কাটবার আগেই আরও এক তরুণ এবং গত ১১ মার্চ এক মহিলা চা শ্রমিক চিতাবাঘের হামলার শিকার হন। এরপর দলগাঁও চা বাগানের শাললাইন এলাকায় খাঁচা পাতে বন দপ্তর। তাতে ধরা পড়েছিল একটি চিতাবাঘ। তারপর সপ্তাহ দুয়েক আগে আবার চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হয়। সম্প্রতি দুজন মহিলা জখমও হয়েছেন। বন দপ্তর আবার খাঁচা পাতে। তাতেই এদিন আরেকটি বুনো বন্দি হয়েছে।

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দুটি চিতাবাঘ ধরা পড়ার ঘটনায় ক্ষোভ গোপন রাখেননি চা শ্রমিকরা। তাঁদের কথায়, বন দপ্তরের সঠিক নজরদারির অভাবেই চিতাবাঘের হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই দুটি চিতাবাঘ ধরা পড়লেও খুশি নন চা মহল্লার শ্রমিকরা।

তাঁদের দাবি, দলগাঁও দলমণি ও তাসাটি চা বাগানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে। সেগুলি রাতে তো বটেই, দিনেরবেলাতেও চা মহল্লায় ঢুকে পড়ছে। চা শ্রমিক রঞ্জনা এক্কা বলেন, 'বাচ্চারা বাগান দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। আমরাও পাতা তুলতে যাই। বড় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল চিকবড়াইক বলেন, 'চা বাগানে প্রচুর চিতাবাঘ ঘাপটি মেরে থাকে। গোরু-ছাগল সামনে পড়লেই ধরে নিয়ে যায়। বারবার এমনটা ঘটতে থাকায় আমরা আতঙ্কিত। বন দপ্তর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করলে আমরা নিশ্চিন্ত হব।'

টুকরো খবর

নতুন ওসি

হাসিমারা, ২০ এপ্রিল : হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি বিশ্বজিৎ দে-র বদলি হল। তিনি শামুকতলা থানার ওসি হলেন। হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির নতুন ওসি হলেন সঞ্জীব বর্মন। তিনি আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি ছিলেন। রবিবার দুজনেই নিজেদের নতুন কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন।

পাঁচকালীমেলা

সোনাপুর, ২০ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতা এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয় পাঁচকালীমেলা কমিটির উদ্যোগে। প্রতি বছর সাহেবপোঁতা বাজারের পাশে এই মেলার আয়োজন করা হয়। শনিবার সেখানে পুজো হয়েছিল। ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এই মেলায় শামিল হন।

প্রস্তুতি সভা

সোনাপুর, ২০ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর শিমলাবাড়িতে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের বংশীবদনপন্থী কমিটির তরফে জেলা কমিটির সাংগঠনিক সভা করা হয়। ১১ মে আলিপুরদুয়ারে সংগঠনের জনসভা হতে পারে। সেই নিয়ে এদিন সভায় আলোচনা হয়।

ইস্টার সানডে

শামুকতলা ও কালচিনি, ২০ এপ্রিল : ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে রবিবার দুপুরে ডুয়ার্স ডায়োসিসের শামুকতলা সেন্ট থমাস চার্চের উদ্যোগে র‍্যালি বের করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডুয়ার্স ডায়োসিসের বিশপ ডেভিড রায় সহ বিভিন্ন চার্চের প্যাস্টর সহ অন্তত এক হাজার খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষ। কালচিনিতেও গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা সভা হয়।

বৈঠক

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার পশ্চিম চকচকায় গ্রামবাসীরা রাতের অন্ধকারে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার প্রতিবাদ করেছিলেন। শুক্রবার ওই এলাকায় ওই প্রতিবাদী গ্রামবাসীদের সঙ্গে আন্দোলনে শামিল হন বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। রবিবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফের বৈঠক করেন মনোজ। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সম্পাদক বিপ্লব দাস। নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার প্রতিবাদে সোমবার গ্রামবাসীরা বিধায়কের সঙ্গে বিএলএলআরও অফিসে ডেপুটেশন দেবেন।

শিবির

কালচিনি, ২০ এপ্রিল : রবিবার কালচিনির গারোপাড়া অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে শিবির করা হয়। অ্যাপের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সঠিক ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হবে।

গণবিবাহের আসরে বরকনের সাজে বাবা-মা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ২০ এপ্রিল : চারদিকে তখন ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচগান চলছে। ভিড়ের মধ্যে ১৬ বছরের কিশোর এক দম্পতির বিয়ের মুহূর্ত মুঠোফোনে বন্দিতে ব্যস্ত। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ১৪ বছরের আরেক কিশোর আবার তাকে ছবি তোলার কৌশল বলে দিচ্ছে। কে হয় ওই দম্পতি? এমন প্রশ্নেই কিছুটা হকচকিয়ে যায় দুই কিশোর। পরে জানায়, রাজীব উড়িয়া ও শিবম উড়িয়া সম্পর্কে দুই ভাই। বরকনে সাজে বাবা, মায়ের ছবি ক্যামেরায় ধরে রাখতেই রহিমাবাদ চা বাগান থেকে গণবিবাহের আসরে এসেছে। রবিবার এমনই ২৫১ দম্পতি কুমারগ্রাম চা বাগানে কারখানা লাগোয়া মাঠে গণবিবাহের আসরে উপস্থিত হয়। ওমকার ধাম সৎসঙ্গ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ওই গণবিবাহের আসরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানের দম্পতিদের চার হাত এক হল এদিন।

দাম্পত্য জীবনের সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে বেজায় খুশি তাঁরা প্রত্যেকেই। দীর্ঘবছর ধরে তাঁরা সংসার করছেন। অনেকের ছেলেমেয়েও রয়েছে। তবে টাকার অভাবে সামাজিকভাবে বিয়ে করা হয়নি। তাই এদিন তাঁদের ইচ্ছে পূরণ হওয়ায় সকলের মুখে চওড়া হাসি। এদিন গণবিবাহের আসরে বীরপাড়া গোপালপুর চা বাগানের শ্রমিক নরেশ খড়িয়া ও অনীতা খড়িয়া মালাবদল করে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। নরেশের কথায়, 'আমরা ৬ বছর ধরে একসঙ্গে সংসার করছি। ৩ বছরের ছেলে, ৪ মাসের মেয়ে রয়েছে। অভাব অনটন আর সময়ের অভাবে সামাজিকভাবে ছাঁদনাতলায় বসা হয়নি। এদিন সব কাজ ফেলে গণবিবাহের আসরে উপস্থিত হয়েছি।' ৪ বছর ধরে সংসার করছেন কুমারগ্রাম চা বাগানের ২২ লাইনের নেহাল লোহরা ও রিয়া বাড়লা লোহরা। ঠাকুমার কোলে চড়ে ২ বছরের ছেলে নয়ন লোহরা বাবা-মায়ের বিয়ে দেখল। নিউল্যান্ডস চা বাগানের অভিষেক খড়িয়া বলেন, 'কলিস্তা টোপ্পোকে জীবনসঙ্গী করে আমরা দুজনে মাত্র দেড় মাস আগে ঘর বেঁধেছি। একসঙ্গে থাকছি। টোপর মাথায় দিয়ে মালাবদল করে বিয়ের ইচ্ছে ছিল। বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন মানে অনেক খরচ। তাই আর করা হয়নি। আজ সেই ইচ্ছেটা পূরণ হল।'

আয়োজনেও কোনও খামতি ছিল না। প্রত্যেক দম্পতির আত্মীয়স্বজনকে সেখানে ডাকা হয়। খাওয়াদাওয়ারও বিশাল আয়োজন ছিল। কুমারগ্রাম ওমকার ধাম সৎসঙ্গ সমিতির কর্মকর্তা অরুণ লোহার বলেন, 'সবার সহযোগিতায় এতবড় আয়োজন সুন্দরভাবে হয়েছে। জলপাইগুড়ি, মালবাজার, মাদারিহাট, কালচিনি সহ দূরদূরান্তের চা বাগান থেকে দম্পতিরা এসেছেন।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি প্রমুখ। দম্পতিদের হাতে নতুন পোশাক এবং উপহার তুলে দেন তাঁরা।

কুমারগ্রাম চা বাগানে গণবিবাহের আসর। রবিবার।

Learners to Leaders
Nurtured by ALLEN
Result: JEE Main 2025
ALLEN JEE Main 2025 results validated by
Official result validator
EY
AIR 1 PERFECT 300/300 SCORE
OM PRAKASH BEHERA
3-year classroom course
AIR 10 Overall 100 %ile
SAKSHAM JINDAL
3-year classroom course
AIR 11 Overall 100 %ile
ARNAV SINGH
6-year classroom course
11 Students in Top 25 AIR
20 State Toppers
33 Students in Top 100 AIR
AIR 13 Overall 100 %ile
ARCHISMAN NANDY
1-year classroom course
AIR 16 Overall 100 %ile
RAJIT GUPTA
7-year classroom course
AIR 17 Overall 100 %ile
MOHAMMAD ANAS
6-year classroom course
AIR 22 Overall 100 %ile
LAKSHYA SHARMA
6-year classroom course
AIR 26 Vaibhav Vatsal 1-year classroom course
AIR 34 Kalp H Shah 2-year classroom course
AIR 35 Vedansh Garg 2-year classroom course
AIR 49 Yashaswi Jain 6-year classroom course
AIR 50 Dishaanth Basu 1-year classroom course
AIR 51 Aritro Ray 1-year Online Live Course
AIR 55 Dhruba Jyoti Panja 1-year classroom course
AIR 60 Samudra Sarkar 4-year classroom course
AIR 63 Vivaan Bhatia 7-year classroom course
AIR 65 Devesh Bhaiya 7-year classroom course
AIR 72 Akshat Kr. Chaurasia 2-year classroom course
AIR 74 Shiv Velnad 3-year classroom course
AIR 76 Garv 3-year classroom course
AIR 85 Udit Jaiswal 2-year classroom course
AIR 87 Aagam Shah 6-year classroom course
AIR 88 Darshil Dayma 2-year classroom course
AIR 91 Jay Agarwal 2-year classroom course
AIR 92 Thrayambhakesh H 3-year classroom course
AIR 99 Shourya Agrawal 2-year classroom course
As per result compiled till 19 April 2025 (07:00 PM)
Online Test Series & DLP Course Champions
AIR 1 Overall 100 %ile Devdutta Majhi 1-year Online Test Series
AIR 7 Overall 100 %ile Aayush Chaudhari 6-Months Online Test Series
AIR 15 Overall 100 %ile Harssh A Gupta 1-year Online Test Series
AIR 23 Overall 100 %ile Harsh Jha 1-year Online Test Series
AIR 40 Aryan Mishra 2-year DLP
AIR 61 Sohan K. Chelekar 1-year Online Test Series
AIR 76 Yash Kumar 1-year Online Test Series
ALLEN Siliguri Champions
AIR 967 Mayank Khoria 2-year classroom course
AIR 1148 Pritish Nandy 3-year classroom course
AIR 1564 Vatsal Varenya 2-year classroom course
AIR 1999 Pranshu Goyal 2-year classroom course
AIR 2340 Sayurjya Mondal 3-year classroom course
AIR 3278 Armaan Saha 3-year classroom course
AIR 4078 Aaronya Chakraborty 2-year classroom course
AIR 8194 Jaydeep Paul 2-year classroom course
AIR 9278 Saptarshi Ghosh 2-year classroom course
AIR 10233 Aditya Pan 2-year classroom course
AIR 10266 Raj Sah 2-year classroom course
AIR 12166 Khwaish Goyal 2-year classroom course
AIR 14416 Abhirup Mahato 2-year classroom course
AIR 17216 Aditya Gupta 2-year classroom course
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.) | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 23 APRIL ONWARDS
For test dates & course start dates visit website or nearest center.
SIGN-UP FOR ASAT (Scholarship Test)
TEST DATES: 27 April & 04 May
GET UP TO 90 % SCHOLARSHIP*
For Direct Admission — Visit Your Nearest ALLEN Center.
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN
ALLEN Siliguri
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN Kota Center
0744-3556677
allen.ac.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses. DLP: Distance Learning Program.

নাম জড়াল বিজেপির ৯০ জনের

লাঠিচার্জ কাণ্ডে সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশের

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বালুরঘাটে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভে অশান্তির জেরে সুকান্ত মজুমদার সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করল পুলিশ। তাতে পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও বিজেপির দুই বিধায়ক বুধরাই টুডু আর সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের নামও রয়েছে ওই মামলায়।

অন্যদিকে, পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথায় চোট পেয়েছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার। গতকালই সিটি স্ক্যানে তাঁর মাথায় রক্ত জমাট বাঁধার বিষয়টি নজরে আসে। এরপর রবিবার দুপুরে বিজেপি নেতাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের বিরুদ্ধেও পালটা অভিযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, নিয়োগে দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে বালুরঘাটে প্রতিবাদ সভা আর এসডিও অফিস চলো কর্মসূচি ছিল বিজেপির। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শনিবার বিকেলে বালুরঘাট ডিএম অফিস চত্বরে।

বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। অভিযোগ, পুলিশের সেই লাঠির আঘাতে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। এদিকে

> শনিবারের বিক্ষোভে কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালানো হয়নি। পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

বিজেপির তরফে পালটা পুলিশি হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হন। একজন সিভিক কর্মীর মাথা ফেটে যায়। আহত বিজেপি কর্মীদের চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত পুলিশকর্মীদেরও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, 'গতকাল আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাঁশের ব্যারিকেডের উপর বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালায়নি। বরং পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের মাথায় আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। ২০২৬ সালের ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা যায়।'

আর রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের বক্তব্য, 'গতকাল বালুরঘাটে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিনা কারণে পুলিশের উপর হামলা চালাতে দেখলাম বিজেপিকে।' আর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রায় ৯০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।'

দাবি-পালটা দাবি

- শনিবার বিজেপির বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ
- পালটা পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ
- বিজেপির দাবি, আগামী বিধানসভায় ফায়দা তুলতে তাদের কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে

বন্ধ যাতায়াত, স্বস্তিতে ওরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ এপ্রিল : শান্তি খোঁজে ওরাও। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে যাওয়া রাস্তা, মানুষের উপস্থিতি বন্যপ্রাণীদের সেই শান্তি কেড়ে নেয়। যদি ওই রাস্তা কয়েক বছর বন্ধ থাকে? দু'দণ্ড স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারে হাতি, ময়ূর, সম্বর, চিতল হরিণরা। সড়কের আশপাশ ওদের প্রিয় বিচরণভূমি হয়ে ওঠে।

নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে মূর্তির জঙ্গল হয়ে ধূপঝোরা পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্ধ। ধূপঝোরায় মূর্তি সেতু সংস্কারের কারণে যান চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটেও ওই রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ব্যারিকেড টপকে কেউ ওই রাস্তায় গেলেও বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে ফিরে আসতে হবে তাকে। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ, হর্নের আওয়াজ থেকে রেহাই পেয়ে মূর্তির জঙ্গল ফের হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীদের নিভৃত আশ্রয়। শান্ত বন থেকে ভেসে আসছে ময়ূরের কেকা, ঝিঁঝি পোকা, ডাহুক, বৌ-কথা-কওদের সুরেলা ডাক কিংবা পাহাড়ি ময়নার কলতান।

চালসার রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলছেন, 'এটাও এক ধরনের হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার গল্প। মানুষের বিচরণে ওই জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণীরা দূরে সরে যাচ্ছিল। সেতু সংস্কারের কারণে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ থাকায় বন্যপ্রাণীরা শান্তি খুঁজে পেয়েছে। ফিরে এসেছে মূর্তির জঙ্গলে। আমরা নজর রাখছি।'

আপন মনে শান্ত পরিবেশে।। *মূর্তি জঙ্গল হয়ে খুনিয়া মোড়-ধূপঝোরা সড়ক।*

ধূপঝোরায় পুরোনো মূর্তি সেতু ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২২-এর শেষলগ্নে। পূর্ত (সড়ক) দপ্তর জানিয়েছে, সেতুর সুপার স্ট্রাকচার এখন সম্পূর্ণ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষে নির্মাণকাজ শেষ হবে। অর্থাৎ টানা ৩ বছর ধরে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ামুক্ত থাকবে শাল, চিলৌনির ওই জঙ্গল। বন্যপ্রাণীদের পাশাপাশি ফিরছে সবুজ। গাছে গাছে পাখির বাসা। রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে হরিণ, ময়ূরদের।

মূর্তিতে যাওয়ার ওই রাস্তার দুই প্রান্তেই বন দপ্তর ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। হাতির এতটাই অবাধ যাতায়াত যে, সেই ব্যারিকেড মাঝেমাঝেই ভেঙে পড়ছে। জলঢাকা সড়কসেতু পেরিয়েই মূর্তিতে যাওয়ার আগে ব্যারিকেডের পাশেই চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ার। সেখান থেকে কিছুটা এগোলে গরুমারা নর্থ রেঞ্জের ওয়াচটাওয়ার। মূর্তি জঙ্গলের কিছুটা চালসা ও কিছুটা গরুমারার অংশ। এখন ওই জঙ্গলে মানুষের অস্তিত্ব বলতে শুধু প্রহরারত বনকর্মীরা।

কিছুটা দূরেই বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের অফিস। মূর্তি জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে আসায় উচ্ছ্বসিত খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজল দে ও অন্যরা। সজল বলেন, 'সভ্যতার প্রয়োজনে হয়তো পরিকাঠামো তৈরি হয়। তবে জঙ্গলকে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া থেকে অল্প নিস্তার দিলে ফের জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ মূর্তির বর্তমান ছবি। পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মালবাজারের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানিয়েছেন, কাজের সূত্রে ওই রাস্তায় তিনি যাতায়াত করছেন। গাছগুলি একে ওপরকে জড়িয়ে আছে। ময়ূরের দলকে পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকতেও দেখেছেন অসংখ্যবার। রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে হাতির মল। বন, বন্যপ্রাণী ও ঝরাপাতায় সুন্দর মূর্তি জঙ্গল।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'প্রকৃতিকে বিশ্রাম দিলে সে আমাদের শান্তি দেবে। সেই কথার প্রমাণ করোনার সময়েই পাওয়া গিয়েছে।'

উপরি আয়ের আশায় ঘুড়ির কারিগর স্বপন

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ এপ্রিল : আর কয়েক বছর আগে হলে শহর, মফস্‌সল কিংবা গ্রামের যে কোনও শিশু বা কিশোরের কাছে ভাওলাগঞ্জের একটি বাড়ি কোনও স্বপ্নের দেশ হতে পারত। রঙিন কাগজের ভিড়ে দোকানের মালিক স্বপন মণ্ডল যেন সেই স্বপ্নের জাদুকর। তাঁর বাড়িতে পা রাখলেই চোখে পড়ে নিজের পিঁড়িটিতে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে স্বপন ঘুড়িতে ছাউনি দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগেই দুজন ক্রেতা চিল ঘুড়ির জন্য অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। সেই কাজ শেষ করতে এখন তিনি ব্যস্ত। ক্রেতার চাহিদামতো ঘুড়ি বানানোয় তাই হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাওলাগঞ্জ এলাকার স্বপনের দম ফেলার ফুরসত নেই। একটু ফাঁকা হতেই অবশ্য নিজের হাতে বানানো ঘুড়ি আকাশে উড়িয়েও দেখালেন স্বপন। মুহূর্তে সেই ঘুড়ি কয়েকশো ফুট উঁচুতে পাখির মতো খোলা আকাশে ভাসতে থাকল। তখন নিজের সফল সৃষ্টি দেখে তাঁর নিজেরই যেন দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। প্রতিদিনের কঠিন দুনিয়ায় খালি ঘুড়ি বিক্রি করে স্বপনের পেট চলে না। সেক্ষেত্রে তাঁর আসল সম্বল সাইকেল রিপেয়ারিং। বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানও রয়েছে। তবে ঘুড়ির টান তিনি ছাড়তে পারেন না।

ভাওলাগঞ্জ এলাকায় গভীর মনোযোগে ঘুড়ি তৈরি করছেন স্বপন মণ্ডল।

কারিগর স্বপনের কথায়, 'এখন ঘুড়ি বিক্রি অনেক কম। রোজ মাত্র দুই থেকে তিনটি করে ঘুড়ি বিক্রি হয়। কোনও দিন চার-পাঁচটাও। ঘুড়িভেদে দাম ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা। সাইকেল সারানোর ফাঁকে ঘুড়ি বিক্রির টাকাটি আমার সংসারের জন্য কিছু উপরি আয়।' ছোটবেলা থেকেই স্বপন নিজের হাতে ঘুড়ি তৈরি করতেন। সেগুলি নিয়ে বাড়ির পাশের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড়েও মেতে থাকতেন। তবে অভাব বড় বালাই। সংসারের দৈন্যদশায় ঘুড়ির নিয়ে খেলার স্বপ্ন ভোকাট্টা হয়েছিল। তবে স্বপন হাল ছাড়েননি। ছোটবেলার খেলাই এখন তাঁর উপার্জনের মাধ্যম। বাঁশ, কাগজ, আঠা, পলিথিন ইত্যাদি সহযোগে ঢাউস ঘুড়ি, ঢুলি ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি, ঢাক, চন্দ্র, ঝাঁপ, ডাক, বাক্স, প্রজাপ্রতি সহ নানা ঘুড়ি বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর মতে, মূলত বৈশাখ মাস থেকেই গ্রামাঞ্চলে ঘুড়ির মরশুম শুরু হয়। আগামী মাস দুয়েক মুক্ত আকাশে তার রাজত্ব থাকবে। বাতাসের তালে আপন ঢংয়ে ঘুড়ির মেলা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ভোকাট্টা করার মজা।

আবার ঘুড়ির সুতোয় কাচের গুঁড়ো, আঠা ইত্যাদি মিশ্রিত বিশেষ মিশ্রণ মাখিয়ে রোদে শুকোনো হয়। তাকে মাঞ্জা দেওয়া বলে। হলদিবাড়ি শহর থেকে ঘুড়ি কিনতে আসা জয়দীপ দে বলেন, 'স্বপন অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন প্রকার ঘুড়ি বানিয়ে বিক্রি করেন। ওঁর ঘুড়িগুলিও সুন্দর।' জয়দীপের মতো দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ঘুড়ির খোঁজে স্বপনের বাড়ি এসে হানা দেন। সাইকেল সারাই মূল পেশা হলেও সখে ঘুড়ি বানিয়ে কিছুটা বাড়তি উপার্জনের আশায় রোজ ঘুড়ি বানান স্বপন।

শালমারায় আটক বাংলাদেশি নাবালক

দিনহাটা, ২০ এপ্রিল : দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারায় এক বছর পনেরোর বাংলাদেশি কিশোরকে শনিবার রাতে পুলিশ আটক করেছে। ওই রাতে শালমারা বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই কিশোর। তাকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এলাকাবাসী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই কিশোর বাংলাদেশি বলে নিজের পরিচয় দেয়। সে জানায় ভুল করে সীমান্তের খোলা অংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপরই স্থানীয়রা দীঘলটারি সীমান্ত চৌকি ও সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। ওই রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীর নাম রিফাত হাসান। সে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারির উত্তর ছাট গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শা বললেন, 'ওই নাবালককে রবিবার কোচবিহারের জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। তাকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।'

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য স্মার্ট এবং কম্পিউটার জানা রিসেপশনিস্ট চাই। (মহিলা/পুরুষ) বেতন-12,000/-. M-9434479413. (C/116175)

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Chimney ও Water Purifier-এর জন্য Service Technician প্রয়োজন। Salary - 10,500 + Incentive Extra ও অন্যান্য সুবিধা। WhatsApp - 9635393135 / 8670330060, Call - 1800212000123. (M/M)

শিলিগুড়িতে Duty কাজ করার জন্য গার্ড চাই। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। বেতন 12000 টাকা, M-9733365752, 8170837161. (C/116066)

অফিস এবং ফিল্ড-এর কাজের জন্য ম্যানেজার লাগবে উচ্চমাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ। স্যালারি ১০ থেকে ১২ হাজার। বয়স - ২৪ থেকে ৩৫ বছর। বাইক থাকা আবশ্যক। 8597190106. (C/116067)

শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য। বেতন 12,500/- + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। (M) 8945925318. (C/116067)

VACANCY

A reputed residential School at Siliguri requires **'Campus Administrator'**. The candidate should have MBA degree and experience in the relevant field. Salary & pay package as per industry standard. Apply with updated CV to **hr@sittechno.org** within 22.04.2025. Helpline - 9932362646. (C/116063)

TEACHER WANTED

Azim National School, Kishanganj (CBSE) requires a TGT (Phy / Chem) for Secondary Level. Call +919430646481. (C/116067)

অ্যাফিডেভিট

I, Ruposhri Das, W/o Mustafur Rahaman, R/o - Bhutkidanga Para, P.S. - Rajganj, Dist. - Jalpaiguri declared that I have embraced Muslim religion and renounced Hindu religion and changed my name to Nasrin Parvin vide affidavit no. 6184 dt. 09.04.2025 before Ex. Magistrate Jalpaiguri. (C/116180)

Affidavit

I Smt. Mithu Dutta, 41 years old from Kamakhyaguri 736202, Declare that Mithu Dutta and Mithu Dutta (Kundu) is the same and one identical person. I signed this affidavit the 16th day of April 2025 at Alipurduar JM Court. (P/S)

হারানো-প্রাপ্তি

SRS Advisory (P) Ltd. HDFC Bank আইডি কার্ড নং-240611286302949 গত 15.04.25 তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন : M-9749380028. (C/116174)

বিক্রয়

কমার্সিয়াল বিল্ডিং চারতলা বিক্রয়, জর্জ মোবার্ট রোড, নিকটে হোটেল এমব্যাসির গলিতে। M-9832095960. (C/116173)

ডিজেল জেনারেটর সেট, কিরলোস্কার, 82.5/62.5/40 KVA বিক্রয় হবে, যোগাযোগ - 9832695950 শিলিগুড়ি। (C/116068)

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড আফ্রিকা : রিভার্স অফ লাইফ
রাত ৯.২১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মায়ের বন্ধন, ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ দেবতা, বিকেল ৪.১৫ সঙ্গী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.১৫ আঘাত, ১.০০ বৌদি ডট কম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৫.০০ মজনু, সন্ধে ৭.৩০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.১৫ লাঠি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আকালের সন্ধানে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৭ বিবাহ, বিকেল ৩.৩৫ মঙ্গলাবরম, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ভালিমাই, ১১.৪১ ব্ল্যাক

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ২.৫৪ ধড়ক, বিকেল ৫.৩৯ শিবা-দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ জুদাই

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৬ উড়তা পঞ্জাব, দুপুর ২.০৪ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৪.৩৩ বদলাপুর-ডোন্ট মিস দ্য বিগিনিং, সন্ধে ৬.৪২ বঙ্গিস্তান, রাত ৯.০০ বীরে দি ওয়েডিং, ১১.০৭ ডক্টর জি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.১৪ ম্যায় অওর চার্লস, ২.১৫ খিচড়ি, বিকেল ৪.১৫ ভবেশ জোশি সুপারহিরো, সন্ধে ৬.৫৫ চান্স পে ডান্স, রাত ৯.০০ লুটকেস, ১১.১৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা

রমেডি নাউ : বেলা ১১.১০ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, দুপুর ১২.৪৭ দ্য ইন্টার্নশিপ, ২.৪৪ ফায়ারহাউস ডগ, সন্ধে ৬.৩১ লিটল ম্যানহ্যাটন, রাত ১০.২৬ ইয়োরস, মাইন অ্যান্ড আওয়ার্স, রাত ১১.৫২ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার

মজনু বিকেল ৫.০০
জলসা মুভিজ

লুটকেস রাত ৯.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

বঙ্গিস্তান সন্ধে ৬.৪২
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ইনসাইড দ্য ফ্যাক্টরি রাত ১০.৪১ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

রাজ্য হ্যান্ডবল টিমে মাথাভাঙ্গার ছেলে

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ এপ্রিল : রবিবার থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের আকবারপুরে ৪৭তম জুনিয়ার জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। আর সেখানে বাংলা দলের হয়ে হ্যান্ডবলে সুযোগ পেয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতার দ্বারিকামারির রাজু বর্মন। রাজু বর্তমানে ফালাকাটা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্র।

রাজুর কথা বলতে গিয়ে কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক তথা রাজুর প্রশিক্ষক সহদেব বিশ্বাস বলেন, 'রাজু স্কুলে যখন পড়াশোনা করত তখন থেকেই সে ভালো হ্যান্ডবল খেলত। বাংলা দলের হয়ে সে উত্তরপ্রদেশে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ পাওয়ায় আমরা খুশি। আমি ওর সাফল্য কামনা করছি।' এই খবরে গর্বিত রাজুর দাদা, দিদি, বন্ধুবান্ধব সহ সকলে।

অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে রণদীপ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : ফুটবলই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ফুটবল ছাড়া কিছুই বোঝেন না। সেই ফুটবলে উন্নতি করার জন্য একাদশ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেননি। তিনি ১৯ বছর বয়সি রণদীপ বর্মন। আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবরির মাশানপাটের ওই তরুণ ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। শনিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে দলের হয়ে মাঠে নামেন।

এর আগে বাংলা দলে শুভম রায়, আদিত্য থাপারা সুযোগ পান। এবার সেখানে নাম জুড়ল রণদীপের। ফোনে রণদীপ বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তারপর ১২ বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলা শুরু বলে জানালেন রণদীপ। পাড়ায় খেলতে খেলতে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। করোনার সময় কয়েকদিনের জন্য বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করেন। পরে ফেরেন পুরোনো অ্যাকাডেমিতেই।

৪ কিমি সাইকেল চালিয়ে অনুশীলনে

> খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।
>
> **-রণদীপ বর্মন**

এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলা লিগ, অনূর্ধ্ব-১৭ জেলা দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন ওই তরুণ। অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার আগে প্রথমে আলিপুরদুয়ারের পর জলপাইগুড়িতে ট্রায়াল হয়। এরপর কলকাতায় মাসখানেক ট্রায়ালের পর ১৮ জনের বাংলা দলে সুযোগ পান।

প্রতিদিন বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে সাইকেল চালিয়ে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। রোনাল্ডোর পাশাপাশি নেইমার, সুনীল ছেত্রী, কোলাসোদের খেলা রণদীপের খুবই পছন্দের। এরপর দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে তরুণের।

আলিপুরদুয়ারের ক্লাব জংশনের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে রণদীপ অনুশীলন করেন। অ্যাকাডেমির সচিব শুভেন্দু চৌধুরী রণদীপের এমন সাফল্যে খুশি এবং গর্বিত। তাঁর কথায়, 'এর আগেও অনেকে এখান থেকে সুযোগ পেয়েছে। আর রণদীপের ফুটবল জীবন সবে শুরু। ওকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।' রণদীপের বাবা রঞ্জিত বর্মন পেশায় কৃষক। ছেলের কথা বলতে গিয়ে তিনিও আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। বললেন, 'রণদীপ পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় এতদূর গিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ও অনেকদূর এগোবে। ফুটবলের প্রতি ওর ভালোবাসা এতটাই যে, অনেকবার না খেয়েই খেলতে চলে গিয়েছিল। আমরা সবসময় ওর পাশে রয়েছি।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ জানান, খুবই আনন্দের খবর। রণদীপের সাফল্যে অন্য ফুটবল খেলোয়াড়রা উৎসাহ পাবে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **বৃষ :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করে সমস্যায় পড়বেন। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। **মিথুন :** অল্পেই খুশি থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **কর্কট :** রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। **কন্যা :** সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে বড় ঝামেলা হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। **তুলা :** পশু দংশনে সমস্যা। অফিসে বিরোধিতার মুখে পড়তে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** রাজনৈতিক নেতা সংযত হয়ে কথাবার্তা বলুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পেটের অসুখে দুর্ভোগ। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র হাতে আসবে। পরিবার নিয়ে দারুণ কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন ব্যবসার সূত্রপাত। প্রেমের ঝামেলা কাটবে। **মীন :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, ২০২৫, ৭ বহাগ, সংবৎ ৮ বৈশাখ বদি, ২২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৬, অঃ ৫।৫৭। সোমবার, অষ্টমী দিবা ১।৪৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৮।৬। সাধ্যযোগ রাত্রি ৬।৫৪। কৌলবকরণ দিবা ১।৪৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১। ৪৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫১ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৮।২৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১০।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ১।৪৯ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫১ মধ্যে পুংরত্নধারণ বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ, দিবা ৮।২৬ গতে ১।৪৯ মধ্যে কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Aakashians rise high in JEE (MAIN) 2025

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Guided by **Experts.**
Proven in **Results.**

Aakash INVICTUS
Advanced JEE Prep Program

OUR NATIONAL CHAMPIONS

*Aakash Invictus Contact Program

Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

ADMISSIONS OPEN

Scan code to locate the nearest branch

Our Centres in West Bengal: **Asansol:** 9230012318 **Bankura:** (03242) 350800 **Bansdroni:** (033) 66432626 **Barrackpore:** (033) 66342300 **Berhampore:** 8800013151 **Burdwan:** 91471 85222 **Central Kolkata:** (033) 66469999 **Durgapur:** 7605058646 **Howrah:** (033) 68239500 **Kharagpur:** (03222) 661400 **Malda:** 8584823046 **North Kolkata (Med. Wing):** (033) 40579100 **North Kolkata (Engg. Wing):** (033) 40579126 **South Kolkata (Med. Wing):** (033) 66342400 **South Kolkata (Engg. Wing):** (033) 66342431/32 **Siliguri:** 7596013322 **Tamluk:** 8800013151

CALL (TOLL-FREE):
8800013151

VISIT:
aakash.ac.in

Scan the QR Code to Download
Aakash App Google Play

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩১ সংখ্যা, সোমবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩২

চর্চায় সংঘের রোষ

বঙ্গ বিজেপি সভাপতির দৌড়ে অন্যদের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ ছিলেন। রাজ্য বিজেপিতে এযাবৎকালে সফলতম নেতা। তাঁর সভাপতিত্বে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় ১৮টি লোকসভা আসনে জয়ী হয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফুল জেতে ৭৭টি আসনে। অথচ বাংলায় এখন রাজ্য বিজেপির সভাপতি বাছাই নিয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ৬১ বছর বয়স পর্যন্ত অকৃতদার সেই দিলীপ জীবনসঙ্গিনী বেছে নিলেন।

বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি বাছাই কিন্তু অনিশ্চিতই হয়ে আছে এখনও। একইভাবে ঝুলে আছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের সভাপতির নাম ঘোষণা। জেপি নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে আছেন দীর্ঘদিন। ভোটে জিতে নাড্ডা যখন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন, তখনই শোনা গিয়েছিল, সভাপতি বদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নতুন নাম ঘোষণা শীঘ্র।

কিন্তু সেই শুভস্য শীঘ্রম এখনও হয়নি। শোনা যায়, বিকল্প কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে এই বিলম্ব। কারণ, সভাপতি বাছলেই তো হবে না, নাড্ডার মতো তাঁর উত্তরসূরিকেও নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'র প্রিয় পাত্র হতে হবে। আবার সেই পছন্দে সায় থাকা চাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস)। বস্তুত সংঘের হাত ধরেই বারবার সাফল্য এসেছে বিজেপির দুয়ারে।

তবে মাঝে সংঘ-বিজেপি সম্পর্ক বেশ জটিল হয়ে গিয়েছিল বলে চর্চা আছে। সময়টা গত লোকসভা নির্বাচনের আগে। যে কারণে সেই ভোটের প্রচারে আরএসএসকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখা গিয়েছিল। ফলাফল অবশ্য প্রমাণ করেছিল, সম্পর্কে সব ঠিক নেই। যার খেসারত দিতে হয়েছিল বিজেপিকে। ছবিটা বদলাতে থাকে হরিয়ানা বিধানসভার গত নির্বাচন থেকে। প্রথমে হরিয়ানা, পরে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটে এনডিএ জোটের জয়জয়কারে ছিল সংঘেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এতে সহজে বোঝা যায়, বিজেপি সংঘের ওপর কতটা নির্ভরশীল। চর্চা আরও বাড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুদিন আগে নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ায়। প্রচার চলে সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি পদে তাঁর এবং শা'র পছন্দের প্রার্থীর নামে সংঘের সমর্থন আদায়ই ছিল উদ্দেশ্য। মোদির এই নাগপুর কতটা সফল হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। কেন না, সভাপতি বাছাই এখনও ঝুলে।

সম্ভাব্য পরবর্তী সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি হিসেবে অনেকের নাম শোনা যাচ্ছে। যেমন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভূপেন্দ্র যাদব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল প্রমুখ। আরএসএস এই দীর্ঘসূত্রিতায় অধৈর্য এবং তিতিবিরক্ত বলে বিজেপির অন্দরে শোনা যায়।

আলোচনায় আছে যে, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘ সময় দিয়েছে বিজেপিকে। তার মধ্যে বিজেপি নতুন জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা না করলে সংঘ নাকি জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপি থেকে নিজেদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে নেবে। সেই কারণে নাকি গত ক'দিন ধরে মোদি-শা-নাড্ডাদের চরম ব্যস্ততা চলছে কখনও শা'র বাসভবনে, কখনও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে, কখনও নাড্ডার বাসভবনে দফায় দফায় বৈঠক করছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

নতুন সভাপতি বাছাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রীসভার রদবদল এবং বাকি রাজ্যগুলির সভাপতি বদল নিয়েও নাকি বিস্তর চর্চা হয়েছে ওই বৈঠকগুলিতে। আলোচনা কতখানি ফলপ্রসূ, জানা যায়নি। তবে বিজেপি যদি সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণায় দেরি করে এবং আরএসএস জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে নিজেদের প্রতিনিধি সরিয়ে নেয়, তবে বিজেপি অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সংকটে পড়বে সন্দেহ নেই। দলের সর্বস্তরের নজর এখন তাই শীর্ষ নেতৃত্বের পদক্ষেপের দিকে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

এ অন্ধকার যে কিছুতেই আমাদের নয়

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্প্রীতির। যে নবাবের নামে জেলা, সেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙালি হিন্দুদের রাজস্ব বিভাগে নিতেন।

সৌরভ হোসেন

ওই তো ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার শব্দ কানে আসছে। তার উপর দিয়ে ধিক ধিক করে চলা ট্রেনের হুইসল জলের সেই সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে মিশে আউরিবাউরি হয়ে যাচ্ছে। যে হাওয়াতে এই আউরিবাউরি হচ্ছে সেই হাওয়াতেই ছড়াচ্ছে কথাটি। যে কথা এ মাটির কখনও আপন ছিল না। যে কথা জলের পাকচক্রের মতো কোথা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে।

এই সুন্দর পৃথিবীখানার সবচেয়ে ক্ষতি করেছে যে কথাটি, এ কথা সেই কথা। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে যে হিংসার জন্য, এ হল সেই হিংসা।

অথচ এ জেলার ইতিহাস বলে অন্য কথা। সে কথা নদী ও মাটির মতো পবিত্র। স্রোতের মতো বহমান। সেই পুণ্যভূমে এ হিংসা কোথা থেকে এল! এ মাটির মানুষগুলো বদলে গেল না, তাদের বদলে দেওয়া হল! হাওয়াতে যা ছড়াচ্ছে তাই কি সত্যি? না সে হাওয়ায় কোনও দুষ্টচক্রী মিশিয়েছেন বিষ-বাষ্প? হাওয়ায় কান পাতার আগে একবার মাটিতে কান পাতি। যে মাটিতে এসব রটছে কিংবা ঘটছে, সে মাটির কথা একবার জানি।

মসলিন, হাতির দাঁতের খোদাই আর রেশম পণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ছিল একসময়ের ধনী জনপদ। রবার্ট ক্লাইভ তো মুর্শিদাবাদ শহরকে লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী বলেছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে বলেছিলেন, আঠারো শতকের প্রথম এবং মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী শহর।

জৈন কবি নিহাল সিংহ লিখেছেন; 'বসতী কাসমবাজার, সৈদাবাদ খাগড়া সার/ রহতে লোক গুজরাতীক, টোপীবাল জেতী জাতীক।/ আরব আরমনী আংগরেজ, হবসী হুরমজী উলাংদেজ/ সীদী ফরাসীস আলেমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান/ শেঠী কুংপনী কী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোর।' অর্থাৎ কবি নিহাল বলেছেন, কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ, খাগড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মানুষের মধ্যে সুন্দর সহাবস্থান ছিল।

ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস মুর্শিদাবাদের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, "A variety of merchants of different nations and religions, such as Cashmeerians, Multanys, Patans, Sheikhs, Sunniasys, Paggayahs, Betteas and many others used to resort to Bengal. এসব সওদাগরদের অনেকেই মুর্শিদাবাদে তাঁদের বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। জগৎশেঠরা এসেছিলেন মাড়ওয়ারের নাগর থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে। মুর্শিদকুলির সঙ্গে এসেছিলেন মানিকচাঁদ। এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হয়ে যান।

এরকম নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের এ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের হাজার হাজার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যে নবাবের নামে মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ সেই মুর্শিদকুলি বাঙালি হিন্দু ছাড়া আর কাউকে তাঁর রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত করতেন না। মুর্শিদকুলির সংস্কারের ফলে যে নতুন ব্যাংকার-ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। রিয়াজ-উস-সলাতিনের লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন, 'মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত বাংলার নবাবদের নীতি ছিল দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজাতদের আমন্ত্রণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা।'

মুর্শিদাবাদে সম্প্রীতির অন্যতম সেরা চিহ্ন 'বেড়া উৎসব'। লালবাগ, হাজারদুয়ারির কাছে ভাগীরথী নদীর ওপর। - ফারুক আবদুল্লাহ

নবাবরা মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্যায়নের জন্য এ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাতে তাঁরা জাতি-ধর্ম দেখেননি। মানুষে মানুষের সেই সহাবস্থান আজও অটুট যে জেলায় সেখানে এই জাতিগত হিংসার ঘটনা কতটা সত্য? নাকি সে সত্যে জলই বেশি? ফায়দা কার? 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'-এর ভারতবর্ষে যে হিংসার রাজনীতি প্রতিনিয়ত মানুষের সহাবস্থানকে নষ্ট করছে, কোথাও হলেও কি সেই হিংসার রাজনীতি জড়িত? জেলার আনাচে-কানাচে কান পাতলে সেসব ফিশফিশ শোনা যাচ্ছে।

যে ভৌগোলিকগত অবস্থান এই ঐতিহাসিক জেলার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল, সেই ভৌগোলিকগত অবস্থানই এখন জেলার অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে।

১২৫.৩৫ কিমি আন্তর্জাতিক সীমান্ত আর পড়শি রাজ্যের অবস্থান, এ জেলার অভ্যন্তরে অপরাধ ঘটানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাঁটাতার মানুষের শরীরকে আটকে রাখতে পারে কিন্তু মনকে তো আর আটকে রাখতে পারে না। সেই মনই হল যত গণ্ডগোলের গোড়া। এই মনে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বিভেদকামী মানুষের আনন্দ। যদিও সে খারাপ মানুষের সংখ্যা কম। কম হলে কী হল? যুগে যুগে খারাপ মানুষের সংখ্যা কমই থাকে, তবুও সে কম খারাপ মানুষ বৃহত্তর ভালো মানুষের সবচেয়ে খারাপটা করে দেয়। এই যে এখন যেমন শুধু এপার-ওপার নয়, এগাঁ ওগাঁ, এপাড়া ওপাড়ার মনে শুধু 'ওরা' 'আমরা'। এও তো সেসব খারাপ মানুষদেরই কু-কাজের ফল?

মুর্শিদাবাদের যে অংশে জাতিগত হিংসা ঘটেছে বলে যেটা শোনা যাচ্ছে, সে অংশটির একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড। আবার জায়গাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি ভারতকে যুক্ত করেছে। ফলে ভিনমানুষ আর বহিরাগত মানুষদের নিত্য আনাগোনা। এরকম জায়গাই হল যে কোনও অপরাধ ঘটানোর অনুকূল স্থান। ফলে 'বহিরাগত' কারণটা ফেলনা নয়। যে কথা এই এলাকার সাধারণ মানুষ বলছেন। যে মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করছেন। একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান করেন। এই সহবস্থানের সংস্কৃতি এই জেলার চিরায়ত সংস্কৃতি।

হিন্দু বন্ধু ইদের 'দাওয়াত'এ সেমাই খেতে যান মুসলমান বন্ধুর বাড়ি; মুসলমান বন্ধু পুজো দেখার আমন্ত্রণে নারকেল নাড়ু খেতে যান হিন্দু বন্ধুর বাড়ি। মুসলমানদের দরগাতে হিন্দুদের শিন্নি দেওয়া আর মহরমের সময় হিন্দু ভাটিয়ালি গায়কদের শোকগাথা গাওয়া তো শাশ্বত সম্প্রীতির উদাহরণ। এই দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপিরের মতো নতুন 'দেবতা'র জন্ম- যে 'দেবতা' হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপাস্য। সম্প্রীতির এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় বরানগরে, যেখানে মন্দির চত্বর আর মাস্তিরাম আওলিয়ার আখড়া রয়েছে সামনাসামনি। মুর্শিদাবাদের মানুষদের সম্প্রীতি আর সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল, 'বেরা উৎসব'। জলদেবতা 'খাজা খিজির'কে তুষ্ট করার জন্য এই বেরা ভাসান উৎসব পালন করা হয়। প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাগীরথীতে এলাহি আয়োজনে এই উৎসব পালন করেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ।

এই মানুষগুলোর ভিতরে যে বা যারা হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তারা সফল হবে না। মুর্শিদাবাদের মানুষই তাদের পরাস্ত করবেন। মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রামে গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে চেয়েছি, তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি কেমন? তাঁরা নির্দ্বিধায় বলেন, আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। আমাদের সম্পর্ক ভাইয়ে-ভাইয়ের।

লালগোলার এক সীমান্তবর্তী গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারের কাছে জানতে চেয়েছি, 'ভয় লাগে না?' সে পরিবারের কর্তা হেসে বলেছেন, 'ভয় কীসের? আমরা সবাই এক। কোনওদিন সমস্যা তো হয়নি।' সেই মানুষটির হেসে বলা মুখটা আজ খুব মনে পড়ছে। আজ চারধারে যেটা ঘটছে বা রটছে সেটা শুনে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জা পাচ্ছেন?

আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে দুশো সাতষট্টি বছর দশ মাস আগে পলাশীর যুদ্ধ জয় করে রবার্ট ক্লাইভ তিন হাজারেরও কম সৈন্য নিয়ে কাশিমবাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তার অনেক অনেক গুণ বেশি মানুষ হাঁ করে সে যাওয়া দেখছেন। মুসলমান শাসক হেরেছেন আর খ্রিস্টান শাসক জিতেছেন বলে তাঁরা কেউ ঢিল মারেননি; আজও মুর্শিদাবাদের সেই মানুষ দাঙ্গাবাজদের লাগিয়ে দেওয়া হিংসাকে নীরবে এড়িয়ে যাবেন। সে হিংসাকে মনে স্থান দেবেন না। কোন শাসক ক্ষমতায় এলেন, কোন শাসক ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন, তাতে তাঁদের কিচ্ছুটি এসে যায় না। তাঁদের মনে বসত করছে 'সহাবস্থান'।

ওই তো ভাদ্র মাস আসছে। ভাগীরথীর তীরে শিগগিরই দেখতে পাব সে 'সহাবস্থান'। জলের ওপর ভাসবে হাজার হাজার আলো। সে আলো সম্প্রীতির, সৌভ্রাতৃত্বের। সে আলোতে ঘুচে যাবে বদনামের এই অন্ধকার।

(লেখক সাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার দস্তুরপাড়ার বাসিন্দা।)

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি কবি শঙ্খ ঘোষ।

২০১৩

'মানব কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

এখন সরকার বলছে, মন্দির-মসজিদ চালাবে। ট্রেনটা চালাক ভালো করে। কেন্দ্র ট্রেন বেচে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ট্রাম বেচে দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূল-বিজেপির স্ক্রিপ্ট এক। তা লেখা হয়েছে নাগপুরে। লিখে দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

-মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

পরনে আকাশি পাঞ্জাবি, স্ত্রীর পরনে একই রঙের লেহেঙ্গা। পুষ্পা ২-এর 'অঙ্গারো কা অম্বর সা লাগতা' গানের তালে কোমর দুলিয়ে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে মঞ্চ মাতালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মেয়ের বিয়েতে তাঁর নাচের ভিডিওয় ঝড়।

ভাইরাল/২

আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মোটা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়া। এক বিড়ালছানা পা বাড়ায় তার দিকে। কাঁকড়া সটান কামড়ে ধরে পা। পা ছাড়াতে মুখ বাড়ালে বিড়ালের মুখেও কামড় বসায় কাঁকড়া। যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে থাকে বিড়ালটি।

জনমন
জনমত

শালুগাড়ার রাস্তায় অবাধ বিচরণ গোরুর

আমি শালুগাড়ার কমলানগরে বসবাস করি। এখানে অনেক খাটাল আছে। এছাড়া স্থানীয় অনেকেই ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গবাদিপশু প্রতিপালন করেন। বেশিরভাগ খাটালেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে গোরু ও মোষ প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু শালুগাড়ার রাস্তাঘাটে এমনকি হাইওয়েতেও অনেক গোরু ও ষাঁড়কে অবাধে বিচরণ ও শুয়ে থাকতে দেখা যায়। তার ওপর কখনো-কখনো দুই ষাঁড়ের লড়াই শিশু, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে ভয়ংকর আতঙ্ক তৈরি করে।

অবুঝ গোরু বা ষাঁড় যখন অভুক্ত অবস্থায় শালুগাড়ার সোমবারের হাটে সবজিতে মুখ দেয় তখন তার ভাগ্যে জোটে লাঠির আঘাত বা তার শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় সবজি ধোয়া নোংরা জল। এদের অবাধ বিচরণ বাজারে ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে। এইসব গবাদিপশু বাসি পচা খাবার এমনকি প্লাস্টিকও খায়।

আমি প্রায় ৫৫-৬০ বছর আগে গুয়াহাটিতে দেখেছি এই ধরনের গোরুকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হত। গোরুর মালিক মুচলেকা লিখে জরিমানা দিয়ে নিয়ে যেত। শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকেও এমন ব্যবস্থা নিলে খুব ভালো হয়। বহু জায়গায় শুনেছি, এইসব খোঁয়াড়ে ষাঁড়ের প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা এড়াতে পুর কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্মৃতির ভেলায় প্রাণের এনবিএসটিসি

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এবার ৬৫ বছর পূর্তি। উত্তরবঙ্গের অনেকেরই নানা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে সংস্থার সঙ্গে।

সঞ্জয় ঘোষ

একটা সময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাই ছিল উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই এই সরকারি সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জন্ম ১৯৬০ সালে। সেই ষাটের দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সরকারি সংস্থা আমাদের এখনও পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

এই সংস্থার সঙ্গে একসময় আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। সেই সময় তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (এখন উত্তর দিনাজপুর) রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের ট্রেনে যাতায়াত করার খুব একটা অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের সকলেরই যে কোনও প্রয়োজনে কলকাতা-শিলিগুড়ি-মালদায় যাতায়াতের মাধ্যম বলতে এই পরিবহণ সংস্থাই ছিল বড় ভরসা। এই সময়কার বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল এই পরিবহণ সংস্থার দৌলতেই।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই রাতে বাসে করে কলকাতা যাত্রা। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই আজ রায়গঞ্জের ছেলেমেয়েরা কেউ উকিল, ডাক্তার, প্রফেসর, বিজ্ঞানী, সরকারি-বেসরকারি চাকরি করছেন। সেই সঙ্গে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, কেউ খেলোয়াড় আবার কেউ কেউ অন্য কোনও পেশায় নিয়োজিত। অনেকে বিদেশেও বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত। আমাদের পিছিয়ে থাকা তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সবার সবকিছুই সম্ভব হয়েছে এই পরিবহণ সংস্থার হাত ধরে।

তখন এই সংস্থার কর্মীরাও ছিলেন খুব আন্তরিক। কলকাতা যাতায়াত খুব সহজ হয়ে উঠেছিল তাঁদেরই কল্যাণে। তাই এখনও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এখন অবশ্য নিগম) বাস দেখলেই অজান্তেই মাথা নত হয়ে আসে। এখন এনবিএসটিসি-র অবস্থা ভালো নয়। তবু আজ তাদের জন্য আমরা অনেকেই নিজের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছি।

তখন এক জেলা থেকে আর এক জেলা কিংবা বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করতে ভরসা বলতে ছিল সেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। একটা সময় রায়গঞ্জে এনবিএসটিসির বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন ছিল তখনকার সময়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এই পুজোয় তাদের ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকর্ম মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। এই পুজোর মডেল দেখার জন্য দুপুর হতে হতেই মানুষের ভিড়ে ভর্তি হয়ে যেত স্টেট ট্রান্সপোর্ট এলাকা। ভিড় চলত রাত অবধি। ইটাহার, মহারাজাহাট, কালিয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হত।

সেই সময় এই পরিবহণ সংস্থায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তখন রায়গঞ্জে একটা কথা খুব চালু ছিল, প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে তিনজন এই সংস্থার কর্মী। ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়। তারপর শুরু হয় সরাসরি বাসে করে কলকাতা যাত্রা। এই পরিষেবাই আমাদের পিছিয়ে থাকা জেলার বাসিন্দাদের কলকাতা চিনিয়েছে। কিছুদিন পরে আত্মপ্রকাশ করল মালদা থেকে শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস। এনবিএসটিসি-ও পিছিয়ে নেই। রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের গৌড় এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌঁছানোর জন্য উপহার দিল গৌড় এক্সপ্রেস কানেক্টিং বাস। যা যাতায়াত করত মালদা-রায়গঞ্জ বা মালদা-বালুরঘাট।

আর একটা কথা না বললেই নয়। এনবিএসটিসি তখন রায়গঞ্জে একটি ফুটবল টিম তৈরি করে এবং তার ফলে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। আর এভাবেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা আমাদের জীবনের ভালোমন্দে জড়িয়ে।

(লেখক চিকিৎসক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে আরবের সম্পর্ক আছে ৪। চালানো হয়েছে বা নিয়ন্ত্রিত ৫। মহাভারতের যে খেলায় শকুনি পাণ্ডবদের হারিয়ে দেন ৭। পাখির কিচিরমিচির ৮। বশে, অধীনে ৯। জানলা, গবাক্ষ ১১। খড় বা বিচালির গাদা ১৩। যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে ১৪। দৈর্ঘ্য নয় শুধু প্রস্থ ১৫। আটকানো, ঠেকানো বা প্রতিহত করা।

উপর-নীচ : ১। উন্মুক্ত বা খোলা রয়েছে ২। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় পোয়াল ৩। ফন্দি বা অভিসন্ধি ৬। খুবই তীক্ষ্ণ বা ধারালো ৯। পরিচিত একটি সবজির নাম ১০। কমজোর বা পড়ে যেতে পারে ১১। এই ধাতু কঠিন নয়, তরল ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪১১৯

পাশাপাশি : ১। ছিনিমিনি ৩। কড়চা ৫। টনটনানি ৭। লকুচ ৯। আমলা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দিনকাল।

উপর-নীচ : ১। ছিটিয়াল ২। নিপাট ৩। কপট ৪। চালুনি ৬। কদম ৮। বাতাপি ১০। লালচাল ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হলদি।

বিন্দুবিসর্গ

ধৃত ৪

মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুনে গ্রেপ্তার আরও এক। ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়করা মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

রেলের বিজ্ঞপ্তি

খড়্গপুরে রেলের জমি থেকে সমস্ত দলীয় কার্যালয় সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয় রেলের তরফে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে রেল এই নির্দেশ জানিয়েছে।

মমতাকে নিয়ে বই

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা 'দ্য মমতা ব্যানার্জি ওয়ে' প্রকাশিত হল এগরা কালচারাল কার্নিভালে। বইটির লেখক সৌরভ বিসাই।

ভাঙড়ে মিছিল

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ঘিরে ভাঙড়ে ঘটে যাওয়া অশান্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর অনিশ্চিত, রাজ্য সভাপতি ঘোষণা অথই জলে

প্রায় ২০ দিন ছুটিতে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : কিছুতেই যেন ছন্দ ফিরে পাচ্ছে না বিজেপি। সম্প্রতি দিল্লির 'সুকান্ত সদন' থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভা ও সর্বশেষ কলেজ স্ট্রিটের মহামিছিলের মঞ্চে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ চেহারার ছবি দেখে কিছুটা আশা জাগছিল দলের কর্মীদের। কিন্তু আচমকাই আবার ছন্দপতন। চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত। বাংলা নববর্ষের পরেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। সেই ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে। সবমিলিয়ে রাজ্য বিজেপি কর্মীদের একাংশের মতে, ডামাডোল আর কাটছে না।

১৩ এপ্রিল কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পাশে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরে সুকান্তও জানিয়েছিলেন, চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরে এসে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গায় দলীয় সভাও করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে পিএমও থেকে রাজ্য বিজেপিকে ২৪ এপ্রিল সম্ভাব্য কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক ১২ এপ্রিল নদিয়া দক্ষিণের হবিবপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যায় রাজ্য নেতৃত্ব।

ঠিক ছিল, কল্যাণীতে সরকারি কর্মসূচি সেরে হবিবপুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। কিন্তু আচমকাই এদিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর গোটা সফরটাই অনিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে পিএমও থেকে। ফলে আবার ব্যাকফুটে বিজেপি। এরই সঙ্গে শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার কাঁথিতে তাঁর কর্মসূচির পর ১০ মে পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন।

ডামাডোল

- চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত
- রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে
- রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা
- রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি

শুভেন্দু জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলিকে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন। সেই কারণেই আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে চান তিনি। শুভেন্দুর এই ঘোষণা দলীয় কর্মীদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। ২১ এপ্রিল বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান কর্মসূচি আচমকা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে নৈতিকভাবে সবরকম সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। কথা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এই ঘটনার পর বিজেপির সেই নবান্ন অভিযান কর্মসূচিও বিশবাঁও জলে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে দলে। দলের একাংশের মতে, হিন্দু ভোট একজোট করতে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় কমিশনগুলির ভূমিকা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়।

এদিনও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করেছেন শুভেন্দু। বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, মালদা, মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফেও কড়া মন্তব্য নেই। এই আবহে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজ্য বিজেপি কর্মীরা কিছুটা আশার আলো দেখছিলেন। কিন্তু আচমকা সেই সফর বাতিল হওয়ায় রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি।

গরম থেকে স্বস্তি পেতে। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

দ্রুত টাকা খরচ না করলে জবাবদিহি

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : অর্থ দপ্তরের বরাদ্দ টাকা শুধু পেলেই হবে না। দ্রুত খরচ করতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না। এর জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকা ছেড়ে এখনই নবান্ন প্রশাসনের কড়া নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে সব দপ্তরের সচিবের কাছে। সরকারি কাজকর্মের প্রচলিত ধারায় যা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। কাজের মনিটরিংয়ের সঙ্গে কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতির কথাও সরকারি পোর্টালে আপলোড করার কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত টাকার সদ্ব্যবহার না করলে জবাবদিহির কোপে পড়ার আশঙ্কায় রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে নবান্নের বিভিন্ন দপ্তর।

রবিবার ছুটির দিনে নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আসলে এবার চলতি আর্থিক বছরের শুরু থেকেই

সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সিরিয়াস। সামনের বছরই বিধানসভা ভোট। তার মধ্যে চাকরি বাতিল, ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি জেলায় হলেও আন্দোলন হচ্ছে। বিরোধী দল এর সুযোগ নিয়ে রাজ্যজুড়েই প্রায় উসকানিমূলক প্রচারে নেমেছে। কিছুটা হলেও অস্থির পরিস্থিতি। সামাল দিতে ব্যতিব্যস্ত প্রশাসন। এই অস্থিরতা ও অশান্তির গেরোয় পড়ে রাজ্যের উন্নয়ন যেন ব্যাহত না হয়, তার জন্য দপ্তরগুলিকে সচেতন হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেটাই চাইছেন। দপ্তরের বরাদ্দ টাকা যেন উন্নয়নমূলক কাজে এখনই লাগানো হয়। চাপে রাখতেই সম্ভবত দপ্তরগুলিকে জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে।

এদিন একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কেউই জবাবদিহি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী যা চাইছেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকায় নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজরে এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকভাতার মতো বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প। ভোটের আগে চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অন্য প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যাও বাড়াতে পারেন তিনি। এটা অর্থ দপ্তরের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ হলেও দপ্তরকে অর্থসংস্থানের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

বক্তা না হয়েও 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : বক্তা তালিকায় নাম নেই। কিন্তু রবিবার সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশে চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সভা শুরুর এক ঘণ্টা আগেও সভাস্থল পরিদর্শন ও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন মীনাক্ষী। সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন তিনি।

তবে শেষপর্যন্ত ষষ্ঠ বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ৩৫ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে শেষ হয় ব্রিগেড সমাবেশ। মঞ্চের নীচেই রইলেন সিপিএমের অন্যতম চর্চিত মুখ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তবে শেষপর্যন্ত অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকের মাঠে থাকার আগ্রহ জিইয়ে রইল মীনাক্ষীর কারণেই। কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনের ডাকা ব্রিগেডে নজর কাড়তে শেষমুহূর্তে মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন কি না তা নিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিল আমজনতা।

কিন্তু ওই সংগঠনগুলির পাঁচ বক্তা ও মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যের মাধ্যমে '২৬-এর নির্বাচনের আগে ব্রিগেড শেষ করল সিপিএম। তবে সবসময় তাঁকে বক্তা হিসেবে

থাকতে হবে এমনটা তিনি মনে করেন না, দাবি মীনাক্ষীর। যে চারটি সংগঠনের ডাকে ব্রিগেডের আয়োজন করা হয়েছে, মীনাক্ষী তার অংশ নন। তিনি যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক। তাই তাঁর বক্তব্য রাখার কোনও প্রসঙ্গই ছিল না।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএমের এই ব্রিগেডে মহম্মদ সেলিম ছাড়া প্রথমসারির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে বক্তার তালিকায় রাখা হয়নি। তবে সিপিএমের 'ক্যাপ্টেন' আখ্যায়িত মীনাক্ষী বক্তব্য রাখেন কি না তা নিয়ে শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক। ফলে শেষপর্যন্ত বেশিরভাগ কর্মী-সমর্থকের মাঠে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তখনও বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম। অথচ মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একদল তরুণ ও মাঝবয়সিদের মধ্যে রীতিমতো চর্চা চলছে এরপর নিশ্চয়ই মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তা হয়নি। ব্রিগেডের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার শেষমুহূর্তেও তিনি সভাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিনও সকাল থেকেই মাঠে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মঞ্চে ওঠেননি। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্রের মতো সিপিএমের প্রথম সারির নেতারা ব্রিগেডে উপস্থিত থাকলেও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্পে তাঁদের বসে থাকতে দেখা যায়। মীনাক্ষীও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। এদিন মীনাক্ষীর বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায়ও ব্রিগেডে আসেন। আর পাঁচজনের মতো কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় তিনিও ব্রিগেডমুখী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'মীনাক্ষীর মঞ্চে থাকা, বক্তব্য রাখা, সমস্তটাই দলের সিদ্ধান্ত। দলের গঠনতন্ত্র যা বলবে তাই হবে।'

মঞ্চে নয়, সাধারণের মাঝে বিমান বসু। রবিবার ব্রিগেডে। ছবি : আবির চৌধুরী

বামেদের ব্রিগেডে যেন চৈত্র সেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রাজ্যের জেলাগুলি থেকে কর্মী-সমর্থকরা রবিবার সকাল থেকেই ব্রিগেডে ভিড় জমাতে থাকেন। আর এই সুযোগেই পসরা সাজিয়ে বসলেন ব্যবসায়ীরা। মাঠের এক প্রান্তে গান, আবৃত্তি, নাচ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তখন মাঠে প্রবেশের রাস্তার দু'পাশেই চৈত্র সেলের মতো দেদার জিনিসপত্র বিকিয়েছে। ব্রিগেড দেখতে এসে আমজনতা রীতিমতো দামদর করে জিনিসও কিনল।

এবারের ব্রিগেড ছিল বর্ণময়। তপ্ত রোদে গাছের ছায়ায় বসে বক্তব্য শুনলেন বহু মানুষ। আবার এই গরমে ডিম-ভাতেরও আয়োজন ছিল। কেউ আবার সঙ্গে করে রুটি, মুড়ি, ওআরএসের জল, ছাতা, টুপি নিয়ে এসে মাঠের মাঝে বসে পড়েন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের নাচ হয়। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষক আন্দোলনের সময়ের বিখ্যাত গান 'পথে এবার নামো সাথী' ও 'উই শ্যাল ওভার কাম' গানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। মাঠের আরেক প্রান্তে দেদার দাম হাঁকিয়ে চলেছেন বিক্রেতারা। কী নেই তাঁদের পসরায়। ছোটদের জামা, প্যান্টের বেল্ট, লেডিজ ব্যাগ, সিপিএমের দলীয় টুপি ও দলীয় নেতাদের ছবি সহ নানা সামগ্রী সবই বিক্রি হয়েছে। সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রিম, ভেজ প্যাটিস। এক বিক্রেতা রতনলাল দাস বললেন, 'ব্রিগেডের মাঠে ভিড় হবে জানা কথা। তাই জিনিস নিয়ে এখানে বসেছি।' হুগলির এক সিপিএম কর্মী ছোটদের জামার দর করতে করতে বললেন, 'বক্তব্য দূর থেকেই তো শোনা যাচ্ছে। এর ফাঁকেই তাই মেয়ের জন্য জামা কিনে নিলাম।' শারীরিকভাবে সক্ষম হালিশহরের রবি দাস ব্রিগেডের আগেই হাজির হয়েছেন। তাঁর হুইলচেয়ারে বুদ্ধদেবের ছবিতে লেখা 'বুদ্ধদেব অমর রহে'।

ব্রিগেডে প্রবেশের মুখে রকমারি পসরা নিয়ে বিক্রেতারা। রবিবার।

চাকরিহারাদের নিয়ে স্পষ্ট বার্তা নেই সিপিএমের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রবিবার বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হল। মুখ্যমন্ত্রীর শালবনি সফরও হচ্ছে। তবে চাকরিহারাদের কোনও সুরাহা হল না। রবিবার 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর মুখ্য আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল প্রশ্ন তুললেন, 'বৈধভাবে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপারে ব্রিগেডে বামেদের অবস্থান কী?'

ব্রিগেড মঞ্চ থেকে মহম্মদ সেলিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের বিরোধিতা করলেও বামেদের পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনওরকম স্পষ্ট বার্তা দিলেন না। পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'-এর পূর্ব ঘোষিত নবান্ন অভিযানকে 'রাজনীতি' আখ্যা দিলেন। মঞ্চের তরফে শুভদীপ ভৌমিক উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সৌরভ আমাদের ন্যায্য দাবির মিছিলে এলেন না। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শালবনি যাচ্ছেন। অতএব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই রাজনীতিটা করছেন।'

আজ 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর নেতৃত্বে এসএসসি ভবন অভিযান। মঞ্চের দাবি, যোগ্যদের তালিকা নিয়ে তবেই তাঁরা বাড়ি ফিরবেন। কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ একাধিক জেলা থেকে রবিবার এসএসসি ভবন অভিযানের জন্য একাধিক চাকরিহারা রওনা দিয়েছেন। এদিন রাত থেকেই ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েত শুরু হয়ে গিয়েছে।

তাঁদের একটাই দাবি, 'এসএসসি ভবন অভিযান আমাদের কাছে পাখির চোখ।' ২২ লক্ষ ওএমআর শিট নিয়ে তবেই তাঁরা এসএসসি ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ তুলে নেবেন বলে জানিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। কিছু চাকরিহারা হুংকার দিয়েছেন, 'দাবি আদায় না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব।'

মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত মহিলারা

সুবিচার দিতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে হিংসার শিকার হওয়া মানুষদের নিরাপত্তা এবং সুবিচার দিতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন। রবিবার মালদা, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার। রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের নারকীয় ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করে দ্রুত আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক সরকার।'

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যপালের সফরের পর এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরাও সেখানে যান। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে পেয়ে তাঁদের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মহিলারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে তাঁদের ওপর পৈশাচিক আক্রমণ করা হয়েছে। আশ্রয় নেওয়া মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মেয়েদের ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগও করেছেন বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্যরা। এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার বলেন, 'নিরাপত্তা ও সুবিচার দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটা এখনই করা উচিত।'

এদিন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সফরকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে টিভি ক্যামেরার সামনে মহিলাদের চোখের জল ফেলিয়ে যে ছবি দেখানো হচ্ছে, সেটা পূর্বপরিকল্পিত।' যদিও জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রাহাতকার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এখানে কোনও রাজনীতি করতে আসিনি। আক্রান্তদের সাহস জোগানো ও তাঁদের সহমর্মিতা জানানোই কমিশনের সফরের উদ্দেশ্য।' ত্রাণশিবির পরিদর্শনের পর সেখানকার অব্যবস্থা নিয়েও সরব হয়েছে কমিশন।

এসএসসি'র পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) নিয়োগের পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি রুখতে আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করছে এসএসসি।

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আধার কার্ড ব্যবহার করে নিজেদের পরিচয়ের প্রমাণ নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থীরা সেই প্রমাণ দেওয়ার তিনটি বিকল্প পাবেন। প্রথমত, অনলাইনে প্রমাণ নিশ্চিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত, অফলাইনে আবেদনপত্র পূরণের সময় পরিচয়ের প্রমাণ দেওয়া যাবে। তৃতীয়ত, পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হবে। এসএসসি সূত্রে খবর, ভুয়ো পরীক্ষার্থীদের ধরতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনার পর ভুয়ো পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আর যাতে না বাড়ে, সেই লক্ষ্য নিয়েই এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় নতুন পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হেল্পলাইন চালু

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : গরমকালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে জলসংকট রুখতে সেখানকার জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এলাকার জলসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে- ৮৯০২০২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬। জল সরবরাহে কোথাও বিঘ্ন ঘটলে এই নম্বরগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপ করে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

বিএড প্রিয়সীর ভরসা ফুচকার স্টল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ছোট থেকেই শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভাগ্যের ফেরে হয়ে গেলেন ফুচকা বিক্রেতা। তবে কোনও কাজই ছোট নয় তাঁর কাছে। ২০২০ সালে বিএড পাশ করেছেন। এসএসসি বন্ধ থাকায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। টেট-এর আশায় ডিএলএড করছেন এখন। তবে ভবিষ্যৎ এখনও চোখের সামনে অস্পষ্ট। তাই 'সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না' এই মন্ত্র নিয়েই রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে প্রিয়সী ঘোষ শুরু করেছেন 'বিএড ফুচকা দিদি'-র স্টল।

ছোটবেলা থেকে বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছেন তিনি। মায়ের সমর্থনে জীবনের বেশিরভাগ পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন স্টার মার্কস পেয়ে। মামার হাত ধরে পড়াশোনা শুরু হলেও ক্লাস এইটের পর নিজের উপার্জন দিয়েই উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন প্রিয়সী। একসময় পেটের তাগিদে নাচ শিখিয়েছেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর গান শিখে মাচা প্রোগ্রামও করেছেন। শনিবার রানাঘাট থেকে ফোনে প্রিয়সী বললেন, 'গানই আমাকে পরিচিতি দিয়েছে। তবে মরশুম ছাড়া প্রোগ্রামে ডাক পাই

না। ফলে আয়ের পরিমাণ খুবই কম। তাই ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছি।' ২০১৬-র সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় আরও ভেঙে পড়েছেন প্রিয়সী। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্য বিচার করতে পারছে না। আমি যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগও পাইনি।'

বিএড পাশের পর একাধিক বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়সী। তবে অতি কম বেতনের প্রস্তাব ছিল সেখানে। সেই অর্থ দিয়ে অসম্ভব সংসারের দেখাশোনা। তাই বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পেশা তিনি বেছে নিতে পারেননি।

সব স্বপ্নপূরণ করতেই যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নববর্ষের দিন প্রিয়সী শুরু করেছেন তাঁর নিজস্ব ফুচকা ব্যবসা। তবে স্টলের নাম 'বিএড ফুচকা দিদি' কেন? উত্তরে প্রিয়সী বলেন, 'নিজের ডিগ্রিটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।'

ডোমজুড়ের 'রাশিয়ান চা দিদি'র মতো ট্রেন্ড হওয়ার ভয় নেই তাঁর। কোনও নেতিবাচক মন্তব্যকে তিনি জীবনে গুরুত্ব দেন না। প্রিয়সী জানিয়েছেন, ফুচকা স্টলের উদ্বোধনের দিন থেকেই ভিড় উপচে পড়ছে সেখানে। ফুচকা, আলু ফুরিয়ে গেলে ক্রেতাদের ফিরেও যেতে হচ্ছে। প্রিয়সী স্টলের গাড়ি নিয়ে রানাঘাট স্টেশনের সামনে পৌঁছোন বিকাল ৪টেয়। রাত ১০টা অবধি চলে বেচাকেনা। এমনকি বিক্রি বাড়ানোর জন্য ১০ টাকায় ৭টা ফুচকাও ক্রেতাদেরকে খাওয়াচ্ছেন তিনি। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ফুচকার দোকানের থেকে এখানের দাম অনেকটাই কম। চাকরির দুর্মূল্য বাজারে এই স্টলকেই জীবনতরী হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে তাঁকে।

পোস্টার বিতর্ক।। *মনীষীদের মাঝখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে জেলা শাসকের দপ্তরের বাইরে মেদিনীপুর পুরসভার তরফে এই পোস্টার টাঙানো হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরের আগে এই পোস্টারে আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। ছবি ও তথ্য – চিত্ত মাহাতো*

তরবারি হামলা কিশোরের

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : বছর ষোলোর কিশোরের ভয়ে তটস্থ খাস মুম্বইয়ের ভান্ডুপ। শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ তরবারি হাতে হঠাৎই সরকারি বাসের ওপর চড়াও হয় সে। বাস থামিয়ে চালককে অকথ্য গালিগালাজ করে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তরবারি দিয়ে বাসের সামনের কাচ ভাঙছে ওই কিশোর। তাকে গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিশোর বলেছে, কাকা তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ, বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

বিমানকে ধাক্কা টেম্পোর

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল : কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিগোর বিমানকে ধাক্কা দেয় একটি টেম্পো। শুক্রবারের বেঙ্গালুরুর এই ঘটনায় আহত টেম্পোচালক। বিমানবন্দরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয়

সবরকম সুরক্ষা নেওয়া হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা তাঁদের অগ্রাধিকার। ইন্ডিগো জানিয়েছে, ইঞ্জিন মেরামতের জন্য বিমানটি সেখানে দাঁড় করানো ছিল। কর্মীদের নামানোর সময় টেম্পোচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটির ওপরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কাচ ভেঙে গিয়েছে।

নিখোঁজ স্ত্রী তাজমহলে

আলিগড়, ২০ এপ্রিল : তিনদিন ধরে নিখোঁজ স্ত্রী। খোঁজাখুঁজিতেও খবর না মেলায় শুক্রবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন শাকির। কিন্তু হঠাৎই আত্মীয়ের পাঠানো ভিডিওতে আবিষ্কার হয় প্রেমিকের সঙ্গে তাজমহল ঘুরছেন স্ত্রী অঞ্জুম। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের। জানা গিয়েছে, পারিবারিক অনুষ্ঠানের কারণে শাকির বাড়ি ছিলেন না। ফিরে দেখেন ঘর তালাবন্ধ। স্ত্রী ও সন্তানরা নেই। প্রেমিককে শনাক্ত করেছেন শাকির। দুজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা ওমর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শনিবার রাতে দিল্লি যাওয়ার জন্য চেপে ছিলেন ইন্ডিগোর বিমানে। কিন্তু মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা কাটানোর পর বিমান জয়পুরের দিকে ঘুরে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ওমর। ছবি সহ নিজের

অভিজ্ঞতা এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে ওমর বলেছেন, 'জম্মু ছেড়ে যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা হয়ে যায়। দিল্লি বিমানবন্দর যা দেখাল, আমি আর মেজাজে নেই। রাত ১টায় আমি বিমানের সিঁড়িতে। এখন বুক ভরে নিচ্ছি তাজা বাতাস। জানি না কখন রওনা হব।' কেন এমন ঘটল তা নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর কিংবা ইন্ডিগোর কারোর তরফেই কোনও বিবৃতি মেলেনি। চলতি সপ্তাহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনালে বিমান চলাচল বন্ধ। শ্রীনগরে প্রতিকূল আবহাওয়া বিমান চলাচলে প্রভাব ফেলেছে।

অ্যাসিড হামলা

শাহজাহানপুর, ২০ এপ্রিল : পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর অ্যাসিড হামলা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের টিকরি গ্রামের। অভিযুক্ত পলাতক। গুরুতর আহত রামগুনি (৩৯) ও দুই মেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছেলে অন্যত্র থাকায় বেঁচে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সন্তানদের নিয়ে মদ্যপ স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন রামগুনি। শুক্রবার রাতে পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও মেয়েদের দিকে অ্যাসিড ছোড়েন রামগোপাল। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

টানা বৃষ্টি ও হড়পায় ভূমিধসে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের একাংশ। রবিবার রামবানে।

উদ্ধব-রাজের সন্ধি প্রস্তাব ঘিরে ধন্দ

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : ২০০৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ওইদিন শিবাজি পার্ক জিমখানায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শিবসেনা ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরে। কোনওমতে কান্না চেপে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমার অতি বড় শত্রুকেও যেন এই দিনটি দেখতে না হয়। আমি শুধু সম্মান চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তার বদলে পেয়েছিলাম একরাশ অপমান এবং অসম্মান।' ওই সাংবাদিক সম্মেলনের তিন মাসের মধ্যে এমএনএস গঠন করেছিলেন রাজ। ওইদিনই 'মাতুশ্রী'-তে পৃথক একটি সাংবাদিক বৈঠকে বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন, 'ভুল বোঝাবুঝির কারণেই রাজ ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা গত কয়েকদিন ধরে মতবিরোধ মেটানোর চেষ্টা করছিলাম। বালাসাহেব ঠাকরের সঙ্গে উনি দেখাও করেন। তারপরও রাজ অনড় মনোভাব দেখিয়েছেন।'

২০১২ সালে মৃত্যুর আগে দলীয় মুখপত্র 'সামনা'য় একটি সাক্ষাৎকারে শিবসেনা সুপ্রিমো বলেছিলেন, আমি কালো চশমা পরে থাকলেও মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র নই। আমি রাজের থেকে এমনটা আশা করিনি। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে রাজ এমনটা করতে পারে। সে যা চেয়েছিল আমি ও উদ্ধব তাতে রাজি ছিলাম। কিন্তু কোন গুরুর পাল্লায় পড়ে ওর মন বিষিয়ে গেল, সেটা বলতে পারব না।' প্রিয় ভাইপোকে উদ্ধবের সঙ্গে বসে মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন কাকা। বালাসাহেবের মৃত্যুর পর রাজের হাউহাউ করে কাঁদার দৃশ্য মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি গোটা দেশ দেখেছিল। সেইসময় জল্পনা ছড়িয়েছিল, বালাসাহেবের

রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল নাকি পারিবারিক বন্ধন

> রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।
>
> **সঞ্জয় রাউত**

অবর্তমানে দুই ভাই আবার একজোট হবেন। কিন্তু তা হয়নি।

শনিবার রাজ-উদ্ধবের সন্ধির প্রস্তাব কতটা মনের তাগিদ আর কতটাই বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত রবিবার বলেন, 'রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' অপরদিকে একনাথ শিন্ডেগোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় নিরুপমের কটাক্ষ, 'দুটি শূন্য এক হলেও শূন্যই থাকবে। দুই ভাইয়ের পুনর্মিলনে নির্বাচনি সাফল্য মিলবে না।' উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও এই সন্ধি প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এই প্রশ্নে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বরং কথা বলা হোক।

তবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'ওঁরা যদি ফের এক হন তাহলে আমরা তো খুশিই হব। ওঁদের মতবিরোধ যদি মিটে যায় তাহলে সেটা ভালো ব্যাপার।' রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও বলেন, 'উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না সেটা রাজ ঠাকরের ব্যাপার। বিজেপির এতে কোনও আপত্তি নেই।' অপরদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সপকালও দুই ভাইয়ের সন্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপি যে মহারাষ্ট্রের ভাষা, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, সেটা রাজ ঠাকরে মেনে নিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

স্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে থানায় স্বামী

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল : কথা কাটাকাটি, ঝগড়া। গার্হস্থ্য হিংসা প্রায় রোজকার সঙ্গী ছিল অসমের চিরাং জেলার এক দম্পতির। অভিযোগ, শনিবার রাতে ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে রাগের মাথায় স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেন বছর ষাটের বিতিশ হাজং। তিনি স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু সাইকেলে চাপিয়ে উত্তর বল্লামগুড়ি ফাঁড়িতে আত্মসমর্পণ করেছেন। চিরাংয়ের অতিরিক্ত এসপি রশ্মিরেখা সামা জানিয়েছেন, বিতিশ হাজং পুলিশ হেপাজতে। নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। ফাঁড়ির সিসিটিভির ফুটেজে সাইকেলের কেরিয়ারে রক্ত লেগে থাকা দেখা গিয়েছে। এক পড়শি জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া রোজ হত। দিনমজুর বিতিশ শনিবার কাজ থেকে ফেরার পর অন্য দিনের মতো স্ত্রী বজন্তির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীর গলায় কোপ বসান।

দলিত নির্যাতন রাজস্থানে

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : মুখে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বললেও দলিত নির্যাতনে লাগাম টানা হচ্ছে না বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার ১৯ বছরের এক দলিত তরুণকে মারধর, যৌন নির্যাতন এবং গায়ে প্রস্রাব করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, সিকারের ফতেপুরে ৮ এপ্রিল ওই দলিত তরুণকে দু'জন ব্যক্তি ব্যাপক মারধর করে। তার গায়ে প্রস্রাব করে এবং যৌন নির্যাতন করে। ঘটনার আটদিন পর ওই তরুণের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও এসসি, এসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ডিএসপি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'আমরা এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছি। নির্যাতিত তরুণের মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। তার বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, 'ওই তরুণ এই ঘটনায় এতটাই ধাক্কা পেয়েছে যে ৮ দিন ধরে অভিযোগও জানাতে পারেনি।' বিরোধী দলনেতা তিকারাম জুলি বলেন, 'এটাই আজকের রাজস্থানের বাস্তবতা। একজন দলিত তরুণকে অপহরণ, মারধর, যৌন নির্যাতন, গায়ে প্রস্রাব করা এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়। এটা লজ্জাজনক বাস্তবতা।'

নিশিকান্তর মন্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়ালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে দলীয় সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তার থেকে দূরত্ব বাড়াল বিজেপি। নিশিকান্তের পাশাপাশি আরও এক বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মাও সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাফ কথা, 'ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' নাড্ডার কথায়, 'বিজেপি এই সমস্ত কথাবার্তাকে খারিজ করে দিচ্ছে। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।'

দেশে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের জন্য প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না দায়ী বলে শনিবার মন্তব্য করেছিলেন নিশিকান্ত দুবে। রাষ্ট্রপতিকে তিনমাসের মধ্যে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি দিয়েছে, তারও সমালোচনা করেন গোড্ডার সাংসদ। ওই মন্তব্য নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে বিরোধী শিবিরে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অনস তনবীর তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটারমানিকে চিঠি লিখেছেন। ওই আইনজীবী ওয়াকফ মামলায় একজন মামলাকারীর কৌঁসুলি। তাঁর সাফ কথা, 'নিশিকান্ত দুবে লজ্জাজনক মন্তব্য করে শীর্ষ আদালতের মর্যাদায় আঘাত করেছেন। উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং উসকানিমূলক।'

তবে দল দূরত্ব বাড়ালেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না নিশিকান্তের। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ওই বিতর্কিত আইনের মাধ্যমে মুসলিমদের জমি দখল করতে চায়।

> ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।
>
> **জেপি নাড্ডা**

তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল করে দেবে বলে আমি আশা করি।' কুরেশির ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'কুরেশি নির্বাচন কমিশনার নন, উনি একজন মুসলিম কমিশনার। উনি সিইসি থাকাকালীন সাঁওতাল পরগনায় সবাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার পরিচয়পত্র দিয়ে তাদের বৈধ ভোটার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।' ২০১০ সালের ৩০ জুলাই থেকে ২০১২ সালের ১০ জুন পর্যন্ত সিইসি পদে ছিলেন কুরেশি।

পুতিনকে নিয়ে প্রশ্ন জেলেনস্কির

কিভ ও মস্কো, ২০ এপ্রিল : ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযান ৩০ ঘণ্টা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিন থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, রবিবার মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যুদ্ধ। কিন্তু এদিন দুপুরেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেন, পুতিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা শুধুই কথার কথা।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন ফ্রন্টে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনা। কিভ, খারকিভেও বোমাবর্ষণ করেছে তারা। কিভে ক্রমাগত বেজেছে বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন। একটি পোস্টে জেলেনস্কি জানান, সকাল ৬টার মধ্যে ইউক্রেনীয় এলাকায় রাশিয়ার গোলাবর্ষণের ৫৯টি ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রুশ সেনার ৫টি বড় হামলা প্রতিহত করেছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। জেলেনস্কির অভিযোগ, যুদ্ধবিরতির আড়ালে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ওপর বড়সড়ো হামলার ছক কষেছিল পুতিনের সেনারা। ইস্টার সানডের সকালে কয়েকটি এলাকায় তাঁরা ইউক্রেনীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর ইউক্রেনের বাহিনীর প্রতিরোধ শিথিল হবে বলে আশা করেছিল রাশিয়া। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের কমান্ডার-ইন-চিফ ওলেক্সান্ডার সিরস্কি বলেন, 'শনিবার মাঝরাত থেকে রাশিয়ার সেনারা ৩৮৭ বার গোলাবর্ষণ করেছে। ১৯টি হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। হামলায় রাশিয়ার তরফে ২৯০ বার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।' কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। কিন্তু ফলপ্রসূ না হওয়ায় শান্তি আলোচনা থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বৃষ্টি-হড়পায় বিপর্যস্ত কাশ্মীর, মৃত ৫

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল : বৃষ্টি, হড়পা, ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ। শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে রামবানে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩ জনের। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা এবং ২টি শিশু। এর ফলে গত ৪৮ ঘণ্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টির জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫। নিখোঁজ ১। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু গ্রাম। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। হড়পা বিধ্বস্ত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। ধসের কারণে জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি আটকে রয়েছে। বহু পর্যটক নানা জায়গায় আটকে পড়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রামবান জেলা। সেখানে চন্দ্রভাগা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় একাধিক গ্রাম ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি না

উদ্ধার শতাধিক

হওয়া পর্যন্ত পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির ফলে রামবান অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা এবং সব ধরনের ত্রাণ সাহায্য করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ তাঁরা যেন আতঙ্কিত না হন। আমরা সবাই একসঙ্গে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে উঠব।'

পাকিস্তানে আক্রান্ত হিন্দু মন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে। এবার ভারতের আর এক পড়শি দেশ পাকিস্তানে আক্রান্ত হলেন পাক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু মন্ত্রী খেলদাস কোহিস্তানি। তিনি প্রথম নির্বাচিত হিন্দু এমপি।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সিন্ধু প্রদেশের খাট্টা জেলায় খেলদাস কোহিস্তানির কনভয় নিশানা করে আলু ও টমেটো ছোড়া হয়েছে। মন্ত্রীর কোনও ক্ষতি হয়নি। শাহবাজ শরিফ সরকারেরই মন্ত্রী খেলদাস। পাকিস্তানে বহুদিন থেকেই হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার চলছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগও রয়েছে। নওয়াজ গোষ্ঠীর খেলদাস আক্রান্ত হওয়ায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোহিস্তানি আক্রান্ত হওয়ার মূলে শাহবাজ সরকারের একটি সেচপ্রকল্প। গ্রিন পাকিস্তান প্রকল্পে পাক পঞ্জাবে ছ'টি সেচ খাল তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। বাধা দিয়েছেন অধিবাসীরা। বক্তব্য, সেচপ্রকল্প হলে সিন্ধু উপত্যকায় নদীগুলিতে জল থাকবে না।

আমেরিকায় রাহুল

দু'দিনের সফরে বস্টন সফরে গেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার তাঁকে বস্টন লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদা। ছিলেন কংগ্রেসের প্রবাসী ভারতীয় শাখার নেতা-কর্মীরাও। সোম ও মঙ্গলবার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন রাহুল। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। সেপ্টেম্বরে তিনদিনের মার্কিন সফরে গিয়েছিলেন।

'আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়'

লখনউ, ২০ এপ্রিল : স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করলেন আরও একজন 'পুরুষ'। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার হোটেলের ঘর থেকে বৃহস্পতিবার মোহিত যাদবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আত্মঘাতী হওয়ার ঠিক আগে নিজের মোবাইলে একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন মোহিত। সেখান থেকে মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছে। আদতে অরাইয়ার বাসিন্দা মোহিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এটাওয়ায় এক সিমেন্ট সংস্থায় কাজ করতেন। ভিডিওবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী প্রিয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর ওপর মানসিক নির্যাতন করতেন। খুনের হুমকি দিতেন। ক্রমাগত চাপের মুখে আইনের সাহায্য না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

মোহিতের কথায়, 'যদি মৃত্যুর পরেও ন্যায়বিচার না পাই, তাহলে আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ভিডিওর কথা যখন আমার বাড়ির লোকের কাছে পৌঁছোবে, ততক্ষণে আমি এই জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। যদি পুরুষদের জন্য আইন থাকত, তাহলে আমাকে এই রাস্তায়

ইঞ্জিনিয়ার মোহিত যাদব। -ফাইল চিত্র

হাঁটতে হত না। আমার পক্ষে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না।' পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৬ থেকে মোহিত ও প্রিয়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০২৩-এ তাঁরা বিয়ে করেন। চলতি বছরের শুরুতে বিহারের একটি সংস্থায় কাজ পান প্রিয়া। সেইসময় তিনি দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিন্তু প্রিয়ার মা তাঁর গর্ভপাত করান। সম্পত্তি প্রিয়ার নামে লিখে দেওয়ার জন্য মোহিতকে চাপ দিচ্ছিলেন তিনি। প্রিয়ার বাবাও জামাইয়ের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ভিডিওতে মোহিতকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'স্ত্রীকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। না দিলে ফাঁসিয়ে দেওয়া হত। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন প্রিয়ার বাবা।' স্ত্রীর ভাই তাঁকে খুনের হুমকি দিচ্ছিলেন বলেও শেষবার্তায় জানিয়েছেন মোহিত। এটাওয়ার পুলিশ সুপার অভয়নাথ ত্রিপাঠী জানান, বুধবার হোটেলে ঘর ভাড়া নেন মোহিত। বৃহস্পতিবার সকালে সাড়া না পেয়ে হোটেলকর্মীরা দরজা খুলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

ট্রাম্প বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল : সরকারি কর্মী ছাঁটাই, প্রশাসনিক খরচে রাশ, জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পে কাটছাঁট, পারস্পরিক শুল্কনীতি, বাণিজ্য যুদ্ধ, রাশিয়া ঘনিষ্ঠতা...। একের পর এক পদক্ষেপে 'নতুন আমেরিকা' গড়ার স্বপ্ন ফেরি করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তাঁর সেই স্বপ্ন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে মার্কিনদের বড় অংশের মধ্যে। রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে শনিবার পথে নেমেছিলেন তাঁরা। বিক্ষোভের নাম দেওয়া হয়েছিল '৫০৫০১'। অর্থাৎ, ৫০ রাজ্য, ৫০ বিক্ষোভ কর্মসূচি, কিন্তু এক আন্দোলন।

ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক সহ সব বড় শহরে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। হোয়াইট হাউসের বাইরেও

প্রতিবাদীদের বড়সড়ো জমায়েত নজর কেড়েছে। বহু জায়গায় এলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলার শোরুমের বাইরেও বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীদের হাতে ছিল 'নো কিংস' (কোনও রাজা নেই) লেখা পোস্টার। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে এই লেখা আমেরিকার সর্বত্র নজরে আসত। আড়াইশো বছর পর সেই শব্দবন্ধই ট্রাম্প বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

মার্কিন সরকারের নীতি বদলের পাশাপাশি ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবিও করেছেন আন্দোলনকারীরা। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গত ৪ মাসে হওয়া একাধিক সমীক্ষায় ট্রাম্পের জনসমর্থনে ভাটার টান লক্ষ করা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ট্রাম্পের প্রথম ৪ মাসের শাসনকে সমর্থন করছেন ৪৩ শতাংশ মানুষ। তাঁর আর্থিক পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৩৭ শতাংশ মার্কিন। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে শপথগ্রহণের সময় ৪৭ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৫২-২০২০ পর্যন্ত আমেরিকায় যতজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁদের কারও মেয়াদের প্রথম ৪ মাসে জনসমর্থন ট্রাম্পের মতো এতটা কম ছিল না।

ছোট্ট তারা

স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াংশী কর পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন, ক্যারাটে ও আবৃত্তিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। একাধিক পুরস্কার জিতেছে সে।

আরও গভীর ‘কুয়ো-রহস্য’

ফালাকাটা পোস্ট অফিস মাঠে ছোটবেলায় আমরা ‘আঁকাবাঁকা’ সংঘের সরস্বতীপুজো করতাম। ওই সময় কুয়োটি আমরা দেখেছি। যদিও পরে মানুষ আবর্জনা ফেলে কুয়োটি বন্ধ করে দেন। আমার মনে হয়ে এখন যে কুয়োর ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে সেটা ওই সময়কার কুয়োই।

– ভোলা দাশগুপ্ত
প্রবীণ বাসিন্দা, ফালাকাটা

ফালাকাটায় আগে স্নান বা পানীয় জলের জন্য এত কল ছিল না। ষাটের দশকেই বন্দরের কয়েকটি জায়গায় কুয়ো খনন করা হয়েছিল। সেগুলিও ইট-সুরকি দিয়েই বানানো হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সবক'টিই বন্ধ হয়ে যায়। পোস্ট অফিস মাঠে পাওয়া কুয়োর ভাঙা অংশটিও ওই সময়কার বলেই মনে হচ্ছে।

দিলীপ সরকার
প্রবীণ নাগরিক, ফালাকাটা

শুক্রবার শৌচাগারের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটি পুরোনো কুয়ো

ফালাকাটা পোস্ট অফিসের মাঠে ওই কুয়োর ভগ্নাবশেষ দেখতে রোজ বাড়ছে ভিড়

রবিবার ওই জায়গায় খননকাজ শুরু হলেও কুয়ো বাঁচিয়েই চলছে কাজ

প্রবীণরাও কুয়ো নিয়ে তাঁদের স্মৃতির কথা তুলে ধরেছেন

অনেকেই বলেছেন এই কুয়োয় তাঁরা নাকি স্নানও করেছিলেন

কেউ আবার বলছেন তাঁরা নাকি এই কুয়োর জলও খেয়েছেন

স্বাভাবিকভাবেই ফালাকাটা পোস্ট অফিসের মাঠে মাটি খুঁড়ে পাওয়া কুয়োর ভগ্নাবশেষ নিয়ে এখনও চর্চা অব্যাহত

ফালাকাটা শহরে পোস্ট অফিসের মাঠে এই ভগ্নাবশেষ নিয়েই চলছে জোর চর্চা। - সংবাদচিত্র

ইঁদারা কাণ্ডে প্রফুল্ল-যোগ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২০ এপ্রিল : ইতিহাস যেন পাতায় পাতায় জড়িত। ফালাকাটার বাসিন্দারা পোস্ট অফিস মাঠের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুয়ো নিয়ে জোরালো তথ্য এখনও খুঁজে চলছেন। তবে এর মধ্যেই খোঁজ মিলল আজ থেকে প্রায় ৬৯ বছর আগের এক দলিলের। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিজের হাতের লেখা সেই দলিলে তিনি পোস্ট অফিস মাঠে ইঁদারা খনন নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন। পোস্ট অফিস মাঠে থাকা শিশু সদনে এসেই তিনি ভিজিটর খাতায় বেশকিছু কথা লিখেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালেই পোস্ট অফিসের মাঠে ইঁদারা বা বর্তমানে যে কুয়োটি পাওয়া গিয়েছে তা খনন করা হয়েছিল? বিষয়টি নিয়ে অবশ্য নিশ্চিত প্রবীণ নাগরিকরা।

শহরের পারঙ্গেরপার এলাকায় বর্তমানে ফালাকাটা শিশু সদনটি রয়েছে। তবে বহু বছর আগে এই শিশু সদনটি ছিল ফালাকাটা পোস্ট অফিস মাঠে, এখন যেখানে দুর্গাপুজোর দশমীর মেলা হয় সেখানে। এক ব্যক্তি ওই শিশু সদনের জন্য জমি দান করেছিলেন। জানা গিয়েছে, ১৯৪৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর মন্ত্রীসভার অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তবে অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন নাকি প্রফুল্লচন্দ্র সেন ফালাকাটায় পোস্ট অফিসের মাঠে নির্মীয়মাণ শিশু সদন পরিদর্শনে এসেছিলেন। আজ থেকে প্রায় ৬৯ বছর আগে তিনি শিশু সদন ঘুরে দেখেন। তখনই ভিজিটর বুকে তিনি মন্তব্য করে সই করেছিলেন। ওই ভিজিটর বুকেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন শিশু সদন দেখে খুশি হন, এমনকি সেখানে ইঁদারা খনন হয়েছে জেনে তিনি প্রশংসাও করেন। পাশাপাশি ‘জল ভালো পাওয়া যাচ্ছে’ লিখে মন্তব্যও করেছিলেন তিনি।

ফালাকাটা শিশু সদনের বর্তমান সুপারিন্টেন্ডেন্ট পিন্টু দত্ত বলেন, ‘আমরা পুরো বিষয়টি শুনেছি এবং ভিজিটর বুক ঘেঁটে দেখেছি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শিশু সদনে এসেছিলেন। এমনকি তিনি একটা ইঁদারার কথাও লিখেছেন। তবে এখন পাওয়া কুয়োর ভগ্নাবশেষ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখ করা ইঁদারা কি না তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শহরের প্রবীণরা জানিয়েছেন, তাঁরাও ছোটবেলায় দেখেছেন। শিশু সদন উঠে যাওয়ার পরেও সেখানে ইঁদারাটি ছিল। সেই জলে সাধারণ মানুষ স্নান করতেন। একটা সময় অবশ্য মানুষের নানা কার্যকলাপের জন্যই ইঁদারা বা কুয়োটি বন্ধ হয়ে যায়। এখন যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে সেটি ওই কুয়ো বলেই মত নাগরিকদের।

শুক্রবার শৌচাগারের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটি পুরোনো কুয়ো। ফালাকাটা পোস্ট অফিসের মাঠে ওই কুয়োর ভগ্নাবশেষ দেখতে রোজ বাড়ছে ভিড়। তবে রবিবার ফের ওই জায়গায় খননকাজ শুরু হয়। কুয়োর ভাঙা অংশ বাঁচিয়েই চলছে শৌচাগার ও স্নানাগার বানানোর কাজ। যদিও এদিন অনেক মানুষ আসেন কুয়োর ভাঙাচোরা অংশ দেখতে। প্রবীণরাও কুয়ো নিয়ে তাঁদের স্মৃতির কথা তুলে ধরেছেন।

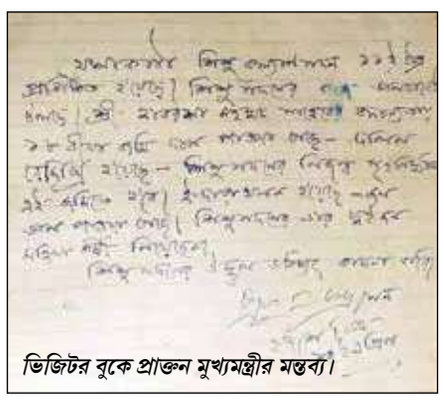

ভিজিটর বুকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য।

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, ‘যে গর্তে কুয়োর ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে রবিবার অবশ্য কাজ করা হয়নি। সোমবার ইঞ্জিনিয়ার এবং অভিজ্ঞরা এসে কুয়োটি দেখবেন। তাঁদের পরামর্শ নিয়েই খননকাজ করা হবে। তবে এদিন বাকি গর্তগুলিতে কাজ করা হয়েছে।’

এদিকে, রবিবার পোস্ট অফিস মাঠে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। অনেকেই কুয়ো দেখতে আসেন। শহরের অনেক প্রবীণ বাসিন্দা কুয়ো দেখে ছোটবেলার কথা মনে করেন। অনেকেই আবার বলেছেন এই কুয়োয় তাঁরা নাকি স্নানও করেছিলেন। কেউ আবার বলছেন তাঁরা নাকি এই কুয়োর জলও খেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ফালাকাটা পোস্ট অফিসের মাঠে মাটি খুঁড়ে পাওয়া কুয়োর ভগ্নাবশেষ নিয়ে এখনও চর্চা অব্যাহত। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে অলিগলির আড্ডা সবেতেই এখন এই একটাই প্রসঙ্গ। কুয়ো নিয়ে চর্চা চলছেই।

ট্রলি আটকে বিক্ষোভে বাসিন্দারা

ফালাকাটা, ২০ এপ্রিল : বিনা রয়্যালটিতে এক পুকুর থেকে এসডব্লিউএম প্রকল্পে নীচু জমি ভরাট করতে দেওয়া হচ্ছিল মাটি। অভিযোগ, পুরসভা কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই মাটি এজেন্সিকে দিচ্ছিল। এবার ওই পুকুরের মাটি দিয়েই স্কুলের জমি ভরাট করে দেওয়ার দাবি উঠল। এর জন্য রবিবার কলেজপাড়ার হরেকৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্কুল এলাকার বাসিন্দারা মাটি সমেত ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটকে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরেও পুরসভা বা মাটির দায়িত্বে থাকা এজেন্সির লোকজন না আসায় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে সব ট্রলির মাটিই ফের এদিন পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

গোটা ঘটনার বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান বা এলাকার কাউন্সিলারের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ফালাকাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী বলেন, ‘কোথাকার মাটি কোথায় নেওয়া হচ্ছে তা আমি জানি না। এবিষয়ে আমাকে চেয়ারম্যান কিছু জানাননি। তাই অহেতুক মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণের কথায়, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিলাম এলাকায় থাকা স্কুলের মাঠটি নীচু। সেখানে অল্প বৃষ্টিতে জল দাঁড়িয়ে যায়। তাই মাটি দিয়ে স্কুল মাঠ ভরাট করা হোক। জানতে পারি আমাদের এলাকার পুকুর থেকেই মাটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিন সবাই মিলেই দাবি করি ওই মাটি দিয়েই স্কুলের নীচু জমি ভরাট করা হোক। তাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিগুলি আটকে রাখা হয়েছিল।’ কলেজপাড়া হরেকৃষ্ণনগর প্রাথমিক স্কুলটি অনেক পুরোনো। এই স্কুলের মাঠটি রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচু। অল্প বৃষ্টিতেই মাঠে জল ভরে যায়। জলে পড়ুয়ারা পরে গেলে বড় বিপদও ঘটতে পারে। তাই বাসিন্দাদের দাবি ছিল পুরসভা এই স্কুলের মাঠে মাটি ফেলে ভরাট করুক। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি করে আসছেন এলাকার বাসিন্দা সহ অভিভাবকরা। দাবি পূরণ না হলেও বাসিন্দারা জানতে পারেন তাঁদের এলাকাতেই একটি সরকারি পুকুর সংস্কার করছে পুরসভা। তার মাটি তুলে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ফেলছে। অভিযোগ, পুরসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশে এসডব্লিউএম প্রকল্পের এজেন্সি ওই মাটি নিচ্ছে। এর জন্য কোনও রয়্যালটি কাটেনি এজেন্সি। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা। তাঁরা দাবি তোলেন, তাঁদের এলাকার পুকুরের মাটি তাঁদের স্কুলের মাঠে ফেলতে হবে। না হলে এই মাটি অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে দেবেন না তাঁরা। স্কুলের মাঠে এদিন ৮ থেকে ১০টি মাটি ভর্তি ট্রলি আটকে রাখা হয়। বাসিন্দারা কাউন্সিলার এবং এসডব্লিউএম প্রকল্পের এজেন্সিকেও জানান। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও কেউ আসেননি।

মাটি সমেত এই ট্র্যাক্টর-ট্রলিগুলি আটকে রাখেন বাসিন্দারা।

> জানতে পারি আমাদের এলাকার পুকুর থেকেই মাটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদিন সবাই মিলেই দাবি করি ওই মাটি দিয়েই স্কুলের নীচু জমি ভরাট করা হোক। তাই ট্র্যাক্টর-ট্রলিগুলি আটকে রাখা হয়েছিল।
>
> – স্থানীয় বাসিন্দা

আলিপুরদুয়ারে স্বস্তি ফেরাল একপশলা বৃষ্টি

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : সকাল থেকে আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখা যায়নি। কিন্তু বেলা বাড়তেই আকাশ ক্রমেই ঘন কালো মেঘে ঢেকে থাকতে দেখা যায়। দুপুরের দিকে আবহাওয়া একেবারে পালটে যায়। মেঘের গর্জনের সঙ্গে একপশলা বৃষ্টি যেন গরমের হাত থেকে রেহাই দেয় শহরবাসীকে। কিন্তু সেই বৃষ্টি স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। মিনিট দশেকের মধ্যেই শেষ। তবে গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে গরম পড়েছিল, তার থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন শহরবাসী। রবিবার দুপুর নাগাদ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হওয়ার পর আবহাওয়া পালটে যায়।

রবিবার আচমকা এই বৃষ্টিতে স্বস্তি পেলেও অনেকে বিপাকে পড়েন। রাস্তায় নানা কাজে এসেছিলেন যাঁরা, তাঁরা আশ্রয় নেন দোকানে দোকানে। তাতে একটু সমস্যা হলেও গরম কমায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা খুশি। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন সহেলি বর্মন। বললেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে বেশ গরম পড়েছে, তাই কয়েক মিনিটের বৃষ্টি কিছুটা হলেও স্বস্তি দিল।’

বৃষ্টির পরেই অবশ্য আকাশে ‘সূর্যিমামা’র দেখা মেলে। তবে বৃষ্টির পরের শীতলতা খানিকটা হলেও বজায় থাকে সন্ধে পর্যন্ত। এই বিষয়ে আবহাওয়াবিদ পীযূষকান্তি বসু বলেন, ‘প্রতি বছর এপ্রিল মাসের এরকম সময়ে গরমের তারতম্য থাকে, কখনও কম, কখনও বেশি। এই মাসের বাকি দিনগুলিতে তাপমাত্রা আরও বাড়বে। রবিবার ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ছিল।’

এদিন রবিবার থাকায় শহরের দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ ছিল। আবার বৃষ্টি যখন পড়া শুরু হয়, তখন রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। অনেককেই দেখা যায় বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে। শহরের একটি দোকানে চা খাচ্ছিলেন সুমন মজুমদার। তাঁর কথায়, ‘প্রতিবার এপ্রিল মাসের এই সময় যতটা গরম পড়ে সেরকম গরম না পড়লেও খুব কম কিছুও পড়েনি। এর মধ্যে এদিন প্রায় মিনিট দশেকের বৃষ্টিতে সেই গরম কিছুটা হলেও কম মনে হয়েছে। বয়স হয়েছে, গরমে ভীষণ কষ্ট হয়। তাই এই বৃষ্টি তো আমি বেশ ভালোই উপভোগ করলাম।’

বৃষ্টির পর অবশ্য শহরের অলিগলির নানা জায়গায় কাদার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয় বাসিন্দাদের। কিন্তু সেসবই যেন গরম সহ্য করার চেয়ে অনেক ‘ভালো’, এমনই মনে করছেন শহরবাসীর একাংশ। ছুটির দুপুরে এমন আরামদায়ক আবহাওয়া চুটিয়ে উপভোগ করেন সকলে।

হঠাৎ বৃষ্টি। আলিপুরদুয়ারে রবিবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

রবিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০

সম্প্রীতির বার্তা

বীরপাড়া, ২০ এপ্রিল : কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নামে একটি সংগঠনের ফালাকাটা ব্লক কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শচীন্দ্রনাথ বর্মন ১১ এপ্রিল শিবনাথপুরের বাসভবনে প্রয়াত হন। তিনি আজীবন পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন বলে জানান সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি সুভাষ রায়। আন্দোলন করায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা এবং বন্দি করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ সুভাষের। রবিবার শিবনাথপুরে প্রয়াত নেতার স্মরণসভা করে সংগঠনটি। প্রয়াত শচীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ মেনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেন বক্তারা। জেলা সহ সভাপতি বলেন, ‘শচীন্দ্রনাথবাবু নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে চলতেন। আমরাও সেই পথ অনুসরণ করছি।’ জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র রায় বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষাভাষী নস্যশেখ মুসলিমদের সঙ্গে রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং খাদ্যাভ্যাসের মিল রয়েছে।’

একই বক্তব্য সংগঠনের ফালাকাটার ব্লক সভাপতি নারায়ণ রায়, সদস্য অজিত অধিকারী, রফিকুল ইসলামদের। এদিন সংগঠনের নেতারা আক্ষেপ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও শচীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়ায়নি।

দমকল সপ্তাহ

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের একটি শপিং মলে দমকলকর্মীরা আধ ঘণ্টার একটি প্রদর্শনী করেন। সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ ভাস্কর রায় বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা কখনও আগে থেকে বলে আসে না। তাই মানুষকে সচেতন করাটাই এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব। প্রাথমিক নিরাপত্তার ধারণাটুকু থাকলেও অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।’ জেলা দমকল বিভাগ অগ্নিনির্বাপণ সপ্তাহ পালন করল। সপ্তাহজুড়ে জেলার ছয়টি দমকলকেন্দ্র একযোগে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সচেতনতা শিবির ও প্রদর্শনী করেছে।

পরিকল্পনার অভাবে পড়েই ২১ বিঘা জমি

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : প্রায় ১৪ বছর আগে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সলসলাবাড়ি এলাকার পুঁটিমারিতে একটি জমি কিনেছিল পুরসভা। সেই জমি মূলত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্যই কেনা হয়েছিল। পরিকল্পনার অভাবে আজ পর্যন্ত সেই জমিতে কিছু করা হয়ে ওঠেনি। ২১ বিঘা সেই জমি এখন পরিত্যক্ত। সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ার কথা ছিল, কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পরে পুরসভাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। জমিটি কেনা হয়েছিল ২০১০ সাল নাগাদ।

রবিবার সলসলাবাড়ির সেই এলাকায় গদাধর নদীর পাশেই রয়েছে জমিটি। চারদিকে গাছ ও জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। নদীর কাছেও খানিকটা জমি রয়েছে। তবে স্থানীয়দের আশঙ্কা, গদাধর নদী যেহেতু ভাঙনপ্রবণ তাই বর্ষাকালে জমির অনেকটাই নদীর গ্রাসে চলে যেতে পারে। এই জমিতে ঢোকার রাস্তাও এবড়োখেবড়ো। স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, বহু বছর ধরে জমিটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সেখানে একটি স্কুল বা কলেজ করা গেলে অনেকের লাভ হত।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই জায়গাটিকে অনেকবার অনেক সংস্থাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু এখনও সেই জায়গাটিকে ঠিক কী কাজে লাগানো হবে সেই বিষয়ে কোনওকিছু ঠিক করতে পারেনি পুরসভা। পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘পুরসভার তরফে বহুদিন আগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য জমি কেনা হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিটিকে পুরসভা আজ পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনার অভাবের কারণে কিছু করে উঠতে পারেনি। জায়গাটি নষ্ট হচ্ছে, তার সঙ্গে সরকারি অর্থও অপচয় করা হচ্ছে।’

তাঁর সংযোজন, ‘কংগ্রেসের পর বর্তমানে পুরবোর্ড শাসকদলের, কিন্তু তারা কেন এখনও পর্যন্ত সেই জমিটিকে নিয়ে কোনও পরিকল্পনা করেনি তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না।’ ২০১০ সালে কংগ্রেসের পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি শাসকদলের টাউন ব্লক সভাপতি ও কাউন্সিলার। দীপ্তর কথায়, ‘১ লক্ষ টাকা প্রতি বিঘা দরে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই সময় জমি কেনা হয়েছিল। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজের জন্যই সেই জমিটি কেনা হয়েছিল পুরসভার তরফে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অনিচ্ছা ও আপত্তির জেরে সেই সময় পিছিয়ে আসতে হয়েছিল আমাদের।’ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বললেন, ‘জমিটি বিভিন্ন সংস্থাকে দেখানো হচ্ছে। সেখানে একাধিক প্রোজেক্ট করা হবে।’ তবে এই জমিতে কী কাজ হবে, কোন প্রোজেক্ট হবে কোনওকিছু নিয়েই ঠিকঠাক বলতে পারছে না পুরসভা।

মা-বাবাকে পেল শিশুকন্যা

জয়গাঁ, ২০ এপ্রিল : রবিবার দুপুরে জয়গাঁর গুয়াবাড়ির ডালডাবাড়ি ময়দানে একটি বছর সাতেকের মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় তরুণের দল। দেখেই তাদের সন্দেহ হয়, মেয়েটি হয়তো পথ ভুলে এসেছে। মেয়েটিকে এরপর গুয়াবাড়ি চৌপথিতে নিয়ে আসেন তরুণরা। বারবার নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলছিল গুয়াবাড়ির কথা। মেয়েটি এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে সে নিজের নামটুকুও ঠিকঠাক বলতে পারছিল না। তরুণদের মধ্যে সাইদুল আলি গুয়াবাড়ি চৌপথিতে মেয়েটিকে নিয়ে এসে বিষয়টি সকলকে জানান। এরপর বিকেলে সৈয়দ আলি মেয়ের খবর শুনে চৌপথিতে আসেন। দেখেই তাঁর চোখে জল। সৈয়দ বলেন, ‘দুপুরে মেয়েকে খাইয়ে দেওয়ার পর ওর মা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন কোন ফাঁকে মেয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে তা বুঝতে পারিনি কেউ। অনেক জায়গায় খোঁজ করেও পাইনি। পরে চৌপথিতে এসে মেয়েকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।’ সেই তরুণকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সাপ্তাহিক বন্ধ

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : ২০১৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আলিপুরদুয়ার নর্থ পয়েন্ট ব্যবসা সমিতি ১১ বছর পর আবার কাজে ফিরল। রবিবার হল তার সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এলাকার সমস্ত দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকবে।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত পাল বলেন, ‘ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। তবে এটি কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলবে।’ ব্যবসায়িক ঐক্য ও সামঞ্জস্য ফেরাতে এই উদ্যোগে আশাবাদী এলাকাবাসী।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আলিপুরদুয়ারে সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, ২০২৫

পথে সিগারেট নামিয়ে ব্যবসা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২০ এপ্রিল : দেখতে হুবহু একইরকম। কারও সন্দেহ হওয়ার জো নেই। সেই সুযোগে এদেশের বাজারে দেদারে বিকোচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভুটানে বিক্রির জন্য পাঠানো সিগারেট। এতে ধূমপায়ী বা বেশিরভাগ খুচরো বিক্রেতার তেমন কোনও লাভ হচ্ছে না।

তবে মোটা অঙ্কের মুনাফা গুনছেন একশ্রেণির স্টকিস্ট এবং পাইকারি ব্যবসায়ী। আর এক ধাক্কায় প্রচুর পরিমাণ ভুটানি সিগারেট বাজারে এলে দিশেহারা হতে হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা নির্দিষ্ট কর মিটিয়ে এদেশের সিগারেট মজুত করছেন। ভুটান সংলগ্ন হাসিমারা, জয়গাঁ, বীরপাড়া থেকে ধূপগুড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এই কারবার।

এদেশের সরকার এবং ক্রেতাদের ফাঁকি দেওয়ার এই ব্যবসা শুরু হয় ভুটানের মাটি থেকেই। সেখানে বসেই বিরাট অঙ্কের সিগারেটের অর্ডার দেওয়া হয় ভারতের সংস্থাগুলোর কাছে। ভুটানের বাজারে বিক্রি হবে বলে এদেশের প্রযোজ্য কর তাতে বলবৎ হয় না। সিগারেটের ওপর এদেশে জিএসটি সহ পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কর প্রযোজ্য থাকলেও সেসব কার্যকর হয় না। ভুটানের নাম করলেও শেষপর্যন্ত সেই সিগারেট অবশ্য ভুটানের মাটিতে পৌঁছায় না। দু'দেশের সীমান্তের কাছাকাছি সুবিধাজনক কোনও জায়গায় গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে ওদেশের মাটিতে সিগারেটের ওপর যে কর প্রযোজ্য, সেটাও আর দিতে হয় না। দুই দেশের সরকার প্রাপ্য কর বাবদ মোটা টাকা না পেলেও সিগারেট পেয়ে যায় চক্রের পান্ডারা। আর এই কারবার যাতে ধরা না পড়ে, সেজন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে মাসোহারার ব্যবস্থা করা থাকে। এভাবে এককে প্যাকেট সিগারেটে ১০-১৫ টাকা মুনাফা করে। কার্টনের পর কার্টন সিগারেটের ক্ষেত্রে এই টাকার অঙ্কটা তো বিশাল।

> খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা বা ধরা যাবে না। ফারাক শুধু পাইকারি দামে। এদেশের হিসেবে আমরা এক প্যাকেটে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা মুনাফা করি। আর ভুটানের সিগারেট বেচলে লাভ হয় অন্তত ১০ টাকা। ভুটানের সিগারেট যারা পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে পারছি না।
>
> **পাইকারি সিগারেট ব্যবসায়ী**

আর এরফলে সবার অজান্তেই ডুয়ার্সের বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে ভুটানে বিক্রি হওয়া সিগারেট। এই চক্রের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত ধূপগুড়ির এক পাইকারি সিগারেট ব্যবসায়ীর কথায়, 'খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা বা ধরা যাবে না। ফারাক শুধু পাইকারি দামে। এদেশের হিসেবে আমরা এক প্যাকেটে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা মুনাফা করি। আর ভুটানের সিগারেট বেচলে লাভ হয় অন্তত ১০ টাকা। ভুটানের সিগারেট যারা পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে পারছি না।'

খালি চোখে দেখে বোঝার বা প্রমাণ করার উপায় নেই যে সিগারেট এদেশের না ভুটানের। এসব ক্ষেত্রে লেনদেন হয় পুরোপুরি নগদে। দীর্ঘদিন পাইকারি সিগারেট ব্যবসায় জড়িত এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কথায়, 'মার্কেটে মারাত্মক সস্তায় বিক্রি শুরু হলে টের পাই ভুটানের উদ্দেশে পাঠানো সিগারেট স্থানীয় বাজারে ঢুকেছে। এই চক্র খুবই সংগঠিত। তাই কখন, কার মাধ্যমে বাজারে তা আসবে আগেভাগে টের পাওয়া মুশকিল।'

এই কারবার নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ সেভাবে মুখ খুলতে চান না। আর খোলাবাজারে এর প্রভাব পড়ে না বলে এনিয়ে সেভাবে শোরগোলও হয় না। অভিযোগ হয় না বলে পুলিশও মাথা ঘামায় না। এসবের সুযোগে ভুটানে যাওয়ার পথে রওনা দিয়ে বহালতবিয়তে এদেশে ঢুকে পড়ে কার্টনের পর কার্টন সিগারেট।

বাংলাদেশে ফেরার পথে গ্রেপ্তার পাঁচ

অনুপ্রবেশের পর ৮ মাস শ্রমিকের কাজ বিহারে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : প্রতিবেশী দেশে কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসতেই অনুপ্রবেশকারীদের হিড়িক লেগেছে বাংলাদেশে ফেরার। আর নিজের দেশে ফিরতে গিয়েই উত্তর দিনাজপুরে ভারতের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। শনিবার সন্ধ্যায় এমনই পাঁচজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতেনাতে ধরলেন কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা।

উল্লেখ্য, কালিয়াগঞ্জের দক্ষিণে অনন্তপুর এবং পূর্বে রাধিকাপুরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কাঁটাতার যুক্ত ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে রাধিকাপুরের বাসিন্দারা ভয়ে ভয়ে জানালেন, গত বছর অগাস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতেই প্রাণের ভয়ে প্রচুর মানুষ চোরাগোপ্তায় কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। সেই সময় শুধুমাত্র রাধিকাপুর এলাকার বর্ডার দিয়েই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়েন। তারপর থেকে ভারতে বসে নজর রাখছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর।শনিবার ধৃত ৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা বিহারে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। বাংলাদেশ ফেরার পথে তাঁদের চকসিবানন্দ এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ আটক করে। রাতেই ধৃতদের কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন বিএসএফ কর্তারা।

উদ্বেগ যেখানে

- অনুপ্রবেশকারীদের হিড়িক লেগেছে বাংলাদেশে ফেরার
- বাংলাদেশ ফেরার পথে পাঁচজনকে চকসিবানন্দ এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ আটক করে
- রাতেই ধৃতদের কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন তাঁরা

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পরিবারও রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে, তাঁরা বিহারে শ্রমিকের কাজ করতে আট মাস আগে ভারতে ঢুকেছিলেন চোরাপথে।'

কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম চিত্র দেবশর্মা (৩৯)। এছাড়াও ধরা পড়েছেন চিত্রের স্ত্রী নমিতা বালা (৩৩) এবং চিত্রের ছেলে দিপু দেবশর্মা (১৮)। প্রত্যেকেরই বাড়ি দিনাজপুর জেলার বোঁচাগঞ্জ এলাকায়। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিনাজপুর জেলার চাপাডাঙ্গির বাসিন্দা আশানন্দ রায় (৩০) এবং বিরোল এলাকার বিনয় রায়কে (১৮)। রবিবার সকালে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রাধিকাপুরের এক বিজেপি নেতা বলেন, 'গত বছর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতেই প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বাঁচার তাগিদে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে এপাড়ে এসেছিলেন। সে সময় ভারতের বেশ কিছু দালাল লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন।'

কালিয়াগঞ্জের বিজেপি নেতা উত্তম রায়ের মন্তব্য, 'সেই সময় প্রচুর বাংলাদেশি প্রাণের ভয়ে এপারে এসেছিলেন। আজও দু'একজন করে অনুপ্রবেশ করছে।' বিএসএফ তাহলে কি করছে? জবাবে উত্তমের জবাব, 'চোখে পড়লে বিএসএফ ধরছে।'

অশান্তিতে ফালাকাটার ভিডিও

প্রথম পাতার পর

সেটা আসলে মার্চ মাসে ফালাকাটায় ঘটেছে।

ফালাকাটায় কী ঘটেছিল? বিহারের বাসিন্দা দুই হিন্দু ব্যক্তি, ফেজ টুপি পরা-এসব 'তথ্য' ঠিকই রয়েছে। তবে সেই দুজন আদতে দিনমজুর। আর ফালাকাটায় সেই দুজন এসেছিলেন ইদের আগে ভিক্ষা করে কিছু উপার্জনের আশায়। স্থানীয় পুলিশও এমন ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

ক্যুইন্ট জানিয়েছে, এই সত্য খুঁজে বের করতে তারা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। প্রথমে ভিডিওটিকে একাধিক স্ক্রিনশটে ভেঙে নিয়েছে। তারপর সেই ছবিগুলি ধরে ধরে গুগলে গিয়ে 'রিভার্স ইমেজ সার্চ' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। আর তার ফলে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসেই এই ভিডিও ফেসবুকে একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল।

সেসব পোস্টেই জানানো হয়েছিল যে, তাঁরা বিহারের বাসিন্দা, ফেজ টুপি পরে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন ইত্যাদি।বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের যুগে ভুয়ো খবর, ভুয়ো ছবি বা ভুয়ো তথ্য প্রচারের প্রবণতা নতুন কিছু নয়। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতেই মোথাবাড়ির যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসময় তো বাংলাদেশের গতবছরের অশান্তির সময়কার ছবিও পোস্ট করে মোথাবাড়ির ঘটনা বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাবা-ছেলে খুনে চোপড়ায় ধৃত তরুণ

প্রথম পাতার পর

তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

দু'দিনের মধ্যে কাজও খুঁজে নিয়েছিল। ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে ভাঙাচোরা লোহার সামগ্রী কেনার ব্যবসা করেন সেখানকার এক ব্যক্তি। সেই ব্যবসায়ী জিয়াউলকে কাজ দেন। ওই ব্যবসায়ীর ছেলে রোহিত আলি বলছেন, 'শনিবার দুটি গাড়িতে করে কাঁচাকালী এলাকা থেকে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র নিয়ে ওরা ফিরছিল। সামনের গাড়িতে জিয়াউল ছিল। পথে কালাগছ বাজারের মোড় থেকে জিয়াউলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে।' কোথাকার পুলিশ, কী কারণেই বা তাকে ধরেছে এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানতে পারেননি বলে দাবি রোহিতের। তবে জিয়াউলকে তাঁরা আগে থেকে চিনতেন। রোহিত আরও বলেন, 'জিয়াউল আগে এলাকায় অনেকদিন কাজ করেছিল। এবার প্রায় ১০ বছর পর দু'দিন আগে এসে কাজ খুঁজছিল। পুরোনো পরিচিতির সুবাদে তাকে কাজে নেওয়া হয়েছিল।'

'অতিথি' ১৭টি হাতি, চাপে বনকর্মীরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২০ এপ্রিল : শনিবার রাতে মাদারিহাট রেঞ্জের খয়েরবাড়ি ফরেস্টের উত্তর খয়েরবাড়ি বিট এলাকা থেকে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি বিট এলাকায় ১৭টি হাতির পাল গিয়েছে। ওই পালটি বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তর খয়েরবাড়িতে ছিল। প্রতি রাতে হানা দিয়ে বন সংলগ্ন এলাকায় চাষ করা ভুট্টা, কুমড়ো সাবাড় করছিল। হাতিগুলি চলে যাওয়ায় উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

এদিকে, দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বার চাপ বেড়েছে। কারণ, প্রথম রাতেই হাতিগুলি পূর্ব ঝাড় বেলতলির প্রায় দেড় বিঘা জমির ভুট্টা সাবাড় করেছে।হাতির হানায় ননীগোপাল দাস, খগেন বর্মন, দীপঙ্কর সরকার ও সুকান্ত দাসের ভুট্টাখেতগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বা রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাখেত পরিদর্শন করেন। তিনি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কৃষকদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ননীগোপাল সাতপুকুরিয়া বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য। ননীগোপাল বলেন, 'কয়েকদিন ধরে এলাকায় একটি দলছুট হাতি হানা দিচ্ছিল। কিন্তু একপাল হাতি এসেছে জানতাম না। ফসলের খেতে হাতি হানা দিলে সাধারণত প্রথমে আমরা তাড়াতে যাই, কারণ বনকর্মীদের সংখ্যা কম। কিন্তু শনিবার রাতে হাতি হানা দিলেও টের পাইনি। এদিন সকালে দেখি ভুট্টাখেত তছনছ হয়ে গিয়েছে।'

পূর্ব ঝাড় বেলতলিতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাখেত।

খয়েরবাড়ি জঙ্গলের চারদিকে মাদারিহাট, বীরপাড়া ও ফালাকাটার লোকালয়। সারা বছর গ্রামগুলিতে হাতির হানা লেগেই রয়েছে। খয়েরবাড়ি জঙ্গলে সাধারণত দলছুট হাতি এবং দু'-চারটি মালজুরিয়ান গ্রুপ ছাড়া হাতির বড় পাল স্থায়ীভাবে থাকে না। অন্য বন থেকে অতিথির মতো খয়েরবাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকে। ফের অন্য বনে চলে যায়। সম্প্রতি খয়েরবাড়িতে আসা ওই ১৭টি হাতি নেপালের বলে গ্রামবাসীর সন্দেহ। তাঁরা জানান, পূর্ণবয়স্ক হলেও হাতিগুলি ছোট আকারের। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বার কথায়, 'হাতিগুলি কতদিন থাকবে তা বলা সম্ভব নয়। রাতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।'

ব্রাউন সুগার সহ আটক দুই

জয়গাঁ, ২০ এপ্রিল : রবিবার রাতে জয়গাঁ গুয়াবাড়ি এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে আটক করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুজন সীমান্ত শহর ও তার আশপাশে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা একজন ১৪ ও আরেকজন ১৮ বছর বয়সি। তাদের বাড়ি গুয়াবাড়িতে। এদিন বিকেলে তারা প্যাকেট করে ব্রাউন সুগার এলাকায় বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীরা পুলিশে খবর দেন।

ওই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না তার তদন্ত করা হচ্ছে।

ভাড়ার তালিকা থাকবে টোটোয়

প্রথম পাতার পর

অভিযোগও সামনে এসেছে। এইসব কারণে নাগরিকদের মধ্যে টোটোচালকদের নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল। ক্ষোভের আঁচ পৌঁছে যায় ফালাকাটা থানার কাছেও। আইসি অভিষেক এবং ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমানের নেতৃত্বে এদিন টোটো ইউনিয়ন এবং চালকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, যে রুট টোটোর জন্য নির্দিষ্ট করা থাকবে, চালককে সেই এলাকার যাত্রী পরিবহণ করতেই হবে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে টোটোর মধ্যে থানার ফোন নম্বর লিখে রাখতে হবে। টোটোয় চারজনের বেশি যাত্রী কোনওমতেই তোলা যাবে না। ১৮ বছরের নীচে কাউকে টোটো চালাতে দেওয়া হবে না। দ্রুত টোটো ইউনিয়নগুলিকে ভাড়ার তালিকা তৈরি করে থানায় জমা করতে হবে। আগামী ১ মে'র মধ্যেই নির্দেশ পালন করতে হবে।

এর পর পুলিশের নির্দেশ অমান্য করলেই ধরপাকড় সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইএনটিটিইউসি'র ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'যাত্রীভাড়া, রুট ঠিক করা এবং পরিচয়পত্র জমা সহ বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। আমরা যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুলিশের সব ধরনের নির্দেশই মেনে চলব।'

শহরের টোটোচালক পঙ্কজ সূত্রধর বলেন, 'টোটো চালিয়েই সংসার চালাই। যাত্রীদের সুরক্ষার দিকটিও মাথায় রাখি। তবে এক-দুজন চালকের জন্য বাকি টোটোচালকদের অনেক সময় দুর্নাম হয়। এর জন্য পুলিশ যে নির্দেশ দিয়েছে আমরা পালন করব।'

পুলিশের এমন নির্দেশে খুশি নাগরিকরা। ফালাকাটার প্রবীণ নাগরিক দিলীপ দেব বলেন, 'শহরের যানজটের অন্যতম কারণ টোটো।

তবে এটাও মানতে হবে অনেক শিক্ষিত ছেলেও টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছে। এদিন পুলিশ চালকদের উদ্দেশে যে নির্দেশ দিয়েছে তা সদর্থক। আমরা খুশি।'

জুয়ায় খরচ

প্রথম পাতার পর

রেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার আরেক অভিভাবকের কথায়, 'স্থানীয়দের অনেকেই আমার ছেলেকে ওয়ান ডিজিটের আসরে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া ছেলে আজকাল সময়-অসময়ে টাকার বায়না করছে। এসব জায়গায় যাতে পড়ুয়ারা যেতে না পারে, তার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' তবে অভিযোগ আসার পরেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। কোথায় কোথায় ওয়ান ডিজিটের আসর বসছে, পড়ুয়ারা সেখানে যাচ্ছে কি না, সেসব নিয়ে নজরদারি চালাবে পুলিশ।

প্লাস্টিক বেচে আঠা শুঁকছে পথশিশুরা

প্রথম পাতার পর

বড় হয়েও নেশার কবল থেকে মুক্তি পায় না। পরে নেশার টাকা জোগাড় করতে চুরিও করে।'

বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তথা শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য কর্মাধ্যক্ষ শিউলি চক্রবর্তীও জানেন সমস্যার কথা। বলছিলেন, 'বীরপাড়ায় ৩০-৩৫টি পথশিশু রয়েছে। ওরা শৈশবেই নেশার কবলে পড়েছে। স্কুলে যায় না। ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কষ্ট হয়। একাধিকবার প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টি তুলেছিলাম। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাইনি।'

ওই পথশিশুদের সরকারি হোমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু হোমে নিয়ে যাওয়াটা জটিল ব্যাপার। এক্ষেত্রে ওদের বাবা-মায়েদের সহযোগিতাও পাওয়া যাচ্ছে না।

সকাল হলেই বেসরকারি-সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের কেউ হেঁটে, কেউ সাইকেলে, কেউ বাসে বা গাড়িতে চেপে স্কুলে যায়। আর ওই পথশিশুরা বস্তা নিয়ে যায় আবর্জনা ঘাঁটতে। আবর্জনার স্তূপই ওদের নেশা করার রসদ জোগায়।

লড়াইয়ের ডাকে

প্রথম পাতার পর

সমাবেশের সাফল্য কামনা করে বিবৃতি দেন। সেলিম অবশ্য দাবি করেন, 'এই ব্রিগেড কাঁপন ধরাবে।'

সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহুর মুখে ছিল সিপিএমের চিরাচরিত বক্তব্যের চর্বিতচর্বণ। তিনি বলেন, 'বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি শ্রমিক, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মেহনতি মানুষের জীবনে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মুর্শিদাবাদ, সামশেরগঞ্জে দাঙ্গা পরিস্থিতি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য ভেঙে ফেলেছে। রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলছে।' বন্যা বলেন, 'লক্ষ্মীদের সম্মান থাকে না, তাদের আবার ভাণ্ডার কী? মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, তারপর টাকা ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

ভাতের লড়াই

প্রথম পাতার পর

আহত হয়েছিলেন আরও ৪১ জন।

'পাঁচ শহীদের তাজা খুনে লাল সাগর-দীঘির জল/ তখন তোমার দুচোখে আগুন কিন্তু অচঞ্চল/ সেদিন বুঝেছি তোমার বুকে কি শাণিত অঙ্গীকার/ অভিনন্দন তোমাকে, কোচবিহার।' কোন এক নাম না জানা কবির কবিতায় এইভাবে ধরা পড়েছিল সেদিনের রক্তঝরা দিনের কথা। বিগত ৭৪ বছরে জাতিসত্তার প্রশ্নে বহুবার উত্তাল হয়েছে কোচবিহার। যদিও রুটিরুজির লড়াই আর সেভাবে গড়ে উঠতে দেখেনি ওই এলাকার মানুষ। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের জীবন-জীবিকার সামগ্রিক মান অনেকটাই বেড়েছে এই জেলায় বা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র উত্তরবঙ্গে। কিন্তু সেই উন্নয়ন কি এতটাই বেশি যে, সেদিনের 'দুচোখে আগুন' আর 'শাণিত অঙ্গীকার' একেবারে শান্ত সমাহিত হয়ে গিয়েছে? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গেলে কিন্তু এক অন্য বাস্তব আমাদের চোখে পড়বে। সেদিন খাদ্যের জন্য গুলি খেয়েছিল নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারের মানুষজন। আজ খাদ্যের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করতে করতে কুড়িতলা থেকে পড়ে মারা যাচ্ছে উত্তরের তরুণরা। সময় বদলেছে, বদলেছে খাদ্যের চাহিদার ধরন আর খাদ্যের জন্য মরণ।

উত্তরের অর্থকরী ফসল পাট বা তামাক চাষ গত সাত দশকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে গোটা উত্তরবঙ্গের একটা অন্যতম কর্মসংস্থানের জায়গা ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, যার স্থায়ী কর্মীসংখ্যা এখন তার অনুমোদিত পদের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের অবস্থা ডুবন্ত নৌকার মতো। উত্তরের পর্যটনশিল্পের মুনাফা লুটে নিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বিনিয়োগকারীরা। দিশা দেখানোর মতো এমন কোনও শিল্প এখনও উত্তরে গড়ে ওঠেনি। এই সবের পরিণাম কোচবিহার থেকে মালদার অসংখ্য তরুণ-তরুণীর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে জীবন নির্বাহের লড়াই। প্রশ্ন এখানেই, এতসবের পরেও শুধুমাত্র জাতপাতের প্রশ্নের বাইরে উত্তরবঙ্গজুড়ে জীবন-জীবিকার আন্দোলন কোথায়?

কোচবিহারে ১৯৫১-র খাদ্য আন্দোলনের উপর যেমন গুলি চলেছিল, ১৯৫৫-তে তো ঠিক তেমনি গুলি চলেছিল মার্গারেট হোপ চা বাগানে। ভারতবর্ষ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছিল। তখনই উত্তরবঙ্গের এইসব অঞ্চল থেকেই তো প্রথম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল দেশ। সমতলের কোচবিহারের মতো উত্তরের পাহাড়েও গত ৭০ বছরে জাতিসত্তার বাইরে সিকিভাগও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের প্রশ্নে আন্দোলন আমরা দেখিনি। আমাদের দুর্ভাগ্য, নকশাল, তেভাগা আন্দোলন গোটা বাংলার উত্তরভূমিকে একসঙ্গে আলোড়িত করতে পারেনি।

কোচবিহার হোক বা দার্জিলিং, বা তরাই ডুয়ার্সের চা বাগানের আদিবাসীরা, জাতিসত্তার আন্দোলনকে হয়তো সামাজিক বঞ্চনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বঞ্চনা মেটানোরও আন্দোলন ভেবে এসেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পরিচিতিসত্তার আন্দোলনগুলোর পেছনে সেরকমভাবে কোনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা বা দাবিসনদ আন্দোলনকারীরা এখনও অবধি তুলে ধরতে পারেননি। আসলে প্রায়োজনটাও হয়নি। জাতপাতের অঙ্কের বিভাজন রাজনৈতিক সমীকরণে লাভ দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে। উত্তরের রাজবংশী বা আদিবাসীরা দীর্ঘদিন বামেদের ভরসাযোগ্য ভোটব্যাংক ছিল। কামতাপুরি বা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সেই ভোটব্যাংকে চিড় ধরায়। যার সুফল তৃণমূল কংগ্রেস নিয়েছিল ২০১১ বা তার পরবর্তী কিছু সময়।

খুব দ্রুত সেই রাজনৈতিক সমীকরণেও বদল আসছে। গত কয়েক বছরে আরএসএস চা বাগান এলাকা থেকে আদিবাসী জনসমাজে নিবিড় যোগসূত্র সংগঠিত করেছে। প্যান-হিন্দু আইডেন্টিটি একসূত্রে গেঁথেছে গোর্খা, রাজবংশী-কামতাপুরি আর চা বাগানের আদিবাসীদের। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু মানুষরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গোটা উত্তরজুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটার রাশও একেবারেই আলগা হয়ে গিয়েছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের উত্তরাধিকার কার্যত হারিয়ে গিয়েছে। একটা সামগ্রিক সহাবস্থানের ভূখণ্ড এখন প্রকৃত অর্থেই খণ্ড খণ্ড জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। উত্তরের যুবসমাজ এখন পরিযায়ী শ্রমিক। দিল্লির ইটভাটা বা কেরলের বহুতলেই তাদের জীবন-জীবিকার মূল লড়াই। তাই তাদের ব্যবহার করে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা লুটছে কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সেই নেতাদের উপর ভাতের লড়াইয়ের কোনও চাপ কোনও জনগোষ্ঠী থেকেই আসছে না।

টুকরো খবর

প্রতিবাদ মিছিল

কালচিনি, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে হিন্দু নিপীড়নের অভিযোগে রবিবার কালচিনিতে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল বের করল বিজেপি। মিছিলটি রাঙ্গামাটি রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। সেখানে একটি পথসভাও করা হয়। মিছিল ও পথসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা প্রমুখ।

মহাসম্মেলন

বারবিশা, ২০ এপ্রিল : রবিবার বারবিশা হাইস্কুলে প্রাঙ্গণে শুরু হল মহৎ সন্ত মহাসম্মেলন। প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারীজ ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবিশা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলন টানা তিনদিন চলবে। সকালে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়। শ্বেতশুভ্র পোশাকে শোভাযাত্রায় পা মেলান ব্রহ্মাকুমার ও কুমারী সহ সৎসঙ্গীরা। মহাসম্মেলনে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বরা ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেন।

গ্রাম চলো

সোনাপুর, ২০ এপ্রিল : রবিবার চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে গ্রাম চলো অভিযান করা হয়। এদিন দক্ষিণ সোনাপুর ১২/৫৪ নম্বর বুথে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বিজেপির নেতা-কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে খোঁজখবর করেন। এছাড়াও দক্ষিণ সোনাপুর শিশু নিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ পরিষ্কার করা হয়। ছিলেন বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সাধন সাহা, জেলা কিষান মোর্চা সাধারণ সম্পাদক সুবোধ রায়।

ঝুলন্ত দেহ

কালচিনি, ২০ এপ্রিল : রবিবার কালচিনি চা বাগানের মসজিদ লাইনের বাসিন্দা মুস্তাবিন আনসারিকে (২০) বাগানের ছায়াগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসুস্থের পাশে

শামুকতলা, ২০ এপ্রিল : বিজেপির শামুকতলা অঞ্চলের সক্রিয় কর্মী ক্ষিতীশ বর্মন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। রবিবার তাঁকে দেখতে যান কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। ক্ষিতীশের শারীরিক খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি পাশে থাকার বার্তা দেন বিধায়ক। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় ছেত্রী, বিজেপি নেতা রিন্টু গুণ ও মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ।

নর্দমা পরিষ্কারের সূচনায় হাসির রোল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ এপ্রিল : দুপুরের চড়া রোডে তখন হাঁসফাঁস অবস্থা। কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ড চৌপথির ব্যস্ততম মোড়ে তখন বেশ ভিড়। মোড়ের একদিকের জটলায় চোখ আটকাচ্ছে পথচারীদেরও। সেখানে ফুলের থালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলার শম্পা ভট্টাচার্য। পাশেই নারকেল হাতে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছুটির দিন হচ্ছেটা কী? জটলার সামনে যেতেই বোঝা গেল, ওই চত্বরে আবর্জনায় পরিপূর্ণ নর্দমা পরিষ্কার করা হবে। আর সেই কাজের সূচনা করতেই ফুল, নারকেল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন পুরকর্তারা। ঘোষকের কথা শেষ হতেই নারকেল ফাটিয়ে চারিদিকে জল ছিটিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গেই ফুল ছেটানো শুরু করলেন শম্পা। তারপরই কোদাল, বেলচা হাতে নর্দমায় নেমে পড়লেন জনাকয়েক সাফাইকর্মী।

বড় কোনও প্রকল্প নয়, ভবন নয়, হবে নর্দমা সাফাই। আর তারজন্য সূচনা অনুষ্ঠানের কথা শুনে হতবাক সাধারণ নাগরিক থেকে বিশিষ্টজনেরা। সব দেখেশুনে জটলার পেছনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিলেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতে কানাঘুঁষো শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরেও। দলের কাউন্সিলার ভূষণ সিং রাখঢাক না রেখেই বলেন, '৪৫ বছর ধরে পুর প্রতিনিধি রয়েছি। পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। আজ পর্যন্ত কোনওদিন দেখিনি নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনা হয়। উনি কেন এমন করছেন সেটা উনিই বলতে পারবেন।' যে যাই কটাক্ষ করুন না কেন নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনাতে দোষ দেখছেন না পুর চেয়ারম্যান। তাঁর সাফ কথা, 'জনগণকে জানাতে হবে তো কী কাজ করছি। বিষয়গুলি প্রচারে আনতে হবে। তাই সূচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। তাতে হইচই করার কিছু নেই।'

মিনিবাস স্ট্যান্ড চৌপথি নয়, একই স্টাইলে এদিন ব্যাংচাতরা রোডে নিউ সিনেমা সংলগ্ন একটি নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, দুটি নর্দমা পরিষ্কারের জন্য ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে পুর বোর্ড।

নর্দমা সাফাইয়ের কাজের সূচনা করছেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পরীক্ষা ফিনিশার রাসেলের

নাইটদের পথে কাঁটা সেই বাটলার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : আকাশ কখনও মেঘলা। কখনও রৌদ্র করোজ্জ্বল।

যোগফল ভ্যাপসা গরম। বাড়তি ঘাম। তার মধ্যেই সময়ের আগে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ। নেটে দুইজনের একান্ত অনুশীলন। জুটিতে টানা বোলিং। জস বাটলারদের বিরুদ্ধে স্পেশাল কোনও স্ট্র্যাটেজিতে শান দেওয়ার প্রয়াস? অনেকটা সেরকমই।

শুধু বাটলারই কেন, প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্সের টপ থ্রি স্পিনটা বেশ ভালো খেলে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিল ভালো শুরু করে দিচ্ছেন। বাটলার সেখানে চেনা ফিনিশারের ভূমিকায়। তবে নাইট বোলিং বনাম গুজরাট ব্যাটিং, এরকম ভাবনার মধ্যে সোমবারের দ্বৈরথকে আটকে রাখলেও ভুল হবে।

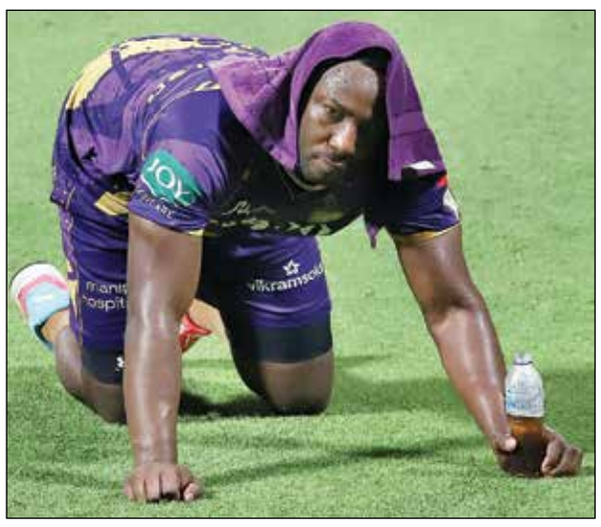

ব্যাটিংয়ে টানা অফফর্ম চিন্তায় রাখছে আন্দ্রে রাসেলকেও।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম
গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সৌজন্যে আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন গুজরাটে বোলিং কম্বিনেশন। স্পিন-পেসের দুরন্ত সংমিশ্রণ। মহম্মদ সিরাজ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন চলতি আইপিএলকে। দীর্ঘদিন পর টানা ক্রিকেটের স্বাদ চুটিয়ে নিচ্ছেন বর্তমানে পার্পল ক্যাপের মালিক প্রসিধ কৃষ্ণা। ইশান্ত শর্মার বুড়ো হাড়ে ভেলকিতে চমক জারি।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে নাইটদের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রোর গলাতেও যে পেস আক্রমণ নিয়ে সমীহের সুর। অথচ, কিছুটা অবাক করেই বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ইডেনে এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে দুইটিতে হার নাইটদের। জয় শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে। সেই পিচে আগামীকাল লিগ-টপার গুজরাটের টক্কর। তবে সেদিন ছিল ন্যাড়া উইকেট, এদিন সেখানে ঘাস।

বল ব্যাটে আসবে, শট খেলে ব্যাটাররা যেমন মজা পাবেন, তেমনই সুবিধা পাবেন বোলাররা। স্পোর্টিং উইকেটের হাতছানি? প্রশ্ন নাইটরা কী করবে? পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুল্লানপুরের মন্থর পিচেও বেলাইন হয়েছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দল। একশো পেরোতে পারেনি। এদিনের অনুশীলনে পেস ব্রিগেডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। বিশ্রামে আন্দ্রে রাসেলও। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, রাসেলরা নামবেন পুরোদস্তুর এনার্জি নিয়ে। বাস্তব হল, পিচ বা এনার্জি নয়, সমস্যা আরও গভীরে।

কলকাতায় পা রাখার আগে শনিবারই দিল্লির বিরুদ্ধে দুরন্ত ৯৭-এ নাইট বোলারদের রক্তচাপ বাড়িয়ে রেখেছেন বাটলার। আর ইডেন মানেই বাটলারি রাজের লম্বা তালিকা। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল ইডেনে নিজের শেষ ম্যাচেই বাটলারের দুরন্ত শতরানে কম পড়ে গিয়েছিল নাইটদের ২২৩ স্কোর। আগামীকাল ফের বাটলার প্রাচীরে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা। নাইট সংসারে সেখানে ফিনিশারের দেখা নেই। আন্দ্রে রাসেল ক্রমশ অতীতের ছায়া। রিঙ্কু সিংও ফিকে। আগামীকাল?

আজ প্ল্যান 'বি' হিসেবে নাইটদের অনুশীলনে বেশ কিছু ইঙ্গিত মিলল। রভম্যান পাওয়েল দীর্ঘসময় ব্যাটিং সারলেন। রহমানুল্লাহ গুরবাজের দিকেও বাড়তি নজর চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের। মণীশ পান্ডে লম্বা সময় কাটান নেটে। ত্রয়ীর মধ্যে কাউকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। ইডেনের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে স্পিন বোলিং কোচ কার্ল সেই সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখলেন।

রাসেলরা না এলেও, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের নিয়ে নেট সেশনে ইনটেন্ট প্র্যাকটিস নাইটদের। এরমাঝে রিঙ্কু, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের হালকা চোট চিন্তায় ফেললেও স্বস্তির খবর মারাত্মক কিছু নয়। দুইজনের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাগিদ গুজরাট শিবিরেরও। শনিবার দুপুরে আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলে আজ কলকাতায় পা রাখে।

ক্লান্তি ঝেড়ে রাতের দিকে রশিদ খানরা হাজির অনুশীলনে! ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস। ৮-৯ জনকে নিয়েই ইডেনে হাজির আশিস নেহেরা। চেনা বিন্দাস মেজাজে। প্র্যাকটিসের মাঝে মইন আলির সঙ্গে আড্ডাও মারলেন। আশিস নেহেরার এই 'কেয়ার ফ্রি' অ্যাটিটিউডই গুজরাটের বড় ইউএসপি-বলছিলেন দলের 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' বিক্রম সোলাঙ্কি। দাবি, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা সহ গোটা দলের পিছনেই নাকি আশু-ভাইয়ের হাত!

চাপকে সরিয়ে নিজেকে মেলে ধরো-অঘোষিত কোচিং মন্ত্র নেহেরার। শুভমান, সুদর্শনদের মধ্যে যা ভালোমতোই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সব ভালোর মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা এখনও পর্যন্ত রশিদের (৭ ম্যাচে ৪ উইকেট) স্পিন অস্ত্র কাজ না করা। তবে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর প্রতি ম্যাচেই চমকে দিচ্ছেন। রশিদের ঘাটতি ঢাকছেন। বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণ বনাম রশিদ-সাই কিশোর-জমাটি স্পিন যুদ্ধের হাতছানি।

ব্যাট-বলে চেনা অঙ্ক সবসময় অবশ্য মেলে না। বাটলার, গিল, নারায়ণ, কুইন্টন ডি ককদের ভিড়ে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো কেউ নায়ক হয়ে যেতেই পারেন। এদিন অনুশীলনে শুরুতেই ব্যাট হাতে নেটে ঢুকলেন। লম্বা সেশন। আগামী লক্ষ্য থাকবে ইনিংসটাকেও দীর্ঘ করার।

৭ ম্যাচে তিনটি জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা দাঁড়িয়ে ষষ্ঠ স্থানে। গুজরাট সেখানে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে (১০ পয়েন্ট)। আগামীকাল গুজরাটকে মগডাল থেকে কি টেনে নামাতে পারবে শাহরুখ খান ব্রিগেড? একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে আগামীকাল নন্দনকাননে গুজরাট-নাইট দ্বৈরথ।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় বিকেল চারটে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে তখন ক্রিকেটপ্রেমীদের তুলনায় ভিড় বেশি ব্রিগেডের জনতার।

লাল পতাকায় মোড়া বিস্তর বাস থমকে দাঁড়িয়ে ইডেন গার্ডেন্সের আশপাশে। এমন সময় আচমকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্টিকার দেওয়া একটি গাড়ি এসে থামল মূল প্রবেশদ্বারের সামনে। আর সেই গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে ইডেনের সাজঘরের দিকে সেঁধিয়ে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। সঙ্গে দলের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুনীল-বরুণ হাজির হয়ে গেলেন ইডেনের বাইশ গজের দিকে। এক ঝলক দেখে নিলেন কাল সন্ধ্যার গুজরাট ম্যাচের বাইশ গজ। ৩ এপ্রিল এই পিচেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়েছিল কেকেআর। সেই একই পিচে কাল শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। যদিও হায়দরাবাদ ম্যাচের পিচ ছিল শুকনো, ঘাসহীন। তুলনায় কাল সন্ধ্যার ম্যাচের পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম।

কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচের পিচ দেখার পরই সুনীল-বরুণ ঢুকে গেলেন নেটে। স্পিন বোলিং কোচ ক্রো-র সঙ্গে পরামর্শ করে শুরু করলেন বোলিং। একটি বিশেষ লংথে টানা বোলিং করে গেলেন তাঁরা। সন্ধ্যার দিকে দুই নাইট স্পিনারের এমন বোলিংয়ের রহস্য ফাঁসও হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্বপ্নের ফর্মে থাকা গুজরাটের জস বাটলার, সেরফিন রদারফোর্ড, শুভমান গিলদের তাণ্ডব থামানোর লক্ষ্যে বিশেষ লেংথে বোলিং অনুশীলন করে গেলেন তাঁরা। গতরাতে ঘরের মাঠে তাণ্ডব চালিয়ে দিল্লিকে উড়িয়ে দেওয়ার পর গুজরাট এখন লিগ টেবিলের শীর্ষে। দলের আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

> পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।
>
> সিএবি কর্তা

এমন দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নামার আগে রীতিমতো বেকায়দায় কেকেআর। যার মূল রয়েছে একাধিক সমস্যা। এক, আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে থ্রো ডাউন নেওয়ার সময় আচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে পাঁজরে চোট পেলেন রিঙ্কু সিং। চোট গুরুতর নয় বলে কেকেআরের তরফে দাবি করা হলেও পরে রিঙ্কুকে আর ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। দুই, ভেঙ্কটেশ আইয়ারও আজ নেটে ব্যাটিং চর্চার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের ধারে হাঁটুতে আইস প্যাক লাগিয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তিন, বৈভব অরোরা গতরাতের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর হাতে লেগেছিল। সেই চোট নিয়ে জল্পনা চলছে প্রবলভাবে। নাইটদের সংসারে রকমারি সমস্যার শেষ এখানেই নয়। রয়েছে আরও। সৌজন্যে ইডেনের ঘাস থাকা বাইশ গজ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যেভাবে আচমকা ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় ও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে যেভাবে কথা বলছিলেন, তার মধ্যে আর যাই হোক না কেন পিচ নিয়ে সন্তুষ্টির ইঙ্গিত ছিল না। রাতের ইডেনে দাঁড়িয়ে সিএবির এক কর্তা বলছিলেন, 'পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।' পিচ নিয়ে কেকেআর আদতে ঠিক কী চাইছে, সেটা বোঝা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সৌজন্যে দলের স্পিন বোলিং কোচ ক্রো। যিনি আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পিচ নিয়ে বলেছেন, 'যে পিচে কাল গুজরাট ম্যাচ খেলব আমরা, সেই পিচে সানরাইজার্স ম্যাচ খেলেছিলাম। তাই পিচ নিয়ে কিছুটা ধারণা রয়েছে আমাদের। কিন্তু বল ঘুরবে কিনা, বলা কঠিন। তবে স্পিন বনাম স্পিন দুর্দান্ত একটা যুদ্ধ হতে চলেছে কাল।'

স্পিন বনাম স্পিন যুদ্ধে বরুণ-সুনীলদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য গুজরাট শিবিরে রয়েছেন ওয়াসিংটন সুন্দর, রসিদ খানরাও। ফলে স্পিন সহায়ক উইকেটের চাহিদা কাল নাইটদের জন্য বুমেরাং হলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

জস দ্য বসকে থামাতে প্রস্তুতি বরুণদের

অনুশীলন সেরে ফিরছেন বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণরা। - ডি মণ্ডল

শুভমান-প্রসিধকে নিয়ে আতঙ্কে নাইটরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : যাত্রাপথেও ছুটি নেই!

গত সন্ধ্যাতেই ঘরের মাঠ আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলেছে গুজরাট টাইটান্স। দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়ে লিগ টেবিলের মগডালে বসে পড়েছেন শুভমান গিলরা।

আহমেদাবাদ থেকে আজ বিকেলেই কলকাতায় পৌঁছেছে গুজরাট। টানা ম্যাচ, দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ধকল সামলেও সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলনে হাজির রসিদ খান, জস বাটলাররা। নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ ঘটনা। সাধারণত আইপিএলে এমনটা দেখা যায় না।

কিন্তু শুভমানরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মানসিকভাবে অনেক বেশি তাজা ও ফুরফুরে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আরও চমকপ্রদ তথ্য। সূত্রের খবর, ইডেনের পিচ নিয়ে চলতি মরশুমে বিস্তর বিতর্কের পর কলকাতায় পৌঁছে বাইশ গজ চাক্ষুস করার জন্যই হাজির হয়েছিলেন রসিদ-বাটলাররা। ঘটনার শেষ এখানেই নয়। বলা যেতে পারে, 'গুপ্তচরের' ভূমিকা পালনে রসিদ-বাটলাররা হাজির হয়েছিলেন আজ। ইডেনের পিচ দেখে দলের আগামীর পরিকল্পনার রসদ তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন অধিনায়ক শুভমানের কানে। সেই শুভমান, যিনি ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নাইট সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ইডেনের পিচকে হাতের তালুর মতো চেনেন গুজরাট অধিনায়ক।

একা শুভমান নন, প্রসিধ কৃষ্ণাও কাল সন্ধ্যার কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টার হতেই পারেন। প্রসিধও দীর্ঘসময় খেলেছেন কেকেআরে। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রসিধও দারুণ ছন্দে। গতকালই দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার ইডেনে হাজির হওয়ার পর বাটলার-রসিদদের থেকে পিচে ঘাস থাকার খবর শুনে নিশ্চিতভাবেই প্রসিধও উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। ৭ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে প্রসিধ এখন বোলারদের তালিকায় সবার আগে। প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করার তাগিদটা শুভমানের পাশে প্রসিধের মধ্যেও দেখা যাবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত কারণে দিন কয়েক আগে দেশে ফেরা কাগিসো রাবাদাও গুজরাটের সংসারে ফিরে এসেছেন। ইডেনের পিচ রাবাদার জন্যও 'হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড' হতেই পারে কাল।

গুজরাট টাইটান্স কোচ আশিস নেহেরার সঙ্গে আলিঙ্গনে মইন। - ডি মণ্ডল

শুভমান-প্রসিধ, দুই প্রাক্তন নাইট কাল সন্ধ্যার ইডেনে নাইটদের জন্য 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হলে আজিঙ্কা রাহানের সংসারে প্লে-অফ স্বপ্ন প্রবলভাবে ধাক্কা খাবে।

সিরাজের জন্যও চলতি আইপিএল নিশ্চিতভাবেই স্মরণীয় হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়ার পর সিরাজকে নতুনভাবে দেখছে দুনিয়া। ৭ ম্যাচে ১১ উইকেট যার প্রমাণ। কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের প্রত্যাবর্তন? সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি বলছিলেন কোচ আশিস নেহেরার কথা। নেহেরাই সিরাজকে আগামীর নয়া দিশা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সোলাঙ্কির কথায়, 'সিরাজ অত্যন্ত প্রতিভাবান। নেহারাও ওর সঙ্গে দারুণ কাজ করছে। সিরাজের ছন্দ আমাদের দলের জন্যও দারুণ ব্যাপার।' সিরাজের পাশে ক্রিকেট সমাজে আলোচনা চলছে গুজরাট অধিনায়ক শুভমানকে নিয়েও। গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের কথায়, 'শুভমান দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদিও এখনও ওর অনেক পথ চলার বাকি। শুভমানের সবচেয়ে বড় গুণ হল, দলের সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে।'

প্রাক্তন নাইট প্রসিধ-শুভমানরা কাল কাঁটা হিসেবে নাইটদের সামনে প্রাচীর তৈরি করলে কিন্তু ফের করব, লড়ব, হারব পরিস্থিতি উদয় হবে।

খাসির মাংস, পিৎজা ছেড়ে আইপিএলে বৈভব

অভিষেকে ৩৪ রান করেও চোখে জল ১৪ বছরের বৈভবের।

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : নিঃসন্দেহে স্মরণীয় অভিষেক।

ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু। আর আউট হওয়ার পর বাইশগজ ভিজল তারই চোখের জলে।

আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলে ছয় মারার নজির অনেক রয়েছে। তবে বৈভব সূর্যবংশীর বয়স সবে ১৪। সেখানেই তার কৃতিত্ব। বিহার থেকে উঠে আসা বৈভবই এখন আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার। শনিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসাবে ওপেন করতে নামে বৈভব। প্রথম বলেই যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছক্কা হাঁকাল, কে বলবে আইপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছে কৈশোরে পা দেওয়া বৈভব। দিনের শেষে রাজস্থান জিততে পারেনি। বৈভব অর্ধশতরানও ছুঁতে পারেনি। ২০ বলে ৩৪ রান করে ফিরতে হয়। তবুও তার নামই চর্চায়। ক্রিকেট দুনিয়া ছাড়িয়ে এখন বৈভবের উপস্থিতি বিশ্বের দরবারে।

কৈশোরের সারল্য তার চোখে-মুখে জ্বলজ্বল করছে। যে বয়সে বাকিরা প্রিয় খাবার বাছতে শেখে, সেই বয়সে পছন্দের পিৎজা, খাসির মাংস ছাড়তে হয়েছে। পরিবর্তে বৈভব বেছে নিয়েছে ক্রিকেটকে। সেই স্বাদই তার কাছে সেরা। বিহার থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারের কোচ মণীশ ওঝা বলেছেন, 'খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। ওগুলো ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।' মণীশ মনে করছেন লম্বা রেসের ঘোড়া হতে পারে বৈভব। বলেছেন, 'ও খুব সাহসী ব্যাটার। রাহুল দ্রাবিড় স্যর আগেই জানিয়ে দেন লখনউ ম্যাচে ওর অভিষেক হবে। শুক্রবার অনুশীলনের পরই বৈভব আমাকে তা জানায়। আমি ঠান্ডা মাথায় খেলার পরামর্শ দিই। ও বলেছিল, সুযোগ পেলেই ছয় মারবে।' সেই সুযোগ বৈভবের সামনে চলে আসে প্রথম বলেই। সঙ্গে বলেছেন, 'ওর বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। সেখান থেকে পাটনার দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। তা অতিক্রম করে অনুশীলনে আসত। তারপর কঠোর পরিশ্রম। এটাই ওকে অনেকদূর নিয়ে যাবে।'

> খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। ওগুলো ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।
>
> মণীশ ওঝা
> *বৈভব সূর্যবংশীর কোচ*

প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে আইপিএল শুরু বৈভব সূর্যবংশীর। জয়পুরে শনিবার।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস সেরা সময়ের যুবরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন বৈভব সূর্যবংশীকে। মণীশও তাঁর সঙ্গে সহমত। বলেছেন, 'ওর মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের মতো আগ্রাসী মনোভাব রয়েছে। সাহসীও। তবে রাহুল দ্রাবিড় ওর চোখে ভগবান। তবে ও খুব আবেগপ্রবণও।' সেজন্যই বোধহয় আউট হওয়ার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। বৈভবের খেলা দেখে মুগ্ধ গুগল সিইও সুন্দর পিচাইও। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আইপিএলে অষ্টম শ্রেণির এক কিশোরের খেলা দেখব বলে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। কী দুর্দান্ত অভিষেক।'

স্টেডিয়াম থেকে মুছছে আজ্জুর নাম

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল : আবারও বিতর্কে প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে তাঁর নাম মুছতে চলেছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। প্রতিবাদে আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

২০১৯ সালে হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামের নর্থ প্যাভিলিয়ন আজহারউদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়। তার আগে ওই স্ট্যান্ড প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণের নামে ছিল। এই নামকরণের সময় আজহার নিজেই হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে লক্ষ্মণের নাম সরিয়ে এই নাম পরিবর্তন করেছিলেন।

আজহারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল হায়দরাবাদের লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে আজহারের নাম সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি হায়দরাবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নর্থ স্ট্যান্ডের টিকিটেও আজহারের নাম থাকবে না।

> আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজহার। তিনি বলেছেন, 'আমি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাব। এইভাবে একজন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের নাম মুছে ফেলাটা খুব দুঃখজনক বিষয়।' তিনি দাবি করেন, এথিক্স অফিসারের এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অবৈধ। আজহার বলেছেন, 'সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, এথিক্স অফিসারের মেয়াদ এক বছর থাকে। বর্তমান অফিসারের মেয়াদ চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও উনি কীভাবে এই নির্দেশ দেন। পুরো বিষয়টি অবৈধ।'

লক্ষ্মণের নাম সরানো হয়নি বলেও দাবি করেছেন আজহার। তিনি বলেছেন, 'আমি বোকা নই, লক্ষ্মণের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নাম সরিয়ে দেব। নর্থ স্ট্যান্ডে লক্ষ্মণের নাম রয়েছে। যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে।'

লেওয়ানডস্কির চোটে চিন্তায় বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২০ এপ্রিল : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ একইসঙ্গে বার্সেলোনা শিবিরে।

সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৪-৩ ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়। লা লিগা খেতাব জয়ের দৌড়ে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গেল বার্সা। এই জয় নিঃসন্দেহে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে। এই ম্যাচেই গুরুতর চোট পেয়েছেন বার্সার পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এর জেরে মরশুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

লা লিগায় এখনও ছয় ম্যাচ বাকি। আগামী শনিবার কোপা ডেল রে-এর ফাইনাল। সেখানে কাতালান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর আবার মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল। এরইমধ্যে লেওয়ানডস্কির চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বার্সা কোচ ফ্লিককে। শোনা যাচ্ছে, অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে পোলিশ স্ট্রাইকারকে। ফ্লিক যদিও নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে পারেননি। বলেছেন, 'লেওয়ানডস্কির চোটের জায়গায় এমআরআই হবে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' তবে মঙ্গলবার মায়োরকার বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে লেভা (লেওয়ানডস্কি) যে থাকছেন না, তা কার্যত নিশ্চিত।

জোড়া গোল করা রাফিনহার কোলে উঠে পড়েছেন গাভি।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

Sucharita (Maa), Manoj (Baba) : Happy 20th Marriage Anniversary to both of you. Wish you a happy, healthy, successful married life. Samonnoy (Son), Laku, Jalpaiguri.

মরশুম শেষ ইস্টবেঙ্গলের

কেরালা ব্লাস্টার্স-২ (জেমিনেজ-পেনাল্টি ও নোয়া)
ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হেরে বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। আরও বিশদে বলা ভালো, একা নোয়া সাদাউই শেষ করে দিলেন কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে উপস্থিত সাড়ে চার হাজার দর্শকের সিংহভাগ লাল-হলুদ সমর্থকদের যাবতীয় স্বপ্ন। গতবার তবু সুপার কাপটা দিয়েছিলেন কার্লোস কোয়াদ্রাত। এবার সেটাও এল না। অস্কার ব্রুজোঁকেও বুঝতে হবে, সমর্থকরা ট্রফি চান। উজ্জীবিত করার জন্য শুধু স্তোকবাক্য নয়।

মাত্র দেড় মিনিটের মাথায় মাত্র একটা টোকায় গোলমুখ খুলে ফেলে তখনই যেন ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেন নোয়া। অসহায় প্রভসুখান সিং গিল তখন দ্বিতীয় পোস্টে দাঁড়িয়ে। সারা কলিঙ্গ স্টেডিয়াম অবাক হয়ে দেখল, জেসুস জিমেনেজ বলটা বাইরে মারলেন। এদিন কেরালা ব্লাস্টার্সের পরিকল্পনাই ছিল, ডিফেন্স বা মাঝমাঠ থেকে উঁচু করে ডানদিকে নোয়াকে উদ্দেশ্য করে বল তুলে দেওয়া। প্রতিটি বলেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করলেন এই মরোক্কান। প্রথমার্ধেই অন্তত তিনবার তিনি বক্সের মধ্যে একেবারে থালায় করে রসগোল্লার মতো বল সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবারই বল বাইরে মারেন জিমেনেজ। ৩৯ মিনিটে নোয়াই ফের পেনাল্টি আদায় করে দিলেন, গোল হল ৪১ মিনিটে। নোয়া বক্সে ঢুকে পড়লে আনোয়ার আলি সরাসরি তাঁর পায়ে মারেন।

বল কাড়তে ব্যর্থ আনোয়ার আলি। ভুবনেশ্বরের মাঠে ধরাশায়ী ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম ম্যাচেই বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের

রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ সামনেই ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে অ্যাড্রিয়ান লুনা নয়, পেনাল্টিটা মারতে এলেন জিমেনেজ। মজার কথা হল, তাঁর প্রথম শট গিল আটকে দিলেও তিনি আগে বেরিয়ে আসায় ফের নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় অবশেষে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জিমেনেজ। লুনা এদিন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে খেললেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চোট পেয়ে তাঁর বসে যাওয়ার পর ফ্রেডি নেমে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতেই দ্বিতীয় গোল কেরালার। ৬৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণু, নাওরেম মহেশ সিংদের একে একে কাটিয়ে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের দর্শনীয় শটে ২-০ করে জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। গিল নড়ার সুযোগ পাননি। সেল্টা ভিগোর প্রাক্তন ফুটবলার ডেভিড কাটালার প্রথম ম্যাচ কেরালার কোচ হিসাবে। দলটাকে এই ক'দিনে দারুণ জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলেও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হল।

এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একশোতম ম্যাচ খেলার বিশেষ জার্সি হাতে নিয়ে যতটা উজ্জ্বল লাগছিল নাওরেম মহেশ সিংকে খেলায় ততটা লাগলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হত। জিকসন সিংও তথৈবচ। আক্রমণ সচল রাখতে যতটা প্রয়োগ দরকার, সেটা পারেননি মেসি বাউলি-রিচার্ড সেলিসরা। তবে বিষ্ণুকে নিয়ে এবারের দলবদলের বাজার সরগরম হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। গতির সঙ্গে আছে একরোখা মনোভাব। সুযোগ তৈরির পাশাপাশি নিজেদের অর্ধে নেমে এসে আক্রমণ রুখতেও দেখা গেছে তাঁকে। ৪৩ মিনিটে তাঁর শট বার ছুঁয়ে যায়। প্রথমার্ধে একবার ছাড়া অবশ্য একেবারেই নজরে পড়েননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। একবারই তাঁর বাড়ানো বল থেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সেলিস। এই দুজনই অঙ্গভঙ্গি করার থেকে যদি খেলায় বেশি মন দেন, তাহলে দলের উপকার হয়। পরে সাউল ক্রেসপো-ডেভিভড লালহালানসাঙ্গাদের নামিয়েও লাভ হয়নি। ম্যাচের পর ব্রুজোঁর বক্তব্য, 'অত্যন্ত হতাশ। এটা আমাদের খেলা নয়। দ্বিতীয় গোল হওয়ার পর

> অত্যন্ত হতাশ। এটা আমাদের খেলা নয়। দ্বিতীয় গোল হওয়ার পর ছেলেরা হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব দেখিয়েছে। খেলাটা যে ৯০ মিনিটের সেটা ওরা ভুলে গিয়েছিল।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

ছেলেরা হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব দেখিয়েছে। খেলাটা যে ৯০ মিনিটের সেটা ওরা ভুলে গিয়েছিল।'

আবার পরবর্তী মরশুমের জন্য অপেক্ষা শুরু হল লাল-হলুদ সমর্থকদের। বছরের পর বছর যায় বদলায় না তাঁদের দুর্ভাগ্য। হেলদোল থাকে না কোচ-ফুটবলারদের। সঙ্গে বহালতবিয়তে থেকে যান কর্তারাও।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ (নীশু), আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা (সৌভিক), বিষ্ণু, মহেশ, জিকসন (সাউল), সেলিস (নন্দ), মেসি বাউলি (ডেভিড) ও দিয়ামান্তাকোস।

বিরাট নজিরে বদলা আরসিবি-র

মুল্লানপুর, ২০ এপ্রিল : দুই ম্যাচের সিরিজ। আইপিএলের ক্রীড়াসূচি সামনে আসার পর একদিনের ব্যবধানে পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জোড়া দ্বৈরথকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল। শুক্রবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম টক্করে ৯৫ রানে আটকে গিয়ে আরসিবি একরাশ লজ্জা উপহার দিয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে রবিবার বিরাট কোহলির নজিরে বদলা নিল বেঙ্গালুরু। ডেভিড ওয়ার্নারকে টপকে আইপিলে সর্বাধিক অর্ধশতরানের মালিক হয়ে গেলেন বিরাট (৫৪ বলে অপরাজিত ৭৩)। পাঞ্জাবকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে চলতি টুর্নামেন্টে টানা পাঁচটি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল রজত পাতিদার ব্রিগেড।

ঘরের মাঠে বাঘ, বাইরে বিড়াল। এবারের আইপিএলে আরসিবি-র জন্য প্রবাদটা অবশ্য উলটে গিয়েছে। চিন্নাস্বামীতে জোড়া ম্যাচ খেলে হার। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে উলোটপুরান। রবিবারও মুল্লানপুরে যার অন্যথা হল না। এদিন টসে জিতে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার জানিয়েছিলেন, ৪০ ওভারই পিচের চরিত্র একই থাকবে। তাই ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে প্রভসিমরান সিংয়ের (১৭ বলে ৩৩) দাপটে ৬২ রান তুলে বড় স্কোরের মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল পাঞ্জাব।

স্পিনাররা আসরে নামতেই ম্যাচে ফেরে আরসিবি। ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৫/২) প্রভসিমরানকে তুলে নেন। ব্যর্থ হন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৬) ও নেহাল ওয়াধেরা (৫)। তবে জোশ ইনগ্লিস (১৭ বলে ২৯) ও শশাঙ্ক সিং (৩১) ৩৬ রানের জুটিতে খেলা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমার (২৬/০), সুযশ শর্মাদের (২৬/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে পাঞ্জাব ইনিংস কখনই কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি। শেষদিকে মার্কো জানসেন কার্যকরী ব্যাটিং করলেও পাঞ্জাব আটকে যায় ১৫৭/৬ স্কোরে।

শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থ বলে ফিল সল্টকে ফিরিয়েছিলেন অর্শদীপ সিং (২৬/১)। এদিনও অর্শদীপ রিপিট টেলিকাস্ট দেখান। প্রথম ওভারে সল্টকে (১) হারালেও বিরাট স্পেশালে জয়ের রাস্তায় সমস্যা হয়নি আরসিবি-র। রানতাড়া করাটা বিরাটের বিশেষত্ব। আইপিএল কেরিয়ারের রেকর্ড সংখ্যক অর্ধশতরানে এদিন আবারও যা বোঝালেন 'চেজমাস্টার।' প্রথম ২০ বলে বিরাটের ব্যাট থেকে এল চারটি চার। সবকয়টাই পাওয়ার প্লে-র মধ্যে। পরের ২৪ বলে শুধুমাত্র স্ট্রাইক রোটেটে মনোযোগ দিলেন বিরাট। কারণ কখন রানের গতি বাড়াতে হয়, কোন বোলারকে ইনিংসের কোন পর্বে আক্রমণ করতে হবে-সেটা রানতাড়ায় বিরাটের থেকে সম্ভবত ভালো কেউ বোঝে না।

অ্যাঙ্কর রোলে থাকা বিরাটকে যোগ্য সংগত করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৩৫ বলে ৬১)। তাঁদের ৬৯ বলে ১০৩ রানের পার্টনারশিপ আরসিবি-র জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। ৪২ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করার পর জিতেশ শর্মাকে (অপরাজিত ১১) নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন কোহলি। ৭ বল হাতে রেখে বেঙ্গালুরু ১৮.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়।

আইপিএলে ৬৭ নম্বর অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। মুল্লানপুরে।

বেঙ্গালুরুতে গলফে ট্রফি জয় পারমিতার

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির ৫৫ বছরের পারমিতা মুখোপাধ্যায়। সেখানে তিনি অবশ্য শিলিগুড়ি বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও দলের নয়, প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেঙ্গালুরুর প্রেস্টিজ অগাস্টা গলফ ক্লাবের। অ্যামেচারদের প্রতিযোগিতা হলেও ট্রফি জয়ের রাস্তা সহজ ছিল না বলেই জানিয়েছেন পারমিতা। বলেছেন, 'খুব কঠিন টুর্নামেন্ট ছিল। প্রতি রাউন্ডে ১৮টি করে হোল, সবমিলিয়ে তিনদিনে ৫৪টি হোলকে টার্গেট করতে হয়েছে। এজন্য প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে হাঁটতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিকটতম প্রতিযোগীর সঙ্গে ২০ স্ট্রোকের ব্যবধান রেখে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

একটা সময় টেবিল টেনিসে সাব-জুনিয়ারে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে পারমিতা দেশে এক নম্বর ছিলেন। ১৫ বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াধে থাকার সময় তাঁর গলফে আসা। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষিকা হলেও খেলাটির প্রতি ভালোবাসা থেকেই পারমিতা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর কথায়, 'আগামী শনিবার শ্রীলঙ্কায় একটি টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছি। সেখানে আমি বেঙ্গালুরুর প্রতিনিধিত্ব করব। এখন পর্যন্ত সাতটি অ্যামেচার গলফ টুর্নামেন্টে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

মে মাসের শুরুতেই তিনি ফিরছেন শৈশবের শহর শিলিগুড়িতে। তার আগে দেশে অ্যামেচার মহিলাদের মধ্যে এক নম্বর গলফার পারমিতার লক্ষ্য ট্রফি জয়ের সংখ্যা আটে নিয়ে যাওয়া।

বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ির পারমিতা মুখোপাধ্যায়।

সুপার কাপে আজ

এফসি গোয়া বনাম গোকুলাম কেরালা এফসি
স্থান : ভুবনেশ্বর
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট

ওডিশা এফসি বনাম পাঞ্জাব এফসি
স্থান : ভুবনেশ্বর, সময় : রাত ৮টা
সম্প্রচার : জিওহটস্টার

ওয়াংখেড়েতে রো-হিট

চেন্নাই সুপার কিংস-১৭৬/৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৭৭/১

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীর পর রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের আয়ুষ মাত্রে (১৫ বলে ৩২)। সপ্তাহ শেষের দুইদিন দুই টিনএজারের আইপিএল অভিষেকে টাটকা বাতাস ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। বৈভব শুরু

অভিষেকে উজ্জ্বল আয়ুষ

করেছিলেন ছক্কা হাঁকিয়ে। এদিন ১৭ বছরের আয়ুষ দ্বিতীয় বলেই বাউন্ডারি মারলেন। প্রথম চার বলে আয়ুষ হাঁকালেন এক বাউন্ডারি ছাড়াও জোড়া ছক্কা। আয়ুষ যখন দীপক চাহারের (৩২/১) বলে মিচেল স্যান্টনারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরছেন, তখন পিঠ চাপড়ে দিলেন সূর্যকুমার যাদব। তবে ম্যাচের শেষটা বরাদ্দ ছিল প্রবীণ ব্রিগেডের সদস্য রোহিত শর্মার জন্য। রানতাড়ায় নেমে প্রথমবার চলতি আইপিএলে চলল রোহিতের (৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬) ব্যাট। চার ছক্কায় ৩৩ বলে পঞ্চাশে পা রাখেন রোহিত। তাঁর সঙ্গে মানানসই হয়ে ওঠেন সূর্যকুমারও (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮)। মুম্বই ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়।

আয়ুষ ফেরার পরই শাইক রশিদকে (১৯) বোকা বানিয়ে স্টাম্পড আউট করেন স্যান্টনার (১৪/১)। এরপরই আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে জাঁকিয়ে বসেন জসপ্রীত বুমরাহ (২৫/২), হার্দিক পান্ডিয়ারা (১৩/০)। ৮-১১ এই চার ওভারে একটাও বাউন্ডারি আসেনি চেন্নাইয়ের। তবে চতুর্থ উইকেটে ৫০ বলে ৭৯ রানের জুটিতে ইয়োলো আর্মিকে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যেতে দেননি শিবম দুবে-রবীন্দ্র জাদেজা। শেষ পর্যন্ত মুম্বইয়ের ছেলে শিবম ঘরের মাঠে ৩২ বলে ৫০ করে যান। লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেও এদিন ৪ রানে বুমরাহর বলে তিলক ভার্মার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে একটা দিন ধরে রেখেছিলেন জাদেজা। তাঁর ৩৫ বলে অপরাজিত ৫৩ রানের ইনিংসে ১৭৬/৫ স্কোরে পৌঁছায় চেন্নাই।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে মন জয় করলেন ১৭ বছরের আয়ুষ মাত্রে।

মহমেডানের প্রস্তুতিতে নতুন বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ এপ্রিল : নিয়মরক্ষার্থে সুপার কাপে দলটা নামাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার যেভাবে প্রস্তুতি শুরু হল তারপর একথা বলাই যায়।

অনুশীলনে উপস্থিতির সংখ্যাটা ফুটবলার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মেরেকেটে জনা কুড়ি হবে। লোক বাড়াতে নিজের ছেলেকে অনুশীলনে নিয়ে এসেছিলেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। প্রথম দিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন দুই বিদেশি ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের এবং মার্ক আন্দ্রে সমারবক। যদিও ফ্লোরেন্ট সুপার কাপে খেলার ব্যাপারে গররাজি। তিন-চারদিনের প্রস্তুতিতে ম্যাচ খেলতে অনীহা প্রকাশ করেছেন তিনি। মেহরাজ জানিয়েছেন, সবমিলিয়ে এই মুহূর্তে ষোলোজন ফুটবলার তাঁর হাতে রয়েছেন।

এদিন অবশ্য নতুন এক বিদেশি ফুটবলারের দেখা মিলল মহমেডানের অনুশীলনে। দিল্লি এফসি-র ক্যামেরুনের ফুটবলার জুনিয়ার ওঙ্গুয়েনে ভারতেই ছিলেন। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে কলকাতায় উড়িয়ে আনা হয়। সুপার কাপের আগেই তাঁকে দলে নেওয়ার চেষ্টায় মহমেডান। দিল্লি এফসি ও ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তাঁকে নেওয়া হতে পারে। যদিও ক্লাবের দাবি, ট্রায়ালে এসেছেন তিনি। এদিকে ৫ মে কল্যাণীতে আগামী মরশুমের জন্য মহমেডানের ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। বয়সভিত্তিক এবং কলকাতা লিগের জন্য সেখান থেকেই ফুটবলার বাছতে চাইছে সাদা-কালো।

ট্রফি নিচ্ছে অনলি ফুটবল গ্রুপ। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জিতল অনলি

কোচবিহার, ২০ এপ্রিল : প্রীতি ফুটবলে রবিবার জেনকিন্স অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-১ গোলে হারাল অনলি ফুটবল গ্রুপ। অনলির গৌরব দাস, নন্দন বিন, সংকল্প মোদক ও ম্যাচের সেরা সুমন মহন্ত গোল করেন। জেনকিন্সের গোলটি শুভঙ্কর দাসের।

জয়ী ২০০৪-'০৫ ব্যাচ

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০০৪-'০৫ ব্যাচ ১৪ রানে হারিয়েছে ২০১৫ ব্যাচকে। ২০০৪-'০৫ প্রথমে ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২০১ রান তোলে। হীরা ঘোষ রেখে এসেছেন ৭৭ রান। চন্দন মণ্ডল ৩৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ২০১৫ জবাবে ১৪.১ ওভারে ১৮৭ রানে সব উইকেট হারায়। রাজীব দেবশর্মা ৪৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা তাপস ৪৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

অশ্বিনীর ৫ উইকেট, অনুপের ৪

জামালদহ, ২০ এপ্রিল : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সমলা ফার্মেসি ও উৎপলকুমার ঘোষ ট্রফি জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার রাইজিং স্টার ৩৯ রানে জামালদহ সুপার স্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে রাইজিং স্টার ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৪ রান তোলে। রাজা সরকার ৪২ রান করেন। জবাবে সুপার স্টার ১৪.২ ওভারে ১১৫ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অশ্বিনী অধিকারী ফেলে দেন ৫ উইকেট।

অন্য ম্যাচে সানরাইজ ইলেভেন ৫ উইকেটে ৯৮ লায়ন্সকে হারিয়েছে। প্রথমে ৯৮ লায়ন্স ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অনুপ ডাকুয়া পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে সানরাইজ ১৩.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে অশ্বিনী অধিকারী। - প্রতাপ ঝা

জিতল চেলসি, আর্সেনাল

লন্ডন, ২০ এপ্রিল : ইপিএলের ম্যাচে সহজ পেল আর্সেনাল। দুর্বল ইপসউইচ টাউনকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। পাশাপাশি অপর ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের কাছে হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের।

কয়েকদিন আগেই রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছে আর্সেনাল। ফলে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকে রবিবার ইপসউইচের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ম্যাচের ১৪ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ২৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ৩২ মিনিটে ইপসউইচ ডিফেন্ডার লেইফ ডেভিস লাল কার্ড দেখায় আরও সুবিধা পেয়ে যায় মিকেল আর্তেতার দল।

৬৯ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ট্রোসার্ড। ৮৮ মিনিটে ইপসউইচের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ইথান এনওয়ানেরি। এমনিতেই ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা একদম ক্ষীণ আর্সেনালের। বিশাল বড় কোনও অঘটন না ঘটলে লিগ এবার অ্যানফিল্ডে যেতে চলেছে। তবে লিগ জিততে না পারলেও দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখাই লক্ষ্য তাদের। আপাতত এই জয়ের সুবাদে ৩৩ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট পেয়েছে গানার্স।

হার ম্যাঞ্চেস্টারের

এদিকে, ফুলহামের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও শেষমুহূর্তে জয় পেয়েছে চেলসি। ২৮ মিনিটে অ্যালেক্স লোবির গোলে এগিয়ে যায় ফুলহাম। ৮৩ মিনিটে 'দ্য ব্লুজ'-কে সমতায় ফেরান টাইরিন জর্জ। সংযোজিত সময়ে গোল করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন পেদ্রো নেটো। এই জয়ের সুবাদে ৩৩ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চমস্থানে উঠে এল এনজো মারেস্কার দল। আপাতত তাদের লক্ষ্য, প্রথম পাঁচটি দলের মধ্যে লিগ শেষ করে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা।

তবে আর্সেনাল ও চেলসি জয় পেলেও পরাজিত হয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ঘরের মাঠে উলভসের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৭৭ মিনিটে উলভসের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেছেন পাবলো সারাবিয়া। এই মুহূর্তে ৩৩ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে চতুর্দশ স্থানে রয়েছেন হ্যারি ম্যাগুয়েররা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
মাদারিহাট-এর এক বাসিন্দা

23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81L 36277 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য শব্দ ফুরিয়ে গেছে। অর্থ যে কোনো ব্যক্তির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ব্যক্তির অবস্থা নির্ধারণ করে। মাত্র কিঞ্চিত পরিমাণ অর্থ খরচ করেই একজন কোটিপতি হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, মাদারিহাট - এর একজন বাসিন্দা আয়েশা খাতুন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিলিগুড়িতে পদক জয়ের পর কোচবিহারের প্রতিযোগীরা।

ক্যারাটেতে কোচবিহারের ৩ পদক

কোচবিহার, ২০ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে আয়োজিত ২৭তম রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে ১ সোনা ও ২ব্রোঞ্জ জিতল কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত আয়োজিত আসরে কৃতিকা দত্ত (অনূর্ধ্ব-৯) কুমিতে বিভাগে সোনা জিতেছে। তুহিন রায় (৯ বছর) ও আদিত্য রায় (১৬-১৭ বছর) কাতায় ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তাঁদের কোচ তথা কোচবিহার স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির প্রধান প্রশিক্ষক মিঠুনজিৎ বর্মন জানিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বে কোচবিহারের হয়ে চারজন ক্যারাটেকা অংশ নিয়েছিল। তিনজনই পদক জিতেছে। তারা জাতীয় স্তরে অংশ নেবে।